দাদা ভগবান প্ররূপিত

স্বামী-স্ত্রীরর দিব্য ব্যবহার

মানিয়ে নেবে ভুল একে অন্যের তো হবে বিবাহিত জীবন সুখময়।

'ওয়ান ফ্যামিলি'-র মত থাক প্রেমে তো থাকবে না জীবন দুঃখময়।

Bengali

দাদা ভগবান প্ররূপিত

স্বামী-স্ত্রীর দিব্য ব্যবহার

মূল গুজরাটি পুস্তক 'পতি-পত্নীনো দিব্য ব্যবহার' (সংক্ষিপ্ত) এর বাংলা অনুবাদ

মূল গুজরাটি সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

Publisher : Shri Ajit C. Patel
Dada Bhagawan Vignan Foundation
1, Varun Apartment , 37, Shrimali Society,
Opp. Navrangpura Police Station,
Navrangpura, Ahmedabad: 380009.
Gujarat , India.
Tel.:` +91 79 3500 2100

© Dada Bhagwan Foundation,
5, Mamta Park Society, B\h. Navgujrat College,
Usmanpura, Ahmedabad - 380014, Gujarat, India.
Email : info@dadabhagwan.org
Tel. : +91 79 3500 2100

All Rights Reserved. No part of this publication may be shared, copied, translated or reproduced in any form (including electronic storage or audio recording) without written permission from the holder of the copyright. This publication is licensed for your personal use only.

প্রথম সংস্করণ ৫০০ কপি, মে, ২০২৩
ভাব মূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছুই জানি না' এই ভাব !
দ্রব্য মূল্য : ৮০ টাকা

মুদ্রক : অম্বা মাল্টীপ্রিন্ট
বি-৯৯, ইলেক্ট্রনিক্স্ জি.আই.ডি.সি.
ক-৬ রোড, সেক্টর-২৫
গান্ধীনগর -৩৮২০৪৪
Gujarat, India.
ফোন : +৯১ ৭৯ ৩৫০০ ২১৪২

ISBN : 978-93-91375-43-0

Printed in India

ত্রিমন্ত্র

নমো অরিহন্তাণম্

নমো সিদ্ধাণম্

নমো আয়রিয়াণম্

নমো উবজ্ঝায়াণম্

নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্

এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;

সব্ব পাবপ্পনাশণো

মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান কে ?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ টার সময়, ভিড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্লেটফর্ম নম্বর ৩ এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহ মন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য আতুর 'দাদা ভগবান' পূর্ণ রূপে প্রকট হলেন। আর প্রকৃতি সৃজন করলেন অধ্যাত্মের এক অদ্‌ভুত আশ্চর্য্য ! এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হল ! 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ রহস্য প্রকট হয়। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বের সন্মুখে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করলেন আর তার মাধ্যম হলেন শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, গুজরাটের চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, যিনি কন্ট্রাকটরী ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী পুরুষ !

ওনার যা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেভাবে কেবল দুই ঘন্টাতেই অন্য মুমুক্ষু জনকেও আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন, ওনার অদ্‌ভুত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা। একে অক্রমমার্গ বলা হয়। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের, ক্রম অর্থাৎ সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফ্ট মার্গ, শর্ট কাট !

উনি স্বয়ংই সবাইকে 'দাদা ভগবান কে ?' এই রহস্য জানিয়ে বলতেন "এই যাকে আপনারা দেখছেন সে দাদা ভগবান নয়, সে তো 'এ. এম. প্যাটেল'। আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যে আছেন। আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছেন আর 'এখানে' আমার ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়ে গেছেন। দাদা ভগবানকে আমিও নমস্কার করি।"

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম তে ব্যবসা নয়', এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারো কাছ থেকে কোন অর্থ নেন নি উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদেরকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিংক

"আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তার পরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?"

-দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রামে-গ্রামে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবহেন অমীন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহবিলয়ের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমার উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন যা নীরুমার দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী সিদ্ধ হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ-এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

নিবেদন

জ্ঞানী পুরুষ পরমপূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞানের সম্বন্ধীয় যে বাণী নির্গত হয়েছিল, তা রেকর্ড করে সংকলন তথা সম্পাদনা করে পুস্তক রূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্গত সরস্বতীর অদ্‌ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা নব পাঠকদের জন্য বরদান রূপে সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে এ বিশেষ ধ্যান রাখা হয়েছে যে পাঠকদের দাদাজীর ই বাণী শুনছেন, এমন অনুভব হয়, যার জন্য হয়তো কোন জায়গায় অনুবাদের বাক্য রচনা বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই স্থলে অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করে পড়লে অধিক লাভ-দায়ক হবে।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। যখন কি কোন জায়গায় ইংরেজি শব্দকে বাংলা অর্থ রূপে রাখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাটি শব্দ যেমন তেমনই *ইটালিক্সে* রাখা হয়েছ, কারণ এই সব শব্দের জন্য বাংলায় এমন কোন শব্দ নেই, যে এর পূর্ণ অর্থ দিতে পারে। তবুও এইসব শব্দের সমানার্থী শব্দ অর্থ রূপে কোষ্ঠকে দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদিত করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞানের সঠিক আশয়, যেমনকার তেমন, আপনাদের গুজরাটি ভাষাতেই অবগত হতে পারে। যিনি জ্ঞানের গভীরে যেতে চান, জ্ঞানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান, সে এর জন্য গুজরাটি ভাষা শিখে নেবেন, এটাই আমাদের বিনম্র অনুরোধ।

অনুবাদ সম্পর্কিত ত্রুটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

*****

প্রস্তাবনা

নিগোদ থেকে একেন্দ্রিয় আর একেন্দ্রিয় থেকে পঞ্চেন্দ্রিয় পর্যন্ত উৎক্রমণ আর তার থেকে মনুষ্যের পরিণমণ হয়েছে তখন থেকে যুগলিক স্ত্রী আর পুরুষ সাথে জন্ম হয়, বিবাহ হয় আর নিবৃত্ত হয়.. এভাবে উদয়ে আসে মনুষ্যের স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহার ! সত্যযুগ, দ্বাপরযুগ আর ত্রেতাযুগে প্রাকৃতিক সরলতার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জীবনে সমস্যা কদাচিত ই আসতো । আজ, এই কলিকালে অনেক ভাবে প্রত্যেক জায়গাতে প্রতিদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ক্লেশ, ঝগড়া, আর মতভেদ দেখা যায়। এর থেকে বেরিয়ে এসে স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ জীবন কিভাবে অতিবাহিত করতে পারবে, তার মার্গদর্শন এই কালের অনুরূপ কোন শাস্ত্রে পাবে ? তখন কি করা যাবে ? আজকের লোকের বর্তমান সমস্যা আর তাদের ভাষাতেই সেই সমস্যার সমাধান, এই কালের প্রকট জ্ঞানী পুরুষ ই দিতে পারেন । এমন জ্ঞানী পুরুষ, পরম পূজ্য দাদাশ্রী তাঁহার জ্ঞানাবস্তার ত্রিশ বছরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘটিত সংঘাতের সমাধানের জন্য জিজ্ঞাসা করা হাজার-হাজার প্রশ্ন থেকে কিছু সংকলিত করে এখানে প্রস্তুত পুস্তকে প্রকাশিত করা হচ্ছে ।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান রূপী হৃদয়স্পর্শী আর স্থায়ী সমাধান করার বাণী এখানে বিজ্ঞ পাঠকদের তাদের বৈবাহিক জীবনে একে-অন্যের প্রতি দেব-দেবীর মত দৃষ্টি নিঃশঙ্কই উদ্দীপিত করে দেবে, মাত্র হৃদয়পূর্বক পড়ে উপলব্ধি করলেই ।

শাস্ত্রে গহন তত্বজ্ঞান মেলে, কিন্তু ও শব্দেই মেলে । তার আগে শাস্ত্র নিয়ে যেতে পারে না । ব্যবহারিক জীবনের পাঞ্চার কে জোড়া দেওয়া তো তাঁর এক্সপার্ট অনুভব ই শেখাতে পারে ! সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞানী দাদাশ্রী, স্ত্রীর সাথে আদর্শ ব্যবহার কে সম্পূর্ণ অনুভব করে অনুভববাণী দ্বারা সমাধান করেন, যা প্রভাবপূর্ণ রীতিতে কাজ করে । এই কালের অক্রম জ্ঞানীর বিশ্বের জন্য এ অপ্রতিম উপহার, ব্যবহার জ্ঞানের বোধকলার !

সম্পূজ্য দাদাশ্রীর কাছে অনেক স্বামী, স্ত্রী আর যুগল নিজের দুঃখময় জীবনের সমস্যা প্রস্তুত করেছিলেন; কখনো একেলা, তো কখনো সার্বজনিক সৎসঙ্গে । অধিকতর বার্তা আমেরিকাতে হয়েছিল, যেখানে ফ্রীলি, ওপেনলী (খোলা-

খুলি, মুক্ততাতে) সবাই নিজ জীবনের কথা বলতে পারেন। নিমিত্তাধীন পরম পূজ্য দাদাশ্রীর অনুভব বাণী বের হয়েছে, যার সংকলন পাঠক প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর মার্গদর্শন করতে পারে। কখনো স্বামীকে উপহাস করেন, তো কখনো স্ত্রীকে ঝাকিয়ে দেন, যে নিমিত্তকে যা বলা আবশ্যক, তাকে আদ্যন্ত দেখে দাদাশ্রী সার বের করে বচন বল দ্বারা রোগ নির্মূল করতেন।

বিজ্ঞ পাঠকদের প্রতি নিবেদন যে সে না বুঝে দুরোপযোগ না করে বসে যে দাদা তো স্ত্রীদের ই দোষ দেখেছেন অথবা স্বামীগিরিকেই দোষী নিশ্চিত করেছেন! স্বামীকে স্বামীগিরির দোষ দেখানোর বাণী আর স্ত্রীকে তার প্রাকৃতিক দোষকে প্রকট করা বাণী দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে প্রবাহিত হয়েছে। তাকে সঠীক অর্থে গ্রহণ করে স্বয়ং এর শুদ্ধিকরণ হেতু মনন, চিন্তন করার জন্য পাঠকদের প্রতি নম্র নিবেদন।

-ডা. নীরুবেন অমীন

সম্পাদকীয়

বিবাহে ই মেলে রাঁধুনি ফ্রী অফ কস্টে;
ঝাড়ুদার, সন্মার্জনী আর ধোবিন মাগনাতে !
চব্বিশ ঘন্টা শিশুশালা আর স্বামীর সিন্সিয়ের,
ধরেছে স্বামীগৃহ, ছেড়ে মা-বাবা, স্বজন পীহর !

চায় না বেতন-বোনস-কমিশন বা বকশিশ;
কখনো চায় যদি শাড়ি, তখন কেন স্বামীর চড়ে ক্রোধ ?
আধা অংশ সন্তানে, কিন্তু ডেলীভারী কে করে ?
তাতেও পশ্চাতে নাম স্বামীর, তবু কেন দাও তিরস্কার ?

দ্যাখ কেবল দুটো ভুল স্ত্রীর, চরিত্র বা ঘরের লোকসান;
কড়ী নোনতা বা ভাঙ্গে কাঁচ, ছোট্ট ভুলের নেবে না সজ্ঞান !
স্ত্রী বাঁকা চলে তখন দ্যাখ গুণ, গোণ বলিদান,
ঘর, বৌ সামলাও সদা, পুরুষ তোর বড় মন !

স্বামীকে বুঝবে কতদুর, ভোলা-মন্দবুদ্ধি;
দেখে-শুনে এনেছিস তুই, নিজের ই মনপছন্দ !
পছন্দের স্বামী চাও বয়সে নিজ থেকে বড়,
ওঠা-বসা করবে, আন যখন কোলে ছোট !

রূপ, বিদ্যা, উচ্চতায়, চেয়েছিলে সুপিরিয়র ;
চলবে না খেপাটে, রাঁধুনি চাই সুপার !
বিয়ের পর, তুই এমন-তুই তেমন, কেন কর ?
জান সুপিরিয়র অন্ত পর্যন্ত, তো সংসার শোভে !

স্বামী ঘরে বীরশ্রেষ্ঠ, খুঁটে বাঁধা গাইকে মারে;
অন্তে বিগড়ে গাই তো, বাঘিনী বেশ ধরে !
পঞ্চাশ বছর ধরে, কথায়-কথায় আঘাতে দিনরাত !
উসুলীতে ফের সন্তান করে মায়ের পক্ষপাত !

'অপক্ষ' হয়ে থাকিস মিনসে, ঘরের খাও মার;
সোজা হয়ে যা, সোজা হয়ে যা, পেয়ে যা 'মুক্তি'র অধিকার !
স্থুল স্বামী খোজে ফিগার, সুন্দরীর যে রাখে রৌব,
সমাদৃবে যে পত্নীকে, মন থেকে নেবে সে ভোগে !

প্রথম গুরু স্কুলে, ফের বানায় বউকে গুরু;
প্রথমে বাধা চশমা, ফের বানায় 'উপনেত্র বউ' !
মন পছন্দের খোঁজে, হয়ে গেল ভারী ভুল,
বিয়ে করে অনুতপ্ত, পছন্দ করে ঠগে গেল ?

ক্লেশ অধিক হয় স্ত্রীর সঙ্গে, তো করে দাও বিষয় বন্ধ;
বছর শেষে পরিনাম দ্যাখ, দৃষ্টি খোলে বিষয় অন্ধ !
ব্রহ্মচর্যের নিয়ম রাখ, বিবাহিত এই তোর লক্ষ্য,
ঔষধ খাবে তখন যখন চড়ে, তাপ দুই পক্ষে ।

মিষ্টি ঔষধ হয় তাতে খাবে না বার-বার;
খাবে নিয়মে যখন চড়ে তাপ দুজনেরই !
এক পত্নীব্রত যেখানে, দৃষ্টি ও বাইরে না বিগড়ে;
কলিযুগে এটাই ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞানীপুরুষ দাদা কহে !

বাঁকা বিবি আমি সোজা, দুজনের কে পুণ্যবান ?
টেড়া তোর পাপে, পুণ্য থেকে পেয়েছে সোজা কন্থ !
কার দোষ ? কে হয় জজ ? ভুগছে তাঁহার ই ভুল,
প্রকৃতির ন্যায় বুঝে নাও, ভুল হবে নির্মূল !

সামলায় মিত্র আর গ্রাম কে, করে ঘরে লাঠিবাজি;
সামলিয়েছে যে জীবন ভর, সেখানে ফসকে যায় ও পাজী !
বাইরে বাঁচায় আবরু, কিন্তু ঘরে হয় বেআবরু,
দ্যাখ উল্টা ন্যায়, বাসমতীতে ঢালে কঙ্কড় !

‘আমার বউ আমার বউ’ বলে, জড়ায় মমতার বাঁধনে !
‘নয় আমার, নয় আমার’ বলে খোল পীড়া অন্তরের !
বিয়ে করে কহে পতি, তোমা বিনা কেমনি বাঁচবো ?
মরনে হয় না ‘সতা’, না ই কোন এখন সতী দেখায়

এ তো আসক্তি পুদ্গলের, নেই কোন সাঁচ্চা প্রেম !
না দেখে দোষ, না অপেক্ষা, না দ্বেষ, সেই শুদ্ধ প্রেম !
তুই এমন, তুই তেমন, অভেদতাতে কেন আসে ভেদ ?
করে ভেদ একটুকু, হয় যে শান্তির ছেদ !

এক চোখে প্রেম, অন্যতে হয় কঠোর যেথা;
দেখে এভাবে পত্নীকে, জেতে সংসারী সেথা !
ওয়ান ফ্যামিলি হয়ে থাক, কর না আমার-তোমার,
শুধরাতে পত্নীকে চলে, কি নিজ জাত শুধরিয়েছ ?

আর্য্য নারী কপালে সিন্দুর, এক স্বামীর ধ্যান;
রাঙাতে হয় পুরা কপাল, যে হয় পরদেশন !
একে অন্যের ভুল সামলাও, সে ই প্রেমময় জীবন,
না কমে, না বাড়ে, সেটাই সত্যি প্রেম দর্শন !

-ডা. নীরুবেন অমীন

অনুক্রমণিকা

স্বামী-স্ত্রীর দিব্য ব্যবহার

(সংক্ষিপ্ত)

(১) ওয়ান ফ্যামিলি

জীবন কাটানো সুখকর কখন মনে হয়, যখন সারা দিন *উপাধি* (বাইরে থেকে আসা দুঃখ) না হয়। জীবন শান্তিতে ব্যতিত হয়, তখন জীবন কাটাতে ভাল লাগে। ঘরে ক্লেশ হতে থাকে তখন জীবন কাটানো কি করে ভাল লাগবে ? এ তো পোষাবেই না তো ! ঘরে ক্লেশ না হওয়া উচিত। যদিও কখনো প্রতিবেশীর সাথে হয়ে যায় বা বাইরের লোকের সাথে হয়, পরন্তু ঘরে ও ? ঘরে ফ্যামিলির মত লাইফ হওয়া উচিত। ফ্যামিলি লাইফ কেমন হয় ? ঘরে প্রেম, প্রেম আর প্রেম ই উপচাইয়া পড়তে থাকে। এখন তো ফ্যামিলি লাইফ ই কোথায় আছে ? ডালে লবণ বেশি হয়ে যায় তো সারা ঘর মাথায় তুলে নেয়। 'ডাল নোনতা' বলে ! আন্ডারডেভেলপ্ (অর্ধ বিকশিত) লোক। ডেভেলপ্ (বিকশিত) কাকে বলে যে ডালে লবণ বেশি হয়, তো সেটা এক দিকে রেখে বাকি খাবার খেয়ে নেয়। কি এমন হয় না ? ডাল এক দিকে রেখে বাকি সব খাওয়া যায় না ? দিস ইজ ফ্যামিলি লাইফ। (এটা ফ্যামিলি জীবন।) বাইরে ঝগড়া কর না ! মাই ফ্যামিলির অর্থ কি যে আমাদের মধ্যে ঝগড়া নেই কোন প্রকারের। এড্জাস্টমেন্ট করতে হবে। নিজের ফ্যামিলি তে এড্জাস্ট হওয়া জানতে হবে, এড্জাস্ট এভরিহোয়্যার।

'ফ্যামিলি অরগেনাইজেশন'এর জ্ঞান আছে আপনার কাছে ? আমাদের হিন্দুস্থানে 'হাউ টু অর্গেনাইজ ফ্যামিলি' সেই জ্ঞানের কমতি আছে। 'ফরেন'এর লোকেরা তো 'ফ্যামিলি' যেমন কিছু বোঝেই না। ওরা তো, জেম্স কুড়ি বছরের হয়ে যায় তো ওর মা-বাবা, উইলিয়াম আর মেরী, জেম্স কে বলবে যে, 'তুই আলাদা আর আমরা তোতা-ময়না আলাদা !' ওদের ফ্যামিলি অর্গেনাইজ করার অভ্যাস ই নেই না ! আর ওদের ফ্যামিলি তো স্পষ্ট ই বলে, মেরীর সাথে উইলিয়ামের ভাল না লাগে তো 'ডাইভোর্স'ই কথা ! আর আমাদের এখানে 'ডাইভোর্স' এর কথা কোথায়? আমরা তো একসাথে ই থাকতে হবে। ঝগড়া করবো আবার সাথে এক কামরায় শুতে ও হবে। এটা বাঁচার ধরন নয়। একে ফ্যামিলি লাইফ বলে না !

আর আমাদের দেশে তো ফ্যামিলি ডাক্তার ও রাখে। আরে ! ফ্যামিলি তো হয় নি, সেখানে তুমি কোথায় ডাক্তার রাখবে !

এই লোকেরা ফ্যামিলি ডাক্তার রাখে কিন্তু এখানে পত্নী ফ্যামিলি নয় ! বলে, 'আমাদের ফ্যামিলি ডাক্তার এসেছে !' তো তার সঙ্গে কেউ কিচ্-কিচ্ করে না। ডাক্তার বিল বেশি বানায় তবুও কিচ্-কিচ্ করে না। বলে, 'আমাদের ফ্যামিলি ডাক্তার কি না !' ওরা মনে এমন ভাবে যে আমাদের দাপট জমে গেছে, ফ্যামিলি ডাক্তার রাখে, সেই জন্য !

ফ্যামিলির সদস্যের এমনি হাত লেগে যায় তো আমরা তার সাথে ঝগড়া করি কি ? না ! এক ফ্যামিলির মত থাকা। আরম্বর না করা। এ তো লোকে আরম্বর করে, এমন নয়। এক ফ্যামিলি... 'তোমাকে ছাড়া আমার ভাল লাগে না' এমন বলবেন। সে আমাদের বকে, তো তারপর একটু পরে বলে দেবেন, 'তুমি চাইলে যতই বক, তবুও কিন্তু আমার তোমাকে ছাড়া ভাল লাগে না।' এমন বলে দেবেন। এইটুকু গুরু মন্ত্র বলে দেবেন। এমন কখনো বলেন ই না তো ! আপনার বলতে বাঁধা আছে কি ? যে তোমাকে ছাড়া ভাল লাগে না ! মনে প্রেম রাখেন ঠিক, কিন্তু একটু-কিছু দেখাতে ও হবে।

(২) ঘরের ক্লেশ

কখনো ঘরে ক্লেশ হয় ? আপনার কেমন লাগে, ঘরে ক্লেশ হয় তো ভাল লাগে?

প্রশ্নকর্তা : ক্লেশ বিনা তো চলে না জগত।

দাদাশ্রী : তাহলে তো ভগবান থাকবেই না সেখানে। যেখানে ক্লেশ হয় সেখানে ভগবান থাকেন না।

প্রশ্নকর্তা : ও তো ঠিক আছে কিন্তু কখনো-কখনো তো হয়ে যায় কি না এমন ক্লেশ ?

দাদাশ্রী : না, কিন্তু ক্লেশ হওয়া ই উচিত না। ক্লেশ কেন হতে হবে মানুষের ঘরে ! ক্লেশ কিসের জন্য হয় ? আর ক্লেশ হলে ভাল লাগবে ? ক্লেশ হয় তো আপনার কত মাস পর্যন্ত ভাল লাগবে ?

প্রশ্নকর্তা : একদম না।

দাদাশ্রী : ভাল ভাল খাবার, সোনার গয়না পরা আর পরে ক্লেশ করা। অর্থাৎ জীবন নির্বাহ করতে জানে না, তার এই ক্লেশ। জীবন নির্বাহ করার কলা ও জানে না, তার ই এই ক্লেশ। আমরা তো কোন কলাতে নিপুণ যে কিভাবে ডলার মেলে ! তার ই চিন্তা করতে থাকি, কিন্তু জীবন কিভাবে কাটাবো সেই বিষয়ে ভাবি না, ভাবতে হবে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : ভাবা উচিত, কিন্তু সব কিছুর রীতি আলাদা-আলাদা হয়।

দাদাশ্রী : না, সব কিছুর রীতি আলাদা-আলাদা হয় না, এক ই ধরনের। ডলার, ডলার। আর ফের হাতে আসার পরে হাজার ডলার তো ওখানে দোকানে খরচ করে আসে পরে। জিনিস ঘরে এনে সাজিয়ে রাখে। আর এখানে সে যা কিছু সাজিয়ে রেখেছে তাকে কি দেখতে থাকতে হবে ? ফের যখন পুরানো হয়ে যায়, তো অন্য নিয়ে আসে। সারা দিন জোর-ভাগ, জোর-ভাগ, দুঃখ, দুঃখ আর দুঃখ, কষ্ট, কষ্ট আর কষ্ট। আরে, এমন জীবন কিভাবে কাটানো যায় ? এমন মানুষকে শোভা দেয় ? ক্লেশ না হওয়া উচিত, কলহ না হওয়া উচিত। কিছু না হওয়া উচিত।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ক্লেশ কাকে বলে ?

দাদাশ্রী : ওহো... এই ঘরের লোকে সাথে, বাইরের লোকের সাথে, ওয়াইফের সাথে ঝগড়া করে, তাকে ক্লেশ বলে। মনে মনে ঘর্ষণ হয় আর ফের কিছুক্ষণ আলাদা থাকে, তাকে ক্লেশ বলে। দুই-তিন ঘন্টা ঝগড়া করে আর ফের আবার শীঘ্র এক হয়ে যায় তো অসুবিধা নেই। কিন্তু ঝগড়া করে দূরে থাকে, তো ও ক্লেশ বলা হয়। বারো ঘন্টা দূরে থাকে তো সারা রাত ক্লেশে কাটে।

প্রশ্নকর্তা : হাঁ... এই যে কলহের কথা বলেছেন ও পুরুষের বেশি হয় কি মেয়েদের বেশি হয় ?

দাদাশ্রী : ও তো স্ত্রীদের বেশি হয়, কলহ।

প্রশ্নকর্তা : তার কারণ কি ?

দাদাশ্রী : এমন কি না, কখনো যখন ঝগড়া হয়ে যায় তখন ক্লেশ হয়ে যায়। ক্লেশ হওয়া মানে কি, তৎক্ষনাৎ মিমাংসা হয়ে নিভে যাওয়া। পুরুষ আর স্ত্রীর মধ্যে

ক্লেশ হয়ে যায়, পরে পুরুষ তা ছেড়ে দেবে কিন্তু স্ত্রী তাকে তাড়াতাড়ি ছাড়ে না আর পরে ক্লেশ থেকে কলহ দাঁড়িয়ে যায়। এই পুরুষ ছেড়ে দেয় কিন্তু স্ত্রীরা ছাড়ে না আর ফের ক্লেশ থেকে কলহ দাঁড়িয়ে যায়। আর সে মুখ ফুলিয়ে ঘুরতে থাকে। যেন আমরা ওকে তিন দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত রেখেছি এভাবে ঘুরে বেরায়।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে ফের এই কলহ কে দূর করার জন্য কি করব ?

দাদাশ্রী : কলহ তো, আপনি ক্লেশ না করেন, তাহলে কলহ হবে না। বাস্তবে আপনি ই ক্লেশ করে আগুন লাগান। আজ খাবার ভাল বানাও নি, আজ তো আমার মুখ বিগড়ে গেছে, এমন করে ক্লেশ শুরু করেন আর ফের সে কলহ করে।

প্রশ্নকর্তা : মুখ্য কথা এটাই যে ঘরে শান্তি থাকা উচিত।

দাদাশ্রী : কিন্তু শান্তি কিভাবে থাকবে ? মেয়ের নাম শান্তি রাখে, তবুও শান্তি থাকে না। তার জন্য তো ধর্ম বুঝতে হবে। ঘরের সব সদস্য কে বলতে হবে যে, 'দ্যাখ, আমরা ঘরের সব সদস্য পরস্পরের মধ্যে কারো শত্রুতা নেই, কারো অন্য কারো সাথে ঝগড়া নেই। আমরা মতভেদ করার কোন দরকার নেই। পরস্পর মিলে-মিশে শান্তিপূর্বক খাও-দাও। আনন্দ কর, মজা কর।' এইভাবে আমাদের ভেবে-চিন্তে সবকিছু করা উচিত। ঘরের লোকের সাথে কখনো ক্লেশ করা উচিত না। সেই ঘরেই পড়ে থাকতে হবে তো ফের ক্লেশ কি কাজের। কাউকে হয়রানি করে নিজে সুখী হতে পারে, এমন কখনো হয় না আর আমরা তো সুখ দিয়ে সুখ নিতে হবে। আমরা ঘরে সুখ দেব, তবেই সুখ পাবো আর চা-জল খাবার ও ঠিক মত বানিয়ে দেবে, অন্যথা খারাপ ভাবে দেবে।

এ তো কত চিন্তা-সন্তাপ ! মতভেদ একটু ও কম হয় না, তবুও মনে-মনে ভাবে যে আমি কত ধর্ম করেছি ! আরে, ঘরে মতভেদ দূর হয়েছে ? কম হয়েছে কি ? চিন্তা কম হয়েছে ? একটু শান্তি হয়েছে ? তখন বলে, 'না, কিন্তু আমি ধর্ম তো করেছি কি না ? আরে, তুই কাকে ধর্ম বলিস ? ধর্ম থেকে তো ভিতরে শান্তি হয়, আধি-ব্যাধি-উপাধি না হয়, সেটাই ধর্ম ! স্বভাব (আত্মা) এর দিকে যাওয়া তাকে ধর্ম বলা হয়। এ তো ক্লেশ পরিণাম বাড়তেই থাকে !

ওয়াইফের হাত থেকে যদি পনেরো-বিশ এত বড় কাচের ডিশ্ আর গ্লাস-ওয়ের পড়ে ভেঙ্গে যায় তো ? সেই সময় আপনার উপর কোন প্রভাব হয়ে যায় কি ?

দুঃখ হয়, সেইজন্য কোন গরগর না করে থাকেন না তো ! এই রেডিও না বেজে থাকেই না ! দুঃখ হয়েছে কি রেডিও শুরু, সেইজন্য ওর (ওয়াইফের) দুঃখ হয় আবার। তখন ফের এটাকে সে কি বলবে, হ্যাঁ... যেমন আপনার হাতে কখনো কিছু ভাঙ্গেই না ! এটা বোঝার মত কথা যে আমাদের হাত থেকে ডিশ্ পড়ে যায় তো ! তাকে আমি বলি যে তুই ভাঙ্গতে যাবি তো ভাঙ্গবে না। ভাঙ্গবে কখনো ? সেসব কে ভাঙ্গে ? এই ওয়ার্ল্ডে কোন মানুষ একটা ডিশ্ ও ভাঙ্গার শক্তি ধরে না। এ তো সব হিসাব বরাবর হয়ে যাচ্ছে। ডিশ্ ভেঙ্গে গেলে আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তোমার লাগে নি তো ?

যদি সোফার জন্য ঝগড়া হয় তো সোফা বাইরে ছুড়ে ফেলবে। সেই সোফা তো দশ-বিশ হাজারের হবে, তার জন্য ঝগড়া কেমন ? যে ছিঁড়েছে তার প্রতি দ্বেষ হয়। আরে ভাই, ফেলে আয়। আরে ভাই, ফেলে দে। যে জিনিস ঘরে ঝগড়া উৎপন্ন করে, সেই জিনিস কে বাইরে ফেলে দিয়ে আসবে।

যতটা বুঝতে পারা যায় তত শ্রদ্ধা হয়। ততটাই সে ফলে দেয়, হেল্প করে। শ্রদ্ধা না আসে তো ও হেল্প করে না। সেইজন্য বুঝে চল তো নিজের জীবন সুখী হবে আর সে ও সুখী হবে। আরে, আপনার স্ত্রী আপনাকে তেলেভাজা আর জিলিপি বানিয়া দেয় না ?

প্রশ্নকর্তা : বানিয়া দেয় !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ তো ফের ? ওর উপকার মানবে না, কারণ সে আমাদের পার্টনার, 'এতে ওর কি উপকার ?' আমরা পয়সা নিয়ে আসি আর সে সব করে দেয়, ওতে দুজনের ই পার্টনারশিপ আছে। বাচ্চাদের ও পার্টনারশিপ আছে, ওর একেলার থোরাই হয় ? ও জন্ম দিয়েছে তো কি ওর একেলার হয়ে গেছে ? বাচ্চা দুজনের ই হয়। দুজনের ই হয় কি ওর একেলার ?

প্রশ্নকর্তা : দুজনের ই।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ। কি পুরুষ বাচ্চার জন্ম দেয় ? অর্থাৎ এই জগত বোঝার মত ! কিছু বিষয়ে বোঝার মত। আর এই কথা জ্ঞানীপুরুষ বোঝায়। ওনার কোন দেওয়া-নেওয়া থাকে না। সেইজন্য সে বোঝায় যে ভাই, এটা নিজের হিতের জন্য, তাতে ঘরে ক্লেশ কম হয়, ভাঙ্গ-চুর ও কম হয়।

কৃষ্ণ ভগবান বলেছেন, বুদ্ধি দুই প্রকারের হয়, অব্যভিচারিণী আর ব্যভিচারিণী। ব্যাভিচারিণী অর্থাৎ দুঃখ ই দেয় আর অব্যভিচারিণী বুদ্ধি, সুখ ই দেয়। দুঃখ থেকে সুখ খুঁজে বের করে। আর এ তো বাসমতী চাল এ কাঁকড় মিলিয়ে খায়। এখানে আমেরিকাতে খাবার কত ভাল আর শুদ্ধ ঘি মেলে, দই মেলে, কত ভাল খাবার ! জীবন সরল হয় তবুও জীবন কাটাতে জানে না সেই জন্য ই মার খায় তো লোকে !

আমাদের জন্য হিতকারী কি, এতটুকু তো ভাবতে হবে কি না ! বিয়ে করেছ, সেই দিনের আনন্দ স্মরণ কর, ও হিতকারী না বিধুর হওয়া সেই দিনের শোক স্মরণ কর, সেটা হিতকারী ?

আমার তো বিয়ের সময় ই বিধুর হওয়ার বিচার এসেছিল ! তখন বিয়ের সময় নতুন পাগড়ি বেঁধেছিলাম। আমাদের ক্ষত্রিয়পুত্র বলে কি না, তো সেদিন পাগড়ি পরে আর বিয়ের পোষাক পরে পনেরো-ষোল বছরের বয়েসে ছেলেদের এ তো সুন্দর দেখায়। আর ক্ষত্রিয়পুত্র সেইজন্য সুদর্শন বলিষ্ঠ হয় ।

পরে পাগড়ি সরে যায় তো আমার ভিতরে বিচার আসে যে এই বিয়ে তো করছি, হচ্ছে তো ভালই, দুজনের মিলন হচ্ছে, কিন্তু দুজনের মধ্যে একজনের তো বৈধব্য আসবেই !

প্রশ্নকর্তা : ততটুকু বয়সে আপনার এই বিচার এসেছিল ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আসবে না কেন ? এক চাকা তো ভাঙ্গবে কি না ? বিয়ে হয়েছে তো বৈধব্য না এসে থাকবে না।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু বিয়ের সময় তো বিয়ের আবেগ অধ্যাসিত থাকে, কত বেশি মোহ হয়, তাতে এমন বৈরাগ্যের বিচার কোথায় আসে ?

দাদাশ্রী : কিন্তু সেই সময় ভাবনা আসে যে বিয়ে হয়েছে আর পরে বৈধব্য তো আসবে ই। দুই জনের মধ্যে এক জনের তো বৈধব্য আসবে। হয় তো ওর আসবে নয় তো আমার আসবে।

সবার উপস্থিতিতে, সূর্যনারায়ণের সাক্ষীতে, পুরোহিত মহাশয়ের সাক্ষীতে

বিয়ে করেছি সেই সময় পুরোহিত মহাশয় বলেছিলেন যে, 'সময়ের সাথে সাবধান'। তো তুই সাবধান হতে ও জানিস না ? সময়ের সাথে সাবধান হওয়া উচিত। পুরোহিত মহাশয় বলেন যে 'সময়ের সাথে সাবধান', ওটা পুরোহিত মহাশয় বোঝেন, কিন্তু যে বিয়ে করছে সে কি বোঝে ? সাবধানের অর্থ কি ? তো বলে, বৌ উগ্র হয়ে যাবে তখন তুই ঠান্ডা হয়ে যাবি, সাবধান হয়ে যাবি। 'সময়ের সাথে সাবধান' অর্থাৎ যেমন সময় আসে সেই অনুসারে সাবধান থাকা আবশ্যক। তবেই সংসারে বিয়ে করা উচিত। যদি সে লাফায় আর আমরা ও লাফাতে থাকি তো অসাবধানী বলা হবে। সে লাফায় তো আমাদের শান্ত থাকতে হবে। সাবধানে থাকা আবশ্যক কি না ? তো আমি সাবধানে থাকতাম। ফাটল ধরতে দিই নি। ফাটল ধরে তো অবিলম্বে ওয়েল্ডিং শুরু করে দিতাম।

প্রশ্নকর্তা : ক্লেশ হওয়ার মূল কারণ কি ?

দাদাশ্রী : ভয়ঙ্কর অজ্ঞানতা ! সে সংসারে বাঁচতে জানে না। ছেলের বাপ হতে জানে না, বউয়ের স্বামী হতে যানে না। জীবন কাটানোর কলা জানে না ! এ তো সুখ থাকলে ও সুখ ভোগ করতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু কলহ উৎপন্ন হওয়ার কারণ স্বভাব মেলে না সেটাই কি ?

দাদাশ্রী : অজ্ঞানতা আছে সেই জন্য। সংসারের অর্থ ই এটা যে কারো স্বভাব কারো সাথে মেলে ই না, এই 'জ্ঞান' মেলে তো তার কাছে একটা ই রাস্তা আছে, 'এড্‌জাস্ট এভরিহোয়্যার।'

যেখানে ক্লেশ হয়, সেখানে ভগবানের নিবাস হয় না। অর্থাৎ আমরা ই ভগবান কে বলি, 'মহাশয়, আপনি মন্দিরে থাকবেন, আমার ঘরে আসবেন না। আমরা মন্দির বানাবো, কিন্তু আমার ঘরে আসবেন না ! যেখানে ক্লেশ হয় না, সেখানে ভগবানের বাস নিশ্চিত, তার আমি আপনাকে 'গেরান্টী' দিচ্ছি। ক্লেশ হল কি ভগবান চলে যাবে। আর ভগবান চলে যায় তো আমরা কি বলি, ব্যবসাতে কোন লাভ নেই। আরে, ভগবান চলে গেছে সেইজন্য লাভ হচ্ছে না। ভগবান যদি থাকে তো, তখন পর্যন্ত ব্যবসায় ভাল হয়। আপনার পছন্দ কি ক্লেশ ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : তবুও হয়ে যায় তো ?

প্রশ্নকর্তা : কখনো-কখনো ।

দাদাশ্রী : ও তো দীপাবলি ও কখনো-কখনো ই আসে কি না, প্রত্যেক দিন থোড়াই আসে !

প্রশ্নকর্তা : পরে পনেরো মিনিটে শান্ত হয়ে যায়, ক্লেশ বন্ধ হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : নিজের ভিতরে থেকে ক্লেশ বের করে দাও । যার ওখানে ঘরে ক্লেশ হয়, সেখান থেকে মনুষ্যতা চলে যায় । অনেক পুণ্য থেকে মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হয়, সে ও হিন্দুস্থানের মনুষ্য ! আর সে ও ফের এখানে (আমেরিকাতে) আপনার, ওখানে হিন্দুস্থানে তো শুদ্ধ ঘি খোঁজলে ও মেলে না আর আপনাদের এখানে রোজ শুদ্ধ ই মেলে । অশুদ্ধ তো খোঁজলে ও মেলে না, কত পুণ্যবান ! কিন্তু এই পুণ্যের ও আবার অপব্যবহার হয় ।

নিজের ঘরে ক্লেশ রহিত জীবন কাটানো উচিত, এতটুকু কুশলতা তো আপনার মধ্যে থাকা উচিত । অন্য কিছু না জানে তো ওকে আমরা বোঝানো উচিত যে 'ক্লেশ হবে তো আমাদের ঘর থেকে ভগবান চলে যাবে । সেইজন্য তুমি নিশ্চয় করবে যে আমরা ক্লেশ করব না !' আর আপনি ও নিশ্চয় করুন যে ক্লেশ করব না। নিশ্চয় করার পরে ক্লেশ হয়ে যায় তো জানবেন যে এ আপনার সত্তার বাইরে হয়েছে। অর্থাৎ সে ক্লেশ করে যাচ্ছে তাহলে ও আপনি মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বেন । সে ও একটু পরে শুয়ে পড়বে । কিন্তু যদি আপনি ও তার সাথে তর্ক করেন তো ?

ক্লেশ না হয় এমন নিশ্চয় কর না ! তিন দিনের জন্য তো নিশ্চয় করে দ্যাখ না ! প্রয়োগ করতে কি বাধা আছে ? তিন দিনের উপবাস করে না স্বাস্থ্যের জন্য ? সেই মত এটাও নিশ্চয় তো করে দ্যাখ ! ঘরে আপনারা সবাই মিলে নিশ্চয় করবেন যে 'দাদা যেসব কথা বলেছিল, সেই কথা আমার পছন্দ হয়েছে, সেইজন্য আমরা আজ থেকে ক্লেশ ছেড়ে দেব ।' ফের দেখবে ।

প্রশ্নকর্তা : এখানে আমেরিকাতে মহিলারা ও চাকরি করে তো, সেইজন্য একটু বেশি পাওয়ার এসে যায় মহিলাদের, সেইজন্য হাসবেন্ড-ওয়াইফ এ অধিক কিচ্-কিচ্ হয় ।

দাদাশ্রী : পাওয়ার আসে তো ভালই না বরং, আপনাকে তো এ বুঝতে হবে যে 'অহোহো ! বিনা পাওয়ারের ছিল তো এখন পাওয়ার এসেছে তো ভাল হয়েছে আমাদের জন্য !' গরুর গাড়ি ঠিক মত চলবে তো ! গরুর গাড়ির গরু ঢিলা হয় তো ভাল কি পাওয়ারওয়ালা হয় তো ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ভুল পাওয়ার করে, তখন খারাপ চলবে না ? ভাল পাওয়ার করে তো ঠিক আছে।

দাদাশ্রী : এমন কি না, পাওয়ার কে মানার না থাকে, তো ওর পাওয়ার দেওয়ালে ধাক্কা মারবে। সে এমন দাপট দেখাবে আর তেমন দাপট দেখাবে পরন্তু যদি আপনার উপরে কোন প্রভাব না হয় তো তার সমস্ত পাওয়ার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ওকেই ফিরে লাগবে।

প্রশ্নকর্তা : আপনার বলার মানে এই যে আমরা মহিলাদের শোনাই উচিত না?

দাদাশ্রী : শুনবেন, ভাল মত শুনবেন, আপনার হিতের কথা হয় তো সব শুনবেন আর পাওয়ার যখন ধাক্কা মারবে, সেই মুহুর্তে মৌন থাকবেন। আপনি এটা দেখবেন যে কতটা খেয়েছে। যতটুকু খেয়েছে সেই হিসাবেই পাওয়ার ব্যবহার করবে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : ঠিক আছে। সেই ভাবেই যখন পুরুষ ও অন্যায় পাওয়ার দেখায় তখন ?

দাদাশ্রী : তখন আপনি একটু ধ্যান রাখবেন। হাঁ... আজ একটু উল্টা চলছে এমন মনে-মনে বলবেন, মুখের উপরে কিছু বলবেন না।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ... নয় তো বেশি উল্টা করবে।

দাদাশ্রী : 'আজ উল্টা চলছে', বলে... এমন হওয়া উচিত না। কত সুন্দর... দুই বন্ধু হয় তো এমন করে কি ? তাতে বন্ধুত্ব টিকবে কি, এমন করে তো ? সেই ভাবে এই দুজন বন্ধু ই বলা হয়। স্ত্রী-পুরুষ অর্থাৎ মৈত্রী ভাবে ঘর চালাতে হবে, তার বদলে এই দশা করে ফেলেছে ! এর জন্য লোকেরা গ্রীন কার্ড ওয়ালাদের সাথে

নিজের মেয়ে বিয়ে দেয় কি ? এমন করার জন্য ? কি এ আমাদের শোভা দেয় ? আপনার কি মনে হয় ? এ আমাদের শোভা দেয় না ! সংস্কারী কাকে বলে ? ঘরে ক্লেশ হয় তাদের সংস্কারী বলা হয় কি ক্লেশ না হয়, তাদের ?

প্রথমে তো ঘরে ক্লেশ না হওয়া উচিত আর যদি হয়ে যায় তো তাকে সামলিয়ে নিতে হবে। একটু শুরু হয় এমন, আমাদের মনে হয় যে এখন আগুন জ্বলে উঠবে, তার আগেই জল ছিটিয়ে ঠান্ডা করে দেবে। আগের মত ক্লেশযুক্ত জীবন কাটাও তো তার কি ফায়দা ? তার অর্থ ই কি ? ক্লেশ যুক্ত জীবন না হওয়া উচিত কি না ? কি ভাগ করে নিয়ে যাবে ? ঘরে এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, ফের কলহ কিসের জন্য ? যদি কেউ, আপনার স্বামীর জন্য কিছু বলে তো খারাপ লাগে যে আমার স্বামীর বিষয়ে এমন বলে আর নিজেই স্বামীকে বলে যে 'তুমি এমন, তেমন', এমন সব না হওয়া উচিত। স্বামীর ও এমন করা উচিত না। আপনাদের মধ্যে ক্লেশ হয় তো, তো বাচ্চাদের জীবনে ও প্রভাব পড়বে। কচি বাচ্চা, তাদের উপরে সব প্রভাব হয়। সেইজন্য ক্লেশ চলে যেতে হবে। ক্লেশ চলে যায় তবেই বাচ্চারা ও শুধরায়। এ তো বাচ্চারা সব বিগড়ে গেছে।

আমার তো এই জ্ঞান হয়েছে তখন থেকে, কুড়ি বছর থেকে তো ক্লেশ হয় ই নি, কিন্তু তার কুড়ি বছর আগে ও ক্লেশ ছিল না। প্রথম থেকেই, ক্লেশ কে তো আমরা বের করে দিয়েছিলাম। যে কোন অবস্থাতেই ক্লেশ করার মত এই জগত নয়।

এখন আপনি চিন্তা করে কাজ করবেন। নয় তো 'দাদা ভগবান' এর নাম নেবেন। আমি ও 'দাদা ভগবান' এর নাম নিয়ে সব কার্য করি কি না ! 'দাদা ভগবান' এর নাম নেবেন তো অবিলম্বে আপনার ধারণা অনুসারে হয়ে যাবে।

(৩) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ

আমাদের তো মূলতঃ ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ চলে যায়, মতভেদ কম হয়, এমন চাই। আপনি এখানে পূর্ণতা প্রাপ্ত করতে হবে, প্রকাশ করতে হবে। এখানে কতদিন অন্ধকারে থাকবেন ? আপনি ক্রোধ-মান-মায়া-লোভের নির্বলতা, মতভেদ দেখেছেন ?

প্রশ্নকর্তা : অনেক।

দাদাশ্রী : কোথায় ! কোর্টে ?

প্রশ্নকর্তা : ঘরে, কোর্টে, সব জায়গায়...

দাদাশ্রী : ঘরে তো কি হবে ? ঘরে তো আপনারা তিন জন, ওখানে মতভেদ কিসের ? নেই দুই-চার-পাঁচ মেয়ে, এমন তো কিছু নেই। আপনারা তিন জন, তাতে মতভেদ কিসের ?

প্রশ্নকর্তা : না, কিন্তু তিন জনের মধ্যেই অনেক মতভেদ আছে।

দাদাশ্রী : তিন জনেই ? এমন ?

প্রশ্নকর্তা : যদি জীবনে কনফ্লিক্ট (মতভেদ) না থাকে, তো জীবনের মজাই আসবে না !

দাদাশ্রী : অহোহো ... মজা এতে আসে ? তাহলে তো ফের রোজ ই কর না! এ কার অনুসন্ধান ? এ কোন উর্বর মাথার খোঁজ ? তাহলে তো রোজ মতভেদ করা উচিত, কনফ্লিক্টের মজা নিতে চাও তো।

প্রশ্নকর্তা : ও তো ভাল লাগবে না।

দাদাশ্রী : এ তো নিজের রক্ষণ করেছে লোকেরা ! মতভেদ সস্তা হয় কি দামী? কম মাত্রার কি অধিক মাত্রায় ?

প্রশ্নকর্তা : কম মাত্রায় ও হয় আর অধিক মাত্রায় ও হয়।

দাদাশ্রী : কখনো দীপাবলি আর কখনো হোলি ! ওতে মজা আসে কি মজা মরে যায় ?

প্রশ্নকর্তা : ও তো সংসার চক্র ই এমন হয়।

দাদাশ্রী : না, লোকের বাহানা বানাতে এ ভাল হাতে এসেছে। সংসার চক্র এমন, এমন বাহানা বানায়। কিন্তু এমন বলে না যে আমার দুর্বলতা।

প্রশ্নকর্তা : দুর্বলতা তো আছেই। দুর্বলতা আছে, সেইজন্যই তো কষ্ট হয় কি না !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ ব্যাস, অতঃ লোকে সংসার চক্র বলে তাকে ঢাকতে যায়। সেইজন্য ঢাকার জন্য ও তেমন ই থাকে। সেই দুর্বলতা কি বলে ? 'যখন পর্যন্ত আমাকে চিনবে না তখন পর্যন্ত আমি যাবার নই।' সংসার একটু ও বাধক নয়। সংসার নিরপেক্ষ। সাপেক্ষ ও হয় আর নিরপেক্ষ ও হয়। ও তো আমরা এমন করি তো এমন আর না করি তো কিছুই না, কিছুই দেওয়া-নেওয়ার নেই। মতভেদ তো কত বড় দুর্বলতা।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ঘরে মতভেদ তো হতেই থাকে, এ তো সংসার কি না !

দাদাশ্রী : লোকে তো ব্যাস, রোজ ঝগড়া হয় কি না, তবু ও বলে যে 'এমন তো চলতেই থাকে।' আরে, পরন্তু ওতে ডেভেলপমেন্ট (বিকাশ) হয় না। কেন হয়? কিসের জন্য হয় ? এমন কেন বলে যাচ্ছ ? কেন হয়ে যাচ্ছে ? তার সন্ধান করতে হবে।

ঘরে কখনো মতভেদ হয়, তখন কি ঔষধ লাগাও ? ঔষধের বোতল রাখ ?

প্রশ্নকর্তা : মতভেদের কোন ঔষধ নেই।

দাদাশ্রী : হে ! কি বলছ ? তাহলে ফের আপনি এই কামরায় চুপ, বউ ওই কামরায় চুপ, এভাবে রুষ্ঠ হয়ে শুইয়ে থাকবে ? ঔষধ না লাগিয়ে ? ফের ও কিভাবে মীমাংসা হয় ? ক্ষত ভরে যায় কি ? আমাকে এটা বল যে ঔষধ না লাগিয়ে ক্ষত কিভাবে ভরে যাবে ? এ তো সকাল পর্যন্ত ও ক্ষত ভরবে না। সকালে চা-এর কাপ দেওয়ার সময় এভাবে ছুড়ে দেবে। আপনি ও বুঝে যান যে এখনো রাতের ক্ষত ভরে নি। এমন হয় কি হয় না ? এই কথা কোন অনুভবের বাইরে থোড়াই। আমরা সবাই এক ই রকম ! অর্থাৎ এমন কেন করছ যে এখনো মতভেদের ক্ষত পড়েই আছে?

কিন্তু রোজ রোজ সেই ক্ষত তেমন ই থাকে। ক্ষত ভরেই না, ক্ষত তো থাকেই কি না ! জখম পড়ে থাকে, সেইজন্য ক্ষত না হতে দেওয়া উচিত। কারণ যদি এখন ওকে নত করেন, তো যখন আপনার বৃদ্ধাবস্থা আসবে তখন বউ আপনাকে নত করবে ! এখন তো মনে-মনে বলবে যে বলবান এ, সেইজন্য কিছু সময় চালিয়ে

নেবে । ফের ওর পালা আসবে, তখন আপনাকে বুঝিয়ে দেবে । এর বদলে বৃত্তি এমন রাখবেন যে ও আপনাকে প্রেম করে, আপনি ওকে প্রেম করেন । ভুল-ত্রুটি তো সবার ই হয় কি না ! ভুল-ত্রুটি হয় না ? ভুল-ত্রুটি হলে মতভেদ কেন করব ? মতভেদ করার হলে কোন শক্তিশালীর সাথে ঝগড়া করবেন যাতে আপনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেয়ে যান । এখানে সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবেন ই না কখনো । সেইজন্য দুজনেই বুঝে নেবেন । এমন মতভেদ হতে দেবেন না । যদি কেউ মতভেদ করে তো বলবেন যে দাদাজী কি বলেন, এভাবে কেন বিগড়াচ্ছ ?

মত ই রাখবেন না । আরে ! দুজনে বিয়ে করেছন ফের মত আলাদা কেন ? দুজনে বিয়ে করেছেন, ফের মত আলাদা রাখতে পারেন ?

প্রশ্নকর্তা : না রাখা উচিত, কিন্তু থাকে ।

দাদাশ্রী : তাকে আপনি বের করে দেবেন । আলাদা মত রাখতে পারেন ? তাহলে বিয়ে না করতে্ন । বিয়ে করেছেন তো এক হয়ে যান ।

অর্থাৎ এই জীবন কাটাতে ও জানলে না ! ব্যাকুলতাতে কাটিয়ে যাচ্ছ ! 'একেলা আছ ?' তো বলে, 'না, বিবাহিত'। তো ওয়াইফ আছে, তবু ও তোর ব্যাকুলতা মুছে যায় নি ! কি ব্যাকুলতা যাওয়া উচিত না ? এই সবের উপরে আমি বিচার করে নিয়েছিলাম । এ সবাই কে চিন্তা করা উচিত কি না ? অনেক বড় বিশাল জগত, কিন্তু এই জগত নিজের রুমের ভিতরে আছে, এমন মেনে নিয়েছে, আর ওখানে ও জগত মান তো ও ভাল, কিন্তু সেখানে ও ওয়াইফের সাথে সংঘাত করে ।

প্রশ্নকর্তা : দুটো বাসন হয় তো আওয়াজ হয় আর ফের শান্ত হয়ে যায় ।

দাদাশ্রী : আওয়াজ হয় তো মজা আসে ! 'একটু ও আক্কেল নেই' এমন ও বলে ।

প্রশ্নকর্তা : সে তো ফের এ ও বলে কি না যে আমার তোমাকে ছাড়া অন্য কেউ ভাল লাগে না ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এমন ও বলে ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু বাসন ঘরে খন-খন করবেই কি না ?

দাদাশ্রী : রোজ-রোজ বাসন খন-খন করে তো ভাল লাগবে ? এ তো বোঝেই না, সেইজন্য চলে। জাগৃত হয় তার তো একটা মতভেদ হয় তো সারা রাত ঘুম আসে না ! এই বাসন (মনুষ্য) দের তো স্পন্দন আছে, সেই জন্য রাত্রে শুইয়ে-শুইয়ে ও স্পন্দন করতে থাকে যে 'এ তো এমন, টেড়া, উল্টা, নিকম্মা, বের করে দেওয়ার মত!' আর সেই বাসনের কোন স্পন্দন আছে ? আমাদের লোকেরা না বুঝে 'হাঁ' তে 'হাঁ' মেলায় যে দুটো বাসন সাথে হয় তো খনখনাবে। আরে, আমরা কি বাসন যে আমরা ও খনখনাব ? এই 'দাদা' কে কেউ কখনো সংঘাতে দেখে নি হয়তো ! স্বপ্ন ও আসে নি হয়তো এমন ! সংঘাত কেন ? সংঘাত করা তো নিজের ঝুঁকিতে হয়। কি এ কোন অন্যের ঝুঁকি ? চা শীঘ্র আসে নি আর আপনি টেবিল তিন বার চাপরান, ও ঝুঁকি কার ? এর বদলে আপনি অবুঝ হয়ে বসে থাকুন। চা মেলে তো ঠিক অন্যথা আমি তো চললাম অফিস। কি ভুল এতে ? চা-এর কোন কাল হবে কি না ? এই সংসার নিয়ম থেকে বাইরে তো হবে না না ? সেইজন্য আমি বলেছি যে 'ব্যবস্থিত' ! তার সময় হবে তো চা পাবে। আপনি ঠুকতে হবে না। আপনি স্পন্দন খাড়া না করেন তাহলে ও চা আসবে আর স্পন্দন খাড়া করেন তাহলে ও আসবে। কিন্তু স্পন্দনে আবার ওয়াইফের হিসাবের খাতায় জমা হবে যে আপনি সেদিন টেবিল ঠুকছিলেন না !

ঘরে ওয়াইফের সাথে মতভেদ হয়, তখন তার সমাধান করতে জানে না, বাচ্চাদের সাথে মতভেদ উৎপন্ন হয়, তার সমাধান করতে জানে না আর জড়াতে থাকে।

প্রশ্নকর্তা : স্বামী তো এমন ই বলবে কি না যে 'ওয়াইফ' সমাধান করবে' আমি করব না।'

দাদাশ্রী : হাঁ... মানে 'লিমিট' পুরা হয়ে গেছে। 'ওয়াইফ' সমাধান করে আর আমরা না করি, তখন আমাদের লিমিট্ হয়ে গেছে পুরা। পুরুষ কে তো এমন বলা উচিত যে 'ওয়াইফ' খুশী হয়ে যায় আর এমন করে গাড়ি সামনে নিয়ে যায় আর আপনি তো পনেরো-পনেরো দিন, মাস-মাস ধরে গাড়ি আটকাইয়া রাখেন। ও চলবে না। যখন পর্যন্ত সামনের জনের মনের সমাধান না হবে, তখন পর্যন্ত আপনার মুস্কিল থাকবে। সেইজন্য সমাধান করে নেবেন।

এভাবে আপনার ঘরে মতভেদ পড়ে তো কি করে চলবে ? স্ত্রী বলে যে 'আমি তোমার' আর পতি বলে যে 'আমি তোমার', তাহলে মতভেদ কিসের ? আপনাদের

দুজনের মধ্যে “প্রব্লেম’ বাড়বে তো বিচ্ছিন্নতা জন্ম হবে। ‘প্রব্লেম’ ‘সল্ভ’ হয়ে যায়, তাহলে ফের বিচ্ছিন্নতা হবে না। বিচ্ছেদের কারণে দুঃখ হয়। আর সবার প্রব্লেম হয়েই যায়, আপনার একেলার হয় এমন নয়। যারা-যারা বিয়ে করেছে তাদের ই প্রব্লেম না হয়ে থাকে নি।

স্ত্রীর সাথে মতভেদ হয় তার ! যার সাথে... ডবল বেড হয় কি একটা ই বিছানা আছে ?

প্রশ্নকর্তা : না, ক্ষমা করবেন। একটা ই বিছানা।

দাদাশ্রী : তাহলে ফের তার সাথে ঝগড়া হয় আর রাত্রে লাথি মারে তো কি করবেন ?

প্রশ্নকর্তা : নীচে।

দাদাশ্রী : তো তার সাথে একতা রাখবেন। ‘ওয়াইফ’এর সাথে মতভেদ হয়, সেখানেও একতা না থাকে তাহলে ফের আর কোথায় রাখবেন ? একতা মানে কি যে কখনো মতভেদ না হয় ! এই এক ব্যক্তির সাথে নিশ্চয় করবে যে ‘তোমার আর আমার মধ্যে মতভেদ না হয়, এতটুকু একতা থাকতে হবে।’ এমন একতা রাখেন আপনি ?

প্রশ্নকর্তা : এমন কখনো ভাবি ই নি। এ প্রথম বার ভাবছি।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এটা ভাবতে হবে না ? ভগবান কত বিচার করে-করে মোক্ষে গিয়েছেন !

বার্তালাপ কর না ! তাতে কিছু স্পষ্ট হবে। এ তো সংযোগ বসেছে, সেইজন্য একত্র হয়েছ, অন্যথা একত্র হতে না ! সেইজন্য কিছু কথা-বার্তা বল ! এতে বাধা আছে কি ? আমরা সব এক ই। আপনার আলাদা মনে হয়, কারণ ভেদবুদ্ধি থেকে মনুষ্যের আলাদা মনে হয়। বাকি সবাই এক ই। মনুষ্যের ভেদবুদ্ধি হয় কি না ! ওয়াইফের সাথে তো ভেদবুদ্ধি হয় না না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, তেমন ই হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : এই ওয়াইফের সাথে ভেদ কে করায় ? বুদ্ধি ই !

স্ত্রী আর তার স্বামী দুজনে প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করে, তখন কেমন অভেদ হয়ে ঝগড়া করে ? দুজনেই এমন-এমন হাত করে, তুই এমন আর তুই এমন, দুজনে এমন হাত নাড়ায় তো আমাদের মনে হয় যে অহোহো ! এই দুজনের মধ্যে এত একতা ! এদের 'কর্পোরেশন' অভেদ, এমন আমাদের মনে হয় । আর পরে ঘরে গিয়ে দুজনে ঝগড়া শুরু করে, তখন কি বলবে ? ঘরে এই দুজন ঝগড়া করে কি ঝগড়া করে না ? কখনো তো ঝগড়া হয় কি না ? ও কর্পোরেশন ভিতরে-ভিতরে যখন ঝগড়া করে না, 'তুই এমন আর তুমি তেমন, তুই এমন আর তুমি তেমন..' ফের ঘরে চরম ঝগড়া হয় কি না ! তখন তো বলে, 'তুই চলে যা এখান থেকে, নিজের ঘরে চলে যা । আমার তোর দরকার ই নেই ।' এখন এ নির্বুদ্ধিতা নয় কি ? আপনার কি মনে হয় ? তো অভেদ ছিল ও ছিঁড়ে গেছে আর ভেদ উৎপন্ন হয়েছে । আর ওয়াইফের সাথে ও কথা কাটা-কাটি হয় । 'তুই এমন আর তুমি এমন !' তখন সে বলে, 'তুমি কোথায় সোজা ?' অর্থাৎ ঘরে ও 'আমি আর তুমি' হয়ে যায় ।

'আমি আর তুই, আমি আর তুই, আমি আর তুই'। যে প্রথমে এক ছিল, 'আমরা দুজন এক, আমরা এমন, আমরা তেমন । আমাদের ই এই সব ।' তার থেকে 'আমি আর তুই' হয়েছে ! এখন, আমি আর তুই হয়েছে সেইজন্য টানা-টানি চলে । সেই টানা-টানি ফের কোথা পর্যন্ত পৌঁছায় ? অন্তে হলদীঘাটীর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় । সর্ব বিনাশ কে নিমন্ত্রণ করার সাধন এই টানা-টানি ! সেইজন্য টানা-টানি তো কারো সাথে হতেই দেবে না ।

রোজ 'আমার ওয়াইফ, আমার ওয়াইফ' বলে আর এক দিন সে নিজের কাপড় স্বামীর ব্যাগে রেখে দেয় । তখন পরের দিন স্বামী কি বলবে ? 'আমার ব্যাগে তুই শাড়ি রাখলি ই কেন ?' এই ইজ্জতদারের ছেলে ! ওর শাড়ি একে খেয়ে ফেলেছে! কিন্তু ওর নিজের আলাদা অস্তিত্ব আছে না ! ওয়াইফ আর হাসবেন্ড, ও তো বিজনেসের জন্য এক হয়েছে, কন্ট্রেক্ট এ । সেই আলাদা অস্তিত্ব কি বিলুপ্ত হয়ে যায়? অস্তিত্ব আলাদা ই থাকে । 'আমার ব্যাগে শাড়ি কেন রাখিস' এমন বলে কি বলে না ?

প্রশ্নকর্তা : বলে, বলে ।

দাদাশ্রী : এ তো কলহ করে যে আমার ব্যাগে তুই শাড়ি রাখলিই কেন ? এতে বৌ বলে, 'কোন দিন এর ব্যাগে কিছু রাখলে এমন ই চিৎকার করে। যেতে দাও, স্বামী বাছাই করতে আমার ভুল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। এমন স্বামী কোথা থেকে পেয়েছি ?' কিন্তু এখন কি করবে ? খুটীতে বাঁধা আছ ! (বিদেশে) 'মেরী' হয় তো পরের দিন চলে যাবে, কিন্তু ইন্ডিয়ান কি ভাবে চলে যাবে ? খুটীতে বাঁধা আছে। যেখানে ঝগড়া করার স্থান ই থাকে না, স্পেস নেই এমন জায়গায় ঝগড়া করে তো ফের ঝগড়া করার মত জায়গায় তো মেরেই ফেলবে না এই লোকেরা !

আরে, বউ যদি পাশা-পাশি ব্যাগ রাখে তখন ও বলবে, 'উঠিয়ে নে তুই নিজের ব্যাগ এখান থেকে। অরে, বিবাহিত, বিয়ে করেছিস, এক হও কি না ? আর ফের লেখে কি ? অর্ধাঙ্গিনী লেখে। আরে ! কি জাতের তুই ? হ্যাঁ, ফের অর্ধাঙ্গিনী কেন লিখিস ? ওতে আধা অঙ্গ নেই ব্যাগে ! আমরা কার রসিকতা করছি, পুরুষদের না স্ত্রীদের ? এমন বলে কি না ! অর্ধাঙ্গিনী বলে না ?

প্রশ্নকর্তা : বলে তো !

দাদাশ্রী : আর এভাবে অস্বীকার করে ফেলে ফের। স্ত্রীরা দখল করে না। স্ত্রীর ব্যাগে যদি আপনার কাপড় রাখা থাকে, তো সে হস্তক্ষেপ করে না আর এখানে তো এর বড় অহংকার ! দম্ভে একদম সোজা, বিচ্ছুর মত, প্রতিরোধ করে তো দংশন করে একদম।

এ তো আমার সাথে করেছে সেটা বলছি। এ তো আমার আত্মকথা বলছি। যাতে আপনাদের সবার বোধে আসে যে এর উপরে এমন কেটেছে হয়তো। আপনি এমন ই সোজা ভাবে স্বীকার করবেন না, ও তো আমি স্বীকার করে নিই।

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেন তখন সবার নিজের টা মনে পরে যায় আর স্বীকার করে নেয়।

দাদাশ্রী : না, কিন্তু আপনি স্বীকার করেন না কিন্তু আমি স্বীকার করে নিই যে আমার উপরে হয়েছে, আত্মকথা হয় না ? আরে ! দংশন করে তখন কিভাবে দংশন করে, যে তুই নিজের ঘরে চলে যা, বলে। আরে ! চলে যাবে তখন তোর কি দশা হবে ? ও তো এই কর্মের জন্য বাঁধা আছে। কোথায় যাবে বেচারি ? কিন্তু এই যে তুই বলিস ও ব্যর্থ যাবে না। এ ওর অন্তরে দাগ কাটবে, পরে সেই দাগ তোর

উপরে লাগবে। এই কর্ম ভুগতে হবে। সে তো মনে এমন ভাবে যে এখন কোথায় যাবে ? এমন বলা উচিত না। যদি এমন বল তো ও ভুল ই বলা হবে কি না ! সবাই একটু ব্যঙ্গ তো করেছ কি কর নি ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, করেছি। সবাই করেছি। এতে ব্যাতিক্রম হয় না। কম-বেশি হবে, কিন্তু ব্যাতিক্রম হবে না।

দাদাশ্রী : অতএব এমন হয় সব। এখন এই সবাইকে সেয়ানা বানাতে হবে, বলুন এখন, এরা কিভাবে সেয়ানা হবে ? দ্যাখ, দুর্দশা, দুর্দশা ! যেমন এরান্ডীর তেল খেয়েছে, এমন মুখ হয়ে গেছে ! স্বাদিষ্ট দুধের পায়েস আর ভাল-ভাল খাবার খায়, তবুও মুখ এরান্ডীর তেল খেয়েছে এমন দেখায়। এরান্ডীর তেল তো মহার্ঘ হয়ে গেছে, তো কোথা থেকে এনে খেয়েছে ? এ তো এমনি ই, এরান্ডীর তেল খেয়েছে এমন মুখ হয়ে যায় !

প্রশ্নকর্তা : ঘরে মতভেদ দূর করার জন্য কি করব ?

দাদাশ্রী : মতভেদ কেন হয়, তার খোঁজ কর প্রথমে। কখনো এমন মতভেদ হয় কি, এক ছেলে আর এক মেয়ে হয়, তো ফের দুজনেই ছেলে কেন নয়, এমন মতভেদ হয় ?

প্রশ্নকর্তা : না, এমনি তো ছোট-ছোট কথায় মতভেদ হয়।

দাদাশ্রী : আরে, এই ছোট কথায় তো, ও তো ইগোইজম। সেইজন্য, যখন সে বলে যে 'এমন', তখন বলবে 'ঠিক আছে।' এভাবে বলবেন তো ফের কিছু হবে না। কিন্তু আমরা যদি নিজের বুদ্ধি মাঝে লাগাই। বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধি লড়ে, সেইজন্য মতভেদ হয়।

প্রশ্নকর্তা : 'এ ঠিক আছে' এমন মুখে বলার জন্য কি করতে হবে ? এমন বলতে পারি না, আমরা অহম্ কিভাবে দূর করব ?

দাদাশ্রী : এমন বলা যায় না, ঠিক বলছেন। এর জন্য কিছু দিন প্রেক্টিস করতে হবে। এই যে আমি বলছি, সেই উপায় করার জন্য কিছু দিন প্রেক্টিস কর না! ফের ও ফিট্ হয়ে যাবে, একদম হবে না।

প্রশ্নকর্তা : মতভেদ কেন হয় ? এর কারণ কি ?

দাদাশ্রী : মতভেদ হয় তখন এ ভাবে যে আমি বুদ্ধিমান আর ও ভাবে যে আমি বুদ্ধিমান। আক্কেলের ঠিকাদার এসেছে ! বিক্রি করতে যাও তো চার আনা ও আসবে না, মহা মূর্খ বলা হয় তাকে। তার বদলে আমরা চালাক হয়ে যাই, ওর বুদ্ধিকে আমরা দেখব যে অহোহো... কেমন বুদ্ধিমান ! তখন সে ও ঠান্ডা পড়ে যাবে। কিন্তু আমরা ও বুদ্ধিমান আর সে ও বুদ্ধিমান, বুদ্ধি ই যেখানে সংঘর্ষ করতে শুরু করে, সেখানে কি হবে ফের ?

আপনার মতভেদ বেশি হয় কি ওনার বেশি হয় ?

প্রশ্নকর্তা : ওনার বেশি হয়।

দাদাশ্রী : অহোহো ! মতভেদ মানে কি ? মতভেদের অর্থ আপনাকে বোঝাচ্ছি। এই দড়ি টানা-টানি-র খেলা হয় না, দেখেছেন আপনি ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : দুই-চার জন এদিকে টানে আর দুই-চার জন ওদিকে টানে। মতভেদ অর্থাৎ দড়ি টানা-টানি। অতঃ আমারা দেখে নিতে হবে যে ঘরে বউ অনেক জোরে টানছে আর আমরা ও জোরে টানি, তখন ফের কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা : ছিঁড়ে যাবে।

দাদাশ্রী : আর ছিঁড়ে গেলে গিঁট লাগাতে হয়। তো গিঁট লাগিয়ে ফের চালাবে, এর বদলে তো আস্ত থাকে, তাতে কি অসুবিধা ? সেইজন্য যখন সে বেশি টানে তো, তখন আমরা ছেড়ে দিতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু দুজনের মধ্যে ছাড়বে কে ?

দাদাশ্রী : বুদ্ধিমান, যার বুদ্ধি বেশি আছে সে ছেড়ে দেবে আর কম বুদ্ধির জন না টেনে থাকবেই না ! সেইজন্য আমরা, বুদ্ধিমান কে ছেড়ে দেওয়া উচিত। ছেড়ে দেবেন সে ও একদম ছাড়বেন না। একদম ছেড়ে দেন তো, সামনের জন পড়ে যাবে। সেইজন্য ধীরে-ধীরে ছাড়বেন। আমার সঙ্গে কেউ টানতে শুরু করে

তো আমি ধীরে-ধীরে ছেড়ে দিই, নয় তো পড়ে যাবে বেচারা। এখন আপনি ছেড়ে দেবেন তো এভাবে ? এখন ছাড়তে পারবেন ? ছেড়ে দেবেন তো ? ছেড়ে দেবেন, নয় তো দড়ি গিঁট লাগিয়ে চালাতে হবে। রোজ রোজ গিঁট লাগানো, এসব কি ভাল দেখায়? ফের গিঁট তো লাগাতে হবে তো ! আর ফের দড়ি তো চালাতে হবে কি না! আপনার কি মনে হয় ?

ঘরে মতভেদ হওয়া উচিত ? এক অংশ ও হওয়া উচিত না ! ঘরে যদি মতভেদ হয় তো ইউ আর আন্‌ফিট ফর, যদি হাসবেন্ড এমন করে তো সে আন্‌ফিট ফর হাসবেন্ড আর ওয়াইফ এমন করে তো আন্‌ফিট ফর ওয়াইফ।

প্রশ্নকর্তা : স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার বাচ্চাদের উপরে কি প্রভাব হয় ?

দাদাশ্রী : অহোহো ! অনেক খারাপ প্রভাব হয়। এতটুকু বাচ্চা সে ও এভাবে দেখতে থাকে। বাবা আমার মার সাথে অনেক ঝগড়া করে। বাবা ই খারাপ। কিন্তু সে কিছু বলে না। ও ভাবে যে বলি তো মারবে আমাকে। মনে সব 'নোট' করে, নোটেড ইটস কন্টেন্ট, কিন্তু ঘরে এমন তুফান দেখে তো ফের মনে গিঁট বেঁধে নেয় যে 'বড় হলে বাবাকে পিটাবো !' আমাদের জন্য এখন থেকেই নিশ্চয় করে নেয়। ফের সে বড় হলে পিটাই করে ! 'কি এভাবে মারার জন্য আমি তোকে বড় করেছি?' 'তাহলে আপনাকে কে বড় করেছিল ?' সে বলবে এই পর্যন্ত ! 'আরে, আমার বাপ পর্যন্ত পৌঁছে গেছিস ? তখন বলবে, 'আপনার দাদা পর্যন্ত পৌঁছাবো।' আপনি এমন বলার সুযোগ দিয়েছেন তবেই তো ! এমন গিঁট বাঁধতে দেন তো আপনার ই ভুল কি না ! ঘরে বকাবকি করেন কিসের জন্য ? যদি বকেন ই না তো বাচ্চা ও দেখে এটাই বলবে যে বাবা কত ভাল !

ছেলেরা, বিয়ের জন্য না কেন করে ? আমি ওদের জিজ্ঞাসা করি যে, কি অসুবিধা তোমার, তা আমাকে বল ? কি তোমার মেয়ে পছন্দ ই না, অথবা তুমি পুরুষ নও তো আসলে কি, বাস্তবিকতা কি ? আমাকে বল। তখন বলে, 'না, আমরা বিয়ে করব না।' আমি জিজ্ঞাসা করি, কেন ? তখন বলে, 'বিয়েতে সুখ নেই, ও আমরা দেখে নিয়েছি।' আমি বলি, 'এখন তোমার বয়েস হয় নি আর বিয়ে না করেই কি করে জানলে, কিভাবে অনুভব হয়েছে ?' তখন বলে, 'আমাদের মা-বাবার সুখ(!) আমরা দেখে আসছি সেইজন্য আমরা এদের সুখ জেনে গেছি ! এদের ই সুখ নেই, তো আমরা বিয়ে করি তো আরো বেশি দুঃখী হব।' অর্থাৎ এমন ও হয় ?

এমন কি না, এখন আমি বলি যে ভাই, এই সময় বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে তো এই ভাই বলে, 'না, আলো আছে।' তখন আমি বলি যে ভাই, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আবার দেখুন না। তখন বলে, 'না, আলো আছে।' তখন আমি বুঝে যাই যে একে যেমন দেখাচ্ছে তেমন ই বলছে। মনুষ্যের দৃষ্টি থেকে বাইরে আগে দৃষ্টি যেতে পারে না। সেইজন্য আবার আমি তাকে বলি দিই যে আপনার ভিয়্যু পয়েন্টে আপনি ঠিক ই। এখন আমার জন্য কোন অন্য কোন কাজ থাকলে বলুন। এতটাই বলি, 'ইয়েস, ইয়ু আর করেক্ট বাই ইয়োর ভিয়্যু পয়েন্ট !' (হ্যাঁ, আপনি আপনার দৃষ্টিকোণে সঠিক।) বলে আমি সামনে এগিয়ে যাই। এদের সাথে কোথায় সারা রাত বসে থাকবো ? ওরা তো যেমন তেমন ই থাকবে। এই ভাবে মতভেদের সমাধান খুঁজে নেবে।

ধর যে এখান থেকে পাঁচশো ফুট দূরে আমি একটা সুন্দর সাদা ঘোড়া দাঁড় করিয়ে রাখি আর এখানের সবাই কে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করি যে ওখানে কি দেখা যাচ্ছে ? তখন কেউ গাই বলে, তো আমরা তার কি করা উচিত ? আমাদের ঘোড়া কে কেউ গাই বলে, সেই সময় আমরা ওকে মারা উচিত অথবা কি করা উচিত ?

প্রশ্নকর্তা : মারা উচিত না।

দাদাশ্রী : কেন ?

প্রশ্নকর্তা : ওর দৃষ্টিতে গাই দেখতে পাচ্ছে।

দাদাশ্রী : হাঁ... ওর চশমা এমন। আপনি বুঝে নিতে হবে এই বেচারার নম্বর এসে গেছে । সেইজন্য ওর দোষ নয়। সেইজন্য আপনি ওকে বকতে পারেন না। ওকে বলবেন যে ভাই, ঠিক আছে আপনার কথা।' ফের আর এক জনকে জিজ্ঞাসা কর যে কি দেখা যাচ্ছে ? তখন বলে যে ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। তখন আপনি বুঝে যাবেন যে এর নম্বর নেই। ফের তৃতীয় জনকে জিজ্ঞাসা কর যে কি দেখা যাচ্ছে ? সে বলে, 'বড় ষাঁড় হবে এমন মনে হচ্ছে।' তখন আমরা তার চশমার নম্বর জেনে যাব। না দেখে অর্থাৎ নম্বর আছে, এমন বুঝে নেবে। আপনার কি মনে হচ্ছে ?

আমার বিয়ে হয়েছে পঞ্চান্ন বছর। সে পঁচিশ-ত্রিশ বছর ভুল হতে থাকত জ্ঞান হবার আগে। সেই কম বয়সে আমি ও সাঁড়াশি ছুড়ে মারতাম। জমিদার লোক না আমরা। সে কত বড় জমিনের মালিক। পরে জেনে গেলাম যে আমার ইজ্জত

নিলাম হল। এই সাঁড়াশি ছুড়ে ইজ্জত নিলাম হল কি না ? স্ত্রীকে সাঁড়াশি ছুড়ে মারে আমাদের লোকে ? বুদ্ধিমান লোক ! তো হাতে অন্য কিছু না পায় তো সাঁড়াশি ছুড়ে মারে ! এ কি শোভা দেয় আমাদের?

প্রশ্নকর্তা : সাড়াশি ছুড়ে মারে এ তো এক সময় মিটে যায়। কিন্তু প্রথমে আন্তরিক মতভেদ যা হয়, ও বিহেভিয়ারে (ব্যবহারে) পরিণমিত হয়। ও তো খুব ভয়ঙ্কর বলা হবে কি না ?

দাদাশ্রী : আন্তরিক মতভেদ তো ? ও তো খুব ভয়ঙ্কর !

কিন্তু আমি খোঁজ করেছিলাম যে এই আন্তরিক মতভেদের কোন উপায় আছে ? কিন্তু কোন শাস্ত্রে মেলে নি। ফের আমি নিজে অনুসন্ধান করেছি যে এর উপায় এটাই যে আমি আমার মত ই ছেড়ে দিই, তখন কোন মতভেদ থাকবে না। আমার মত ই নেই, আপনার মত ই আমার মত।

এই এক বার আমার হীরাবার সাথে মতভেদ হয়ে যায়। আমি ও ফেঁসে যাই। আমার ওয়াইফ কে আমি 'হীরাবা' বলি। আমি তো জ্ঞানীপুরুষ, আমি তো সবাই কে 'বা' বলি আর এই বাকি সবাই কে বিটিয়া (খুকি) বলি ! যদি কথাটা শুনতে চাও তো বলব। এ খুব লম্বা কথা নয়, ছোট কথা।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, সেই কথা বলুন না !

দাদাশ্রী : এক দিন মতভেদ হয়ে গিয়েছিল। আমার ই ভুল ছিল ওতে, ওর ভুল ছিল না।

প্রশ্নকর্তা : ও তো ওনার ই ভুল হবে, কিন্তু আপনি বলেন যে আমার ভুল হয়েছিল।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু ওর ভুল হয় নি, আমার ভুল। আমি ই মতভেদ করতে চাই না। ওর যদিও হয় তাহলে ও অসুবিধা নেই আর না হয় তাতে ও অসুবিধা নেই। আমি করতে চাইছিলাম না, সেইজন্য আমাই ভুল বলা হবে কি না ! এ এমন করি তো চেয়ার কে লাগবে না আমার ?

প্রশ্নকর্তা : আপনার।

দাদাশ্রী : সেইজন্য আমার বোঝা উচিত তো !

তখন ফের একদিন মতভেদ হয় । আমি ফেঁসে যাই । আমাকে সে বলে, 'আমার ভাইয়ের চার মেয়ের বিয়ে হবে, তাদের এই বড় মেয়ের বিয়ে তো আমরা বিয়েতে কি দেব ?' তো যদিও এমনি না জিজ্ঞাসা করলে ও চলত । যা ই দেবে, তার জন্য আমি 'না' করতাম না । আমাকে জিজ্ঞাসা করে সেইজন্য ফের আমার বুদ্ধি মত যাই । ওনার মত বুদ্ধি আমার কোথা থেকে হবে ? জিজ্ঞাসা করে সেইজন্য আমি কি বলি ? 'এই আলমারীতে রূপোর যে পড়ে আছে, ও দিয়ে দেবে, নতুন বানানোর বদলে ! এই রূপোর বাসন আলমারীতে পড়ে আছে ছোট-ছোট তার থেকে একটা দুটো দিয়ে দেবে !' এতে উনি আমাকে কি বলেন জান ? আমাদের ঘরে 'আমার-তোমার' যেমন শব্দ বের হত না । আমাদের নিজের বলা হত । এখন সে এমন বলে যে 'আপনার মামার ছেলের মেয়েদের বিয়ে ছিল, তো এত বড়-বড় রূপোর থালা দিয়েছিলেন না !' সেদিন 'আমার-আপনার' বলে । এমনি সব সময় 'আমাদের' ই বলত । 'আমার-তোমার' ভেদে বলত না । আমি চিন্তা করি, 'আজ আমি ফেঁসে গেছি।' আমি তক্ষুনি বুঝে যাই। সেইজন্য এর থেকে বের হওয়ার রাস্তা খুঁজতে থাকি । এখন কি ভাবে শুধরাবো । রক্ত বের হচ্ছে, এখন কি ভাবে পট্টী লাগাবো যে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, ও আমার জানা আছে।

অর্থাৎ সেই দিন আমার-তোমার হয় ! 'আপনার মামার ছেলে' বলে ! এই পর্যন্ত দশা হয়, আমার নির্বুদ্ধিতা এত উল্টো ! আমি চিন্তা করি, 'এ তো ঠোকর লাগার মত হয়েছে আজ তো !' সেইজন্য আমি তৎক্ষনাৎ উল্টে যাই ! উল্টালে অসুবিধা নেই । মতভেদ হয়, এর থেকে উল্টে যাওয়া ভাল । তক্ষুনি উল্টে যাই পুরা... । আমি বলি, 'আমি এমন বলতে চাই নি ।' আমি মিথ্যা বলি, আমি বলি, 'আমার কথাটা আলাদা, তোমার বুঝতে একটু ভুল হয়েছে । আমি এমন বলি নি ।' তখন বলে, 'তো কি বলছিলে ?' তখন আমি বলি, 'এই রূপোর ছোট বাসন দেবে আর অন্য পাঁচশো টাকা নগদ দিয়ে দেবে । ও ওদের কাজে লাগবে ।' 'আপনি তো সরল । এত বেশি কেউ দেয় কি ?' এতে আমি বুঝে যাই যে আমি জিতে গেছি ! ফের আমি বলি, 'তো তোমার যত দিতে হয়, ততটা দেবে । চার জন ই আমাদের মেয়ে ।' তখন সে খুশী হয়ে যায় । ফের 'দেবতার মত' এমন বলে ।

দ্যাখ, পট্টি লাগিয়ে দিয়েছি না ! আমি জানতাম যে আমি পাঁচশো বলি তো দিয়ে দেবে, এমন নয় সে ! তো ফের আমি ওকেই অধিকার দিয়ে দিই তো ! আমি

স্বভাব জানতাম। আমি পাঁচশো দিই তো সে তিনশো দিয়ে আসে। তো ফের বল, সস্তা সঁপে দিতে আমার অসুবিধা হবে কি ?

(৪) ভোজনের সময় কিচ্-কিচ্

ঘরে কিসের জন্য এই হস্তক্ষেপ কর ? কোন ভুল হয় না মানুষের ! যে করে তার ভুল হয় কি না করা জনের ?

প্রশ্নকর্তা : করা জনের।

দাদাশ্রী : তাহলে 'কঢ়ী (এক ধরনের গুজরাটী খাবার) নোনতা হয়েছে' এমন ভুল খুঁজে বেড় করা উচিত না। সেই কঢ়ী কে আলাদা রেখে, অন্য যা কিছু আছে ওসব খেয়ে নেওয়া উচিত। কারণ ওদের অভ্যাস যে এমন কোন ভুল বের করে বৌকে ধমকানো। এটা ওদের স্বভাব সেইজন্য। কিন্তু এই বোন ও কোন কাঁচা নয়। এই আমেরিকা এমন করে, তো রাশিয়া তেমন করে। অর্থাৎ আমেরিকা আর রাশিয়া যেমন হয়ে গেছে এ তো, পরিবারে, ফ্যামিলি তে। সেইজন্য নিরন্তর ভিতরে কোল্ড ওয়ার চলতেই থাকে। এমন নয়, ফ্যামিলি বনিয়ে নাও। আমি আপনাকে বোঝাব যে ফ্যামিলি হয়ে কিভাবে থাকবে ! এখানে তো ঘরে-ঘরে ক্লেশ হয়।

'কঢ়ী নোনতা হয়েছে' এমন আপনি না বল তো চলবে না ? ওপিনিয়ন না দাও তো কি ওরা জানতে পারবে না অথবা আমাদের বলতেই হয় ? আপনার ওখানে অতিথি আসে তো, অতিথিকে ও খেতে দেবে না। তো আমরা এমন কেন হব ? সে খাবে, তো কি সে জানতে পারবে না, তো ফের আমরা কেন ভেঁপু বাজাতে হবে ?

প্রশ্নকর্তা : কঢ়ী নোনতা হয় তো 'নোনতা' বলতে ই হবে তো ?

দাদাশ্রী : ফের জীবন নোনতা ই হয়ে যাবে তো ! আপনি 'নোনতা' বলে সামনের জনকে অপমান করেন। একে ফ্যামিলি বলে না।

প্রশ্নকর্তা : নিজেদের লোক হয় তবেই বলতে পারা যায়, পর কে থোড়াই বলা যাবে ?

দাদাশ্রী : তো কি নিজেদের লোককে আঘাত দেওয়া উচিত ?

প্রশ্নকর্তা : বলা হয় তো পরের বার ঠিক মত করবে তো, সেইজন্য।

দাদাশ্রী : সে ঠিক বানাবে কি বানাবে না, সেই কথা সব জল্পনা । কোন আধারে হয় ? ও আমি জানি । বানানো জনের হাতে সত্তা নেই আর আপনার, বলা জনের হাতে ও সত্তা নেই । এই সব সত্তা কি আধারে চলে ? সেইজন্য একটা অক্ষর ও বলার মত নয় ।

তুই একটু চালাক হয়েছিস কি না ? তুই একটু চালাক হয়েছিস কি হোস নি? চালাক হয়ে যাবি তো ? ব্যাস ! পূর্ণরূপে চালাক হয়ে যাবি । ঘরে বৌ বলবে, 'আরে, এমন স্বামী বার-বার মেলে ।' আমাকে আজ পর্যন্ত কেবল একজন ই বোন বলেছে, 'দাদাজী, স্বামী মেলে তো এই এক জন ই মেলে ।' 'তো একজন শুধু এমন পেয়েছি।' বেশীরভাগ তো মুখে ভাল বলে, কিন্তু পিছনে এত গাল দেয় । আমার খেয়ালে আছে। এমন বলার ও একজন স্ত্রী পেয়েছি !

বাকী স্ত্রীকে বার-বার টোকা-টুকি (প্রশ্ন করে বাঁধা দেওয়া) করা উচিত না । 'তরকারি ঠান্ডা কেন হয়ে গেছে ? ডাল-এ ফোঁড়ন কেন ঠিক মত দেওয়া হয় নি ?' এমন খিট্-খিট্ কেন কর ? বারো মাসে দুই-এক বার দুই-একটা শব্দ বল তো ঠিক আছে, কিন্তু এ তো রোজ ? 'শ্বশুর মর্যাদায় তো পুত্রবধু লজ্জায় ।' আপনি মর্যাদায় থাকা উচিত । ডাল ঠিক হয় নি, তরকারি ঠান্ডা হয়ে যায় তো সেই সব তো নিয়মের অধীন হয় । যদি খুব বেশি হয় তো কোন সময় বলতে হয় তো আস্তে বলবে যে 'এই তরকারি রোজ গরম হয়, তখন খুব ভাল লাগে ।' সেই ভাবে বল তো সে ইশারা বুঝে যাবে ।

আমাদের এখানে তো ঘরে ও কেউ জানে না যে 'দাদা'র এ পছন্দ না কি পছন্দ হয় । এই খাবার বানানো কি খাবার বানানো জনের হাতের খেলা ? এ তো খাওয়া জনের 'ব্যবস্থিত'এর হিসাবে থালায় আসে, ওতে হস্তক্ষেপ করা উচিত না ।

(৫) স্বামী চাই, স্বামীগিরি না

বিয়ে করার আগে মেয়ে দেখে, তাতে কোন বাঁধা নেই, দ্যাখ । কিন্তু সারা জীবন তেমন ই থাকার হয়, তো দেখবে । তেমন থাকে কি ? যেমন দেখেছিলে তেমন ? ফের পরিবর্তন না হয়ে থাকবে ? তখন পরিবর্তন হবে তো, ও সহ্য হবে

না, ব্যাকুলতা শুরু হয়ে যাবে। তখন যাবে কোথায় ? এই ফাঁদে পড়েছ ভাই, এই ফাঁদে ।

ফের বিয়ে কিসের জন্য ? আপনি বাইরে থেকে উপার্জন করে আনেন। সে ঘরের কাজ করে আর আপনার সংসার চলে, সাথে ধর্ম করতে পার, সেইজন্য বিয়ে করতে হবে। আর বৌ বলে যে দুই-একটা বাচ্চা চাই, তো ততটা নিষ্পত্তি তো এনে দাও। ফের রাম তোমার মায়া ! কিন্তু এ তো ফের স্বামী হতে যায়। আরে, স্বামী হতে কেন যাচ্ছিস ? তোর তো বারন্ত ই নেই আর স্বামী হতে যাচ্ছিস ! 'আমি তো স্বামী' বলে ! খুব এসেছে স্বামী ! চেহারা তো দ্যাখ, এই স্বামীদের ! কিন্তু লোকে তো স্বামীগিরি করে কি না ?

গাই এর স্বামী হয়ে বসেছে, মোষের ও, কিন্তু গাই ও আপনাকে স্বামী রূপে স্বীকার করে না। ও তো আপনি মনে ভাবেন যে এই গাই আমার ! তুই তো কপাস কে ও আমার বলিস, 'এ আমার কপাস।' কপাসের তো জানাই নেই বেচারার। তোর হলে তো তোকে দেখলেই বাড়তো আর তুই ঘরে চলে গেলে বাড়তো না। কিন্তু এই কপাস তো রাত্রে ও বাড়ে। এই কপাস রাত্রে বাড়ে কি বাড়ে না ?

প্রশ্নকর্তা : বাড়ে, বাড়ে।

দাদাশ্রী : ওদের আপনার কোন আবশ্যকতা নেই, ওর তো বৃষ্টির দরকার হয়। যখন বৃষ্টি হয় না, তখন শুকিয়ে যায় বেচারা...

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ওর কি আমাদের পুরা ধ্যান রাখা উচিত না ?

দাদাশ্রী : অহোহো ! তো বৌ ধ্যান রাখার জন্য এনেছ কি ?

প্রশ্নকর্তা : সেইজন্য তো বৌ কে ঘরে এনেছি না !

দাদাশ্রী : এমন কি না, শাস্ত্রকার বলেছে যে স্বামীগিরি দেখাবে না। বাস্তবে তুমি স্বামী না, তোমার পার্টনারশিপ আছে। এ তো এখানে ব্যবহারে বলা হয় যে স্বামী আর স্ত্রী, ধনী-ধনীয়ানী ! পরন্তু বাস্তবে পার্টনারশিপ। স্বামী হও, তাতে আপনার হক-দাবি নেই। দাবি করতে পার না। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সব কাজ করাবে।

প্রশ্নকর্তা : কন্যাদান করেছে, দানে কন্যা দিয়েছে, সেইজন্য ফের আমি ওর স্বামী হয়েই গেছি না ?

দাদাশ্রী : এ শুধরে যাওয়া সমাজের কাজ নয়, এ ওয়াইল্ড (জংলী) সমাজের কাজ। আমাদের শুধরে যাওয়া সমাজে, স্ত্রীর একটু ও কষ্ট না হয় সেটা দেখতে হবে। অন্যথা আপনি সুখী থাকবেন না। স্ত্রী কে দুঃখ দিয়ে কেউ সুখী হয় নি। আর যে স্ত্রী স্বামীকে একটু ও দুঃখ দিয়েছে, সেই স্ত্রী ও কখনো সুখী হয় নি !

এই স্বামীগিরির কারণে তো সে মাথার উপরে চড়ে বসে। এখন স্বামীগিরি ভুগতে হবে, *ভোগবটা* (সুখ-দুঃখের প্রভাব) এই সব, পার্টনারশিপ। ওয়াইফের সাথে পার্টনারশিপ হয়, মালিকানা নয়।

প্রশ্নকর্তা : এই ওয়াইফ বস হয়ে বসে, তার কি করব ?

দাদাশ্রী : তাতে বাধা নেই, ও তো জিলিপি-তেলেভাজা বানিয়ে দেয় তো। আমরা বলি যে অহোহো ! তুমি তো পকোড়া-জিলিপি বানিয়ে খাইয়েছ না ! এমন কর তো খুশী হয়ে যাবে, কাল আবার ঠান্ডা পড়ে যাবে, নিজে নিজেই। এর ভয় রাখবে না। সে চড়ে কখন বসবে ? যদি ওর গোঁফ বেরিয়ে আসে, তখন চড়ে বসবে। কিন্তু কি গোঁফ বেরোবে ? যত ই বুদ্ধিমান হয়ে যায়, তবু ও গোঁফ বেরোবে কি ?

বাকি এক জন্ম তো যত আপনার হিসাব আছে ততটাই হবে। অন্য কোন লম্বা-চওড়া হিসাব হবেই না। এক ভবের হিসাব তো নিশ্চিত ই আছে, তো ফের আপনি কেন শান্ত চিত্ত হয়ে থাকবেন না ?

কিছু লোক তো মূলেই ক্লেশপূর্ণ স্বভাবের হয়। কিন্তু কিছু লোক তো এমন পাক্কা হয় যে বাইরে ঝগড়া করে আসে, কিন্তু ঘরে বৌ এর সাথে ঝগড়া করে না। কিছু লোক তো নিজের বৌ কে দোলনা ও দোলায়।

প্রশ্নকর্তা : সেই যে দোলনা দোলাচ্ছিল, মিয়া ভাই ! সেই কথা বলুন না !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এক দিন আমি এক মিয়াঁ ভাইয়ের ওখানে গিয়েছিলাম। সেই মিয়াঁ ভাই বৌকে দোলনা দোলাচ্ছিল ! এতে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি এমন করেন এতে ও আপনার উপরে চড়ে বসে না ?' তখন সে বলে যে, 'ও কি চড়ে

বসবে । ওর কাছে কোন হাতিয়ার নেই, কিছুই নেই ।' আমি বলি যে, আমাদের তো ভয় লাগে যে বৌ চড়ে বসে তো কি হবে ? সেই জন্য আমরা দোলনা দোলাই না ।' তখন মিয়াঁ ভাই বলে যে 'এই দোলনা দোলানোর কারণ আপনি জানেন কি ?'

ও তো এমন হয়েছিল যে ১৯৪৩-৪৪ এ আমি গভর্নমেন্টের কাজের কন্ট্রেক্ট নিয়েছিলাম, ওতে একজন ইট গাঁথার কাজের মুস্লিম লেবার কন্ট্রেক্টর ছিল । সে সব কন্ট্রেক্ট নিয়েছিল । তার নাম আহমেদ মিয়াঁ, সেই আহমেদ মিয়াঁ অনেক দিন থেকে বলছিল যে, 'সাহেব আমার ঘরে আপনি একদিন আসুন, আমার কুঁড়ে ঘরে আসুন ।' কুঁড়ে ঘর বলছিল বেচারা । কথা-বার্তায় খুব বুদ্ধিমান ছিল, ব্যবহারে ব্যাপার আলাদা হয় বা না হয়, কিন্তু কথা-বার্তায় যেখানে স্বার্থ না থাকে, সেখানে ভাল লাগে ।

সেই আহমেদ মিয়াঁ একদিন বলে, 'সেঠজী, আজ আমাদের ঘরে আপনি পদধূলি দিন । আমার ঘরে আসুন যাতে আমার বৌ-বাচ্চা সবার আনন্দ হয় ।' তখন জ্ঞান-বান তো ছিল না কিন্তু বিচার খুব সুন্দর, ভাবনা খুব সুন্দর সবার জন্য । আমাদের এখান থেকে উপার্জন করছিল তো তার জন্য, 'কিভাবে ভাল উপার্জন করবে', এমন ভাবনা ও ছিল । আর সে দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সুখী হয়ে যায়, এমন ভাবনা !

এ তো আমি দেখেছিলাম যে এই কম্যুনিটিতে কেমন-কেমন গুণ হয় ! আমি বলি, 'কেন আসব না ? তোমার ওখানে প্রথমে আসব ।' তখন বলে, 'আমার এখানে তো একটা ই রুম আছে, আপনাকে কোথায় বসাবো ?' তখন আমি বলি, 'আমি কোথাও বসে যাবো, আমার তো একটা চেয়ার ই চাই, আর চেয়ার না হয়, তাতেও আমার চলবে । তোমার ওখানে নিশ্চয় আসবো । তোমার ইচ্ছা, সেইজন্য আমি আসবো । ফের আমি তো যাই । আমার কন্ট্রেক্টের ব্যবসা, সেইজন্য আমার মুসলমানের ঘরে ও আসা-যাওয়া ছিল, সেখানে চা ও খেতাম ! আমি কারো সাথে পার্থক্য রাখি না ।

আমি বলি, 'আরে, এ... একটা রুম ই বড় আর দ্বিতীয়টা তো শৌচাগারের মত ছোট ।' তখন বলে, 'সাহেব, কি করব ! আমরা গরীবদের জন্য এটাই অনেক।' আমি বলি, 'তোমার বৌ কোথায় শোয় ?' তখন বলে, 'এই ঘরেই, একে বেডরুম বলুন, একে ডাইনিং রুম বলুন, সব কিছু এটাই ।' আমি বলি 'আহমেদ মিয়াঁ, বৌয়ের

সাথে কোন ঝগড়া-টগড়া হয় কি না ?' 'এ কি বলছেন ?' আমি বলি 'কি ?' তখন সে বলে 'কখনো হয় না । আমি এমন মূর্খ লোক না ।' 'কিন্তু মতভেদ ?' তখন বলে, না, মতভেদ বৌ এর সাথে না । কি বলছেন, বৌ এর সাথে আমার বিবাদ হয় না ।' আমি বলি, 'কখনো বৌ গোঁসা হয়ে যায় তখন ?' তো বলে, 'প্রিয়, বাইরে ও সাহেব হয়রান করে আর তার উপরে তুই ঘরে হয়রান করিস তো আমার কি হবে ? তো চুপ হয়ে যায় ।'

আমি বলি, 'মতভেদ হয় না সেইজন্য ঝঞ্ঝাট নেই না ?' তো বলে, "না, মতভেদ হয় তো ও কোথায় শোবে আর আমি কোথায় শোব ? এখানে দুই-তিন তলা হয় তো আমি জানব যে তৃতীয় তলায় চলে যাবো ! কিন্তু এখানে তো এই রুমেই শুতে হবে । আমি এই কাতে শুইয়ে পড়ি আর ও ঐ কাতে শুইয়ে পড়ে, ফের কি মজা আসবে ? সারা রাত ঘুম আসবে না । আর তখন তো সেঠজী আমি কোথায় যাবো? সেইজন্য এই বৌ কে তো কখনো দুঃখ দিই না । বৌ আমাকে মারে, তাহলে ও দুঃখ দিই না । সেইজন্য আমি বাইরে সবার সাথে ঝগড়া করে আসি, কিন্তু বৌয়ের সাথে 'ক্লিয়ের' রাখি । ওয়াইফকে কিছু করা উচিত না ।" চুলকানি হয়, তখন বাইরে ঝগড়া করে আসে, কিন্তু ঘরে না ।

বৌ সুলেমান কে মিষ্টি আনতে বললে, কিন্তু সুলেমান কে বেতন কম মেলে, তো ও বেচারা মিষ্টি কোথা থেকে আনবে ? সুলেমান কে বৌ একমাস ধরে বলে যাচ্ছিল যে 'এই সব বাচ্চাদের, বেচারাদের খুব ইচ্ছা । এখন তো মিষ্টি নিয়ে আস ।' ফের একদিন বৌ মনে খুব ব্যাকুল হয় তো সে বলে, 'আজ তো নিয়েই আসবো', ওর কাছে জবাব হাজির থাকে, জানে যে জবাব ওদিকে রাখি তো গালাগাল দেবে । তখন ফের বলে দেয় যে 'আজ নিয়ে আসব ।' এমন বলে কাটিয়ে দেয় । যদি জবাব না দেয় তো যাবার সময় বৌ কিচ্-কিচ্ করবে । সেইজন্য অবিলম্বে পজিটিভ জবাব দিয়ে দেয় যে 'আজ নিয়ে আসব, কোথা ও থেকে নিয়ে আসব ।' তখন বৌ ভাবে যে আজ তো নিয়ে আসবে তো ফের খাবে সবাই । কিন্তু যখন সে আসে তখন খালি হাত দেখে বৌ চিৎকার করে । সুলেমান এমনি তো বিবেচনায় খুব পাকা, সেইজন্য বৌ কে বুঝিয়ে দেয় যে, 'আমার অবস্থা আমি ই জানি, তুমি কি বুঝবে ।' একটা-দুটো কথা এমন বলে যে বৌ বলবে, 'ঠিক আছে পরে আনবে ।' কিন্তু দশ-পনেরো দিন পরে বৌ আবার বলে তো ফের, 'আমার অবস্থা আমি ই জানি ।' এমন বলে তো বৌ মেনে নেয় । সে কখনো ঝগড়া করে না ।

আর আমাদের লোকেরা তো সেই সময় বলে যে তুই আমাকে দাবিয়ে দাবিয়ে রাখিস ? আরে, স্ত্রী কে এভাবে বলবে না। তার মানেই যে ইট সেলফ বলে, তুই দেবে আছিস।' আরে, কিন্তু তোমাকে কি করে দাবাবে ? যেখানে বিয়ের সময় তোমার হাত উপরেই তো রেখেছিলে, তো তোমাকে সে কি করে দাবাবে ? হাত উপরে রেখে বিয়ে করেছিলে সেই সময় তো সে আজ দাবাতে যায় তো তোমার শান্ত থাকা উচিত। যার নির্বলতা আছে সে বিরক্ত হয়ে যায়।

আবার একজন হাকিমের ছেলে এসেছিল ঔরঙ্গাবাদে। সে শুনেছিল যে দাদার কাছে কিছু অধ্যাত্ম জ্ঞান জানার যোগ্য। সেইজন্য সেই ছেলেটা আসে, পঁচ্চিশ বছরের ছিল। তখন আমি সৎসঙ্গের সমস্ত কথা ওকে বলি এই জগতের। কারণ এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভাল, আপনার শোনার মত। এখন পর্যন্ত চলছে তো সময়ের অনুসারে লেখা হয়েছে। যেমন সময় ছিল, তেমন বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ জমানা যেমন-যেমন বদলাতে থাকে, তেমন বর্ণন বদলাতে থাকে। আর পয়গম্বর সাহেব মানে কি ? খোদার সংবাদ এখানে এনে সবাই কে পৌঁছায় তাঁহার নাম পয়গম্বর সাহেব।

আমি তো ঠাট্টা করি ওর সাথে, আমি জিজ্ঞাসা করি 'আরে, বিয়ে-টিয়ে করেছ কি এমনি ই ঘুরে বেড়াচ্ছ ?' 'বিয়ে করেছি' বলে। আমি বলি, 'কখন করেছিস ? আমাকে বলিস নি তুই ?' 'দাদাজী আমার আপনার সাথে পরিচয় ছিল না অন্যথা বলতাম সেই দিন, বিয়ে হয়েছে ছয় মাস ই হয়েছে এখন।' আমি মজা করি একটু, 'নমাজ কত বার পড় ?' 'সাহেব পাঁচ পাঁচ বার' বলে। আরে, তোমার রাত্রে কিভাবে নমাজ পড়া অনুকূল হয় তিনটের সময় ? 'করতেই হয়, তাতে চলবেই না। তিনটের সময় উঠে আদা করি। ছোট বয়েস থেকেই করি আসছি। আমার বাবা হাকিম সাহেব ও করতেন।' আবার আমি জিজ্ঞাসা করি, 'এখন তো বৌ এসেছে, এখন সে কিভাবে করতে দেবে, তিনটের সময় ?' বৌ ও আমাকে বলেছে, 'তুমি নমাজ আদা করে নেবে।' তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, 'বৌয়ের সাথে ঝগড়া হয় না ?' 'এ কি বলছেন ? এ কি বলছেন ?' আমি বলি, 'কেন ?' 'ওহোহো বৌ তো মুখের পান ! ও আমাকে বকে তো চালিয়ে নেব, সাহেব। বৌ এর জন্য তো বেঁচে আছি, বৌ আমাকে অনেক সুখ দেয়। অনেক ভাল-ভাল খাবার বানিয়ে খাওয়ায়। ওকে কি করে দুঃখ দেওয়া যায় ?' এখন এতটুকু বোঝে তাতেই অনেক ভাল। বৌ এর উপরে জোর করতে হয় না। আমাদের বুঝতে হবে কি না ? বউয়ের কোন দোষ আছে ?

'মুখের পান' বকা দেয়, তবু ও কোন অসুবিধা নেই। অন্য কেউ বকা দেয় তো দেখে নেব। দ্যাখ তখন এদের কত দাম ?

(৬) অন্যের ভুল ধরার অভ্যাস

প্রশ্নকর্তা : ভুল বের করি তখন খারাপ লাগে ওর আর না বের করি তখন ও খারাপ লাগে।

দাদাশ্রী : না, না, না, খারাপ লাগে না। আপনি ভুল না ধরেন তখন সে বলবে, 'কঢ়ী নোনতা ছিল, তবু ও বলেন নি !' তখন বলবেন, 'তুমি জানতে পারবেই তো, আমি কেন বলব ? কিন্তু এ তো কঢ়ী নোনতা হয় তো মুখ খারাপ কর, কঢ়ী খুব নোনতা হয়েছে ! আরে ! কি ধরণের লোক তুমি? একে স্বামী রূপে কিভাবে রাখা যায় ? এমন স্বামীকে বাইর বের করে দেওয়া উচিত। এমন দুর্বল স্বামী ! আরে, কি বৌ বোঝে না যা তুই ওকে বলিস ! মাথা খারাপ করিস ? ফের ওর অন্তরে চোট লাগবে কি না ? মনে বলবে, 'কি আমি এটা বুঝি না ? এ তো আমাকে তীর বিদ্ধ করছে। আরে, এ প্রত্যেক দিন আমার ভুল ই বের করতে থাকে।' তো লোকে জেনে-শুনে এমন ভুল বের করতে থাকে। তাতে এই সংসার বেশী বিগড়ে যাচ্ছে। আপনার কি মনে হয় ? অর্থাৎ আমরা একটু চিন্তা করি তো কি অসুবিধা ?

প্রশ্নকর্তা : এমন ভুল বের করি তো ফের ওর আবার ভুল তো হবে না?

দাদাশ্রী : অহোহো ! অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্য ! হাঁ, তখন ভুল বের করতে বাধা নেই, আমি আপনাকে কি বলছি, ভুল বের করুন কিন্তু সে এটাকে উপকার মনে করে তখন ভুল বের করবেন। সে বলে যে, 'ভাল হয়েছে আপনি আমার ভুলটা বলেছেন। আমার তো জানাই ছিল না।' আপনি উপকার মানেন ? বোন, আপনি এনার উপকার মানেন ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : তাহলে ফের তার ফায়দা ই কি হল ? যে ভুল সে জানে, সেসব বলার কি অর্থ ? তাকে স্ত্রী হতভাগা বলে, যে 'হতভাগা' যখন দ্যাখ তখন বলতেই থাকে।' যে ভুলকে সে জানে, সেই ভুল আমরা বের করা উচিত না। অন্য যা কিছু ই হয়েছে, কঢ়ী নোনতা হয়েছে বা তরকারি খারাপ হয়ে গেছে, যখন সে খাবে তখন

সে জানতে পারবে কি না ? সেইজন্য আমাদের বলার প্রয়োজন নেই ! কিন্তু যে ভুল ওর জানা নেই, সেসব আমরা বলি তো সে উপকার মানবে। বাকী, যা সে জানে, সেই ভুল দেখানো তো পাপ। আমাদের ইন্ডিয়ান লোকেরা ই বের করে।

আমি তো শান্তাক্রূজে তৃতীয় তলায় ঘরে বসে আছি তো চা আসে। তখন এক দিন চিনি দিতে ভুলে যায়, তো খেয়ে নিই আর সে ও দাদার নামে। ভিতরে দাদাকে বলি যে, 'চা-এ চিনি দাও সাহেব !' তখন দাদা দিয়ে দিতেন ! অর্থাৎ বিনা চিনির চা আসে তখন ও খেয়ে নিই ব্যাস। আমার তো কোন অসুবিধা ই নেই না ! আর ফের সে দৌড়ে চিনি নিয়ে আসে। আমি বলি, 'ভাই, চিনি কেন এনেছ ? এই চা-এর কাপ-প্লেট নিয়ে যাও !' তখন বলে, 'চা ফিকে ছিল তবুও আপনি চিনি চান নি !' আমি বলি, 'আমি কেন বলব ? আপনি বুঝতে পারবেন, এমন কথা।'

এক ভাই কে জিজ্ঞাসা করি, ঘরে কখনো বৌ এর ভুল বের করেছ ?' তখন বলে, 'ও হয় ই ভুলো মনের, সেইজন্য ভুল ধরতেই হয় তো !' আমি বলি, 'আক্কেলের ঠিকাদার এসেছে ! বেচতে যাও তো চার আনা ও হাতে আসবে না আর মেনে বসে আছে যে আমার বৌ ভুলো মনের, দ্যাখ !'

প্রশ্নকর্তা : অনেকে নিজের ভুল বোঝে, তবু ও শুধরায় না, তো ?

দাদাশ্রী : এমন বললে শুধরাবে না। বললে তো বরং উল্টা চলে। ও তো কোন সময় যখন ভাবতে থাকে, তখন আপনি বলবেন যে এই ভুল কিভাবে শুধরাবে? মুখো-মুখি কথা বলবেন, এমনি বন্ধুর মত। ওয়াইফের সাথে ফ্রেন্ডশিপ রাখতে হবে। রাখতে হবে না ? অন্যের সাথে ফ্রেন্ডশিপ রাখেন। ফ্রেন্ডের সাথে ক্লেশ করতে থাকেন রোজ-রোজ ? তাদের ভুল ডাইরেক্ট দেখাতে থাকেন ? না ! কারণ ফ্রেন্ডশিপ বাঁচাতে হবে। আর এ তো বিয়ে করেছন, কোথায় যাবে ? এমন আমাদের শোভা দেয় না। জীবন এমন বানাবেন যে বাগান যেমন। ঘরে মতভেদ না হয়, কিছু না হয়, ঘর বাগান যেমন লাগে। ঘরে কারো একটু ও হস্তক্ষেপ হতে দেবেন না। ছোট বাচ্চার ও ভুল, যদি সে জানে তো দেখাতে হয় না। না জানে সেই ভুল দেখাতে পারেন।

ও তো ব্যর্থ পাগলমি ছিল, স্বামীগিরি দেখানোর। অর্থাৎ স্বামীগিরি দেখাতে হয় না। স্বামীগিরি তো তাকে বলা হবে যে যখন সামনের জন প্রতিবাদ না করে, তখন বুঝবে যে স্বামীগিরি আছে। এ তো তক্ষুনি প্রতিবাদ করে।

ঘরে স্ত্রীর সাথে তো যে কেউ কিচ্-কিচ্ করে, এ বীরের লক্ষণ নয়। বীর তো কাকে বলে, যে স্ত্রী কে অথবা সন্তান কে, কাউকে কষ্ট দেয় না। বাচ্চা একটু উল্টা বলে, কিন্তু মা-বাবা বিগড়াবে না, তখন সঠিক বলা হবে। বাচ্চাকে তো বালক বলা হয়। আপনার কি মনে হয় ? ন্যায় কি বলে ?

কি কাজের জন্য আপনাকে বাধা দিতে হবে যে যার সেই বোধ নেই। ও আমরা তাকে বোঝাতে হয়। ওর নিজের বোধ আছে, ওকে আমরা বলি তখন ওর ইগোইজমে চোট পৌঁছাবে। আর ফের সে সুযোগ খোঁজে যে আমার হাতে আসতে দাও এক দিন। সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। তো ফের এমন করার কি প্রয়োজন ? অর্থাৎ সে যে কথা বুঝতে পারে, এমন হয়, তার জন্য আপনি বাধা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

বেশি তেতো হয় তো আপনাকে একেলা খেয়ে ফেলতে হবে, কিন্তু স্ত্রী কে কেন খেতে দেবে ? কারণ কি আফটার অল আপনি মহাদেব আছেন। আপনি মহাদেব না ? পুরুষ মহাদেবের সমান হয়। বেশি তেতো হলে বলবে, 'তুমি শুইয়ে পড়, আমি খেয়ে নেব !' স্ত্রী কি সংসারে সহয়োগ দেয় না বেচারি ? তাহলে তার সাথে দখল কেমন ? ওর কোন দুঃখ হয়ে যায়, তখন আপনার পশ্চাতাপ করা উচিত একান্তে, যে আর দুঃখ দেব না। আমার ভুল হয়ে গেছে এটা।

ঘরে কি ধরনের দুঃখ হয় ? কি ভাবে ঝগড়া হয় ? কি ভাবে মতভেদ হয় ? এই সব দুজনে লিখে আনবেন, তো এক ঘন্টাতে সব কিছুর সমাধান করে দেব। মতভেদ বোধের ঘাটতির জন্য ই হয়। অন্য কোন কারণ নেই।

নিজের ঘরের কথা ঘরেই থাকে, এমন ফ্যামিলির মত জীবন কাটানো উচিত। এইটুকু পরিবর্তন আনেন তো খুব ভাল। ক্লেশ তো হওয়া ই উচিত না। আপনার যত ডলার আসে, তাতেই জীবন নির্বাহ করে নেবেন। আর বোন আপনি পয়সার সুবিধা না হয়, তখন শাড়ির জন্য তাড়াহুড়ো করা উচিত না। আপনি ও ভাবতে হবে যে স্বামীকে অসুবিধায়, মুস্কিলে ফেলা উচিত না। বেশি থাকলে খরচ করবেন।

(৭) গাড়ির গরম মুড

এ তো রাত্রে কখনো স্বামীর ঘরে ফিরতে দেরি হয়ে যায়, কোন সংযোগবশতঃ, 'হেঁ... এত দেরি করে আসতে হয় ?' তো কি সে জানে না যে দেরি হয়ে গেছে ? তার

ভিতরে ও খারাপ লাগে, যে অনেক দেরি হয়ে গেছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাতে ফের ওয়াইফ এমন বলে যে 'এত দেরি করে কেউ আসে কি ?' বেচারা ! এমন মিনিংলেস কথা বলা উচিত ? আপনি বুঝতে পারেন ? অর্থাৎ যখন সে ঘরে দেরি করে ফেরে, সেই দিন আপনাকে দেখে নিতে হবে যে মুড কেমন আছে ! সেইজন্য ফের তক্ষুনি বলবেন যে চা-টা খাও, ফের খাবার জন্য বস। ফের ভাল মুডে এসে যাবে। মুড উল্টা হয় তো আপনি ওকে চা-টা খাইয়ে খুশী করবেন। যেমন পুলিশওয়ালা এসেছে, আমাদের মুড না হয়, তবুও চা-জলখাবার খাওয়াই কি না ? এ তো নিজের, ওকে খুশী করা উচিত না ? নিজের ই সেইজন্য খুশী করতে হবে ! অনেকে আপনারা জানেন হয়তো, যে কখনো গাড়ি মুডে থাকে না এমন হয় তো ? গরম হয়ে যায়। তখন তাকে লাঠী মারতে থাক তো ? তাকে মুডে আনার জন্য ঠান্ডা করতে হয় একটু, রেডিয়েটর ঘোরাবে, পাঙ্খা চালাবে। করে না ?

প্রশ্নকর্তা (স্ত্রী) : ব্রান্ডী খাওয়া কিভাবে বন্ধ করাবো ?

দাদাশ্রী : ঘরে তোমার ভালবাসা দেখবে তো সব ছেড়ে দেবে। ভালবাসার জন্য সব জিনিস ছাড়তে তৈয়ার হবে। এখানে ভালাবাসা দেখে না সেইজন্য মদ কে প্রেম করে, অন্য কাউকে ভালবাসে। অন্যথা মাঝে ঘুরতে থাকে। 'আরে, এখানে তোর বাপ কি পুঁতে রেখেছে, ঘরে যা না !' তখন বলে, 'ঘরে তো আমার ভাল ই লাগে না।'

(৮) শুধরানো না শুধরে যাওয়া ?

অর্থাৎ এই সম্বন্ধ রিলেটিভ। অনেক লোক কি করে যে বৌ কে শুধরানোর জন্য এত জিদে এসে যায় যে ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়ে যায় সেখান পর্যন্ত জিদ ধরে রাখে। সে কি ভাবে যে একে আমার শুধরানো উচিত। আরে ! তুই শুধরে যা না ! তুই শুধরে যা একবার। আর এ তো রিয়েল না, রিলেটিভ। আলাদা হয়ে যাবে। সেইজন্য আমরা মিছামিছি নাটক করে ও ওর গাড়ি রাস্তায় তুলে দিতে হবে। এখান থেকে রাস্তায় চড়ে যায় তো স্টেশন পৌঁছে যাবে, ঝট-পট। আর্থাৎ এ রিলেটিভ আর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরাকরণ করে নেবে।

প্রশ্নকর্তা : প্রকৃতি শুধরায় না, কিন্তু ব্যবহার তো শুধরানো চাই কি না ?

দাদাশ্রী : ব্যবহার তো লোকে জানেই না। যদি কখনো ব্যবহার জানতো, আরে ! আধা ঘন্টা ও ব্যবহার করতে পারে তাহলে ও অনেক হয়ে যাবে ! ব্যবহার তো বোঝেই নি। ব্যবহার মানে কি ? উপর-উপর থেকে। ব্যবহার মানে সত্য নয়। এ তো ব্যবহারকেই সত্য মেনে নিয়েছে। ব্যবহারে সত্য অর্থাৎ রিলেটিভ সত্য। সেইজন্য এখানের নোট আসল হয় অথবা জালি হয়, দুই ই 'ওখানে' (মোক্ষের) স্টেশনে কাজে লাগবে না। সেইজন্য একে ছাড় আর 'নিজের' কাজ করিয়ে নাও ! ব্যবহার মানে যা নিয়েছিলে, ওসব ফিরিয়ে দেওয়া। যদি কেউ বলে যে 'ভাই তোর আক্কেল নেই' তো জানবে যে এ তো দেওয়াটাই ফিরে এসেছে। এ যদি বুঝে নাও তো তাকেই ব্যবহার বলা হবে। আজকাল ব্যবহার কারো মধ্যে নেই ই। যার ব্যবহার ব্যবহার আছে, তার নিশ্চয় নিশ্চয় আছে।

কেউ বলবে যে, 'ভাই, ওকে সোজা কর।' আরে ! ওকে সোজা করতে যাবি তো তুই বাঁকা হয়ে যাবি। সেইজন্য ওয়াইফকে সোজা করতে যাবে না, যেমন আছে তেমন ওকে 'করেক্ট' বলবে। আমাদের তার সাথে চিরকালের দেওয়া-নেওয়া হয় তো আলাদা কথা, এ তো এক জন্মের পর কোথাকার কোথায় ছড়িয়ে যাবে। দুজনের মরণকাল ভিন্ন, দুজনের কর্ম ভিন্ন ! কিছু নেওয়ার ও নেই আর দেওয়ার ও নেই ! এখান থেকে সে কার কাছে যাবে কে জানে ? আমরা সোজা করব আর পরের জন্মে যাবে অন্য কারো ভাগে !

যে নিজে সোজা হয়ে গেছে, সে ই অন্যদের শুধরাতে পারে। প্রকৃতি বকা-বকি করে শুধরায় না, না ই বশে আসে। বকা-বকি থেকে তো সংসার দাড়িয়েছে। বকা-ঝকা থেকে তো ওর প্রকৃতি আরো অধিক বিগড়াবে।

সামনের জনকে শুধরানোর জন্য যদি আপনি দয়ালু হন তো বকবেন না। ওকে শুধরানোর জন্য তো ওর সমতুল্য ও পেয়েই যাবে।

যে আমাদের রক্ষণে আছে, তার ভক্ষণ কিভাবে করতে পার ? যে তোমার আশ্রয়ে এসেছে তার রক্ষণ করা, সেটাই মুখ্য ধ্যেয় হওয়া উচিত। সে পাপ করে, তবু ও তার রক্ষণ করা উচিত। এই বিদেশী সৈন্য এখানে কখনো কয়েদী হয়, তবুও আমাদের সৈন্য ওদের কিভাবে রক্ষা করে ! তাহলে এ তো নিজের ঘরের লোক কি না ? এ তো বাইরের লোকের কাছে ম্যাঁও হয়ে যায়, সেখানে ঝগড়া করে না আর ঘরেই সব কিছু করে।

(৯) কমনসেন্স থেকে 'এড্‌জাস্ট এভরিহোয়্যার'

কারো সাথে মতভেদ হওয়া আর দেওয়ালের সাথে ধাক্কা খাওয়া দুটোই সমান, সেই দুটোতে কোন ফারাক নেই। দেওয়ালে ধাক্কা খায়, ও না দেখার জন্য ধাক্কা খায় আর যে মতভেদ হয় সেই মতভেদ ও না দেখার জন্য হয়। সামনের ওর দৃষ্টিতে আসে না, সামনের ওকে সল্যুশন মেলে না, সেইজন্য মতভেদ হয়। এই ক্রোধ হয়, সে ও না দেখার জন্য হয়। এই ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ ইত্যাদি করে, ও সব ও না দেখার জন্যই করে। তো কথাটা এই ভাবে বুঝতে হবে তো! যাকে লাগলো তার দোষ, দেওয়ালের কোন দোষ হয় কি ? এখন এই জগতে সবাই দেওয়াল ই। দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে আমরা তার সাথে তর্ক করতে যাই না তো ? যে আমার টা ঠিক এমন ঝগড়া করার জন্য ঝঞ্ঝাট করি না তো ?

যেখানে ধাক্কা লাগে, বুঝে নেবে ও সব দেওয়াল ই। ফের দরওয়াজা কোথায় আছে ও খুঁজতে চাই তো অন্ধকারে ও দরওয়াজা পেয়ে যাবে। এভাবে হাত দিয়ে হাতড়িয়ে-হাতড়িয়ে যাবে তো দরওয়াজা পেয়ে যাবে কি পাবে না ? আর সেখান দিয়ে ফের বেরিয়ে যাবে। ধাক্কা খাবে না, এমন নিয়মের পালন করা উচিত যে, 'কারো সাথে ধাক্কা খাব না।'

(১০) দুটো ডিপার্টমেন্ট আলাদা

পুরুষ কে স্ত্রীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত না আর স্ত্রী কে পুরুষের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত না। প্রত্যেক কে নিজের-নিজের 'ডিপার্টমেন্ট' এ ই থাকা উচিত।

প্রশ্নকর্তা : স্ত্রীর ডিপার্টমেন্ট কোন টা ? কোথায়-কোথায় পুরুষকে হস্তক্ষেপ করা উচিত না ?

দাদাশ্রী : এই যে, খাবার কি বানাবে, ঘর কিভাবে চালাবে, এই সব স্ত্রীদের ডিপার্টমেন্ট। গম কোথা থেকে আনে, কোথা থেকে আনবে না এই সব আমাদের জানার কি প্রয়োজন ? সে যদি আপনাকে বলে যে গম আনতে অসুবিধা হচ্ছে তো আলাদা কথা। কিন্তু সে আপনাকে বলে না, রেশন দেখায় না, তো আমরা ওর ডিপার্ট্‌মেন্ট' হাত দেওয়ার প্রয়োজন ই কি ? 'আজ পায়েস বানাবে, আজ জিলিপি

'বানাবে', এমন বলার কি প্রয়োজন ? সময় আসবে তখন ওসব থাকবে। ওর 'ডিপার্ট্মেন্ট' সে ওর স্বতন্ত্র ! কখনো খুব ইচ্ছা হয়ে যায় তো বলবে, 'আজ নাড়ু বানাবে।' বলার জন্য মানা করি না, কিন্তু বিনা কারণে অন্য এদিক ওদিক চেঁচা-মেচি কর যে 'কঁঢ়ী নোনতা হয়ে গেছে, নোনতা হয়ে গেছে' এই সব অবুঝতার কথা।

বুদ্ধিমান পুরুষ তো বাড়ির বিষয়ে হাত ই দেয় না, তাকে পুরুষ বলে ! অন্যথা স্ত্রীর মত হয়। কিছু লোক তো ঘরে গিয়ে মসলার ডাব্বা দেখে যে, 'এটা দুই মাস আগে এনেছিলাম তো এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে।' আরে ! এভাবে দেখলে কি করে পার আসবে। ও তো যার 'ডিপার্টমেন্ট', কি তার চিন্তা হবে না ? কারণ জিনিস তো ব্যবহার হতেই থাকে আর নতুন আনা ও হয়। কিন্তু এ বিনা কথায় বেশি বুদ্ধিমান হতে যায় !

ওর রান্নার ডিপার্ট্মেন্টে হাত না দেওয়া উচিত।

আমাদের ও ত্রিশ বছর পর্যন্ত একটু হয়রানি হয়েছিল। ফের বেছে-বেছে সব ছুড়ে ফেলে দিয়েছি আর ডিভিজন করে দিয়েছি যে রান্নার খাতা আপনার আর কামাই খাতা আমার, কামাতে হবে আমাকে। আপনার খাতায় আমি হাত দেব না। আমার খাতায় আপনি হাত দেবেন না। শাক-সবজি আপনাকে আনতে হবে।

কিন্তু আমাদের ঘরের প্রথা আপনি দেখেছেন তো খুব সুন্দর লাগবে। যখন পর্যন্ত হীরাবার শরীর ঠিক ছিল, তখন পর্যন্ত, পাড়ার মোড়ে শাক-সবজির হাট ছিল, সেখানে নিজেই সবজি আনতে যেত। তখন আমি বসে থাকি তো হীরাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করত, 'কি সবজি আনব ?' তখন আমি ওনাকে বলতাম, 'আপনার যা ঠিক মনে হয় তা।' তখন সে নিয়ে আসতো। কিন্তু এমন ই রোজ চলতে থাকে তো কি হয় ? সে ফের জিজ্ঞাসা করা বন্ধ রাখে। আরে, আমি তাকে কি বলতাম, আপনার ঠিক মনে হয় সে। তো পাঁচ-সাত দিন জিজ্ঞাসা করা বন্ধ করে দেয়। ফের একদিন আমি বলি যে 'করলা কেন আনলে ?' তখন সে বলে, 'আমি যখন জিজ্ঞাসা করি তখন বলেন, আপনার যা ঠিক মনে হয় তা আনবে আর আজ ভুল বের করছেন?' তখন আমি বলি, "না, আমাদের এমন প্রথা রাখতে হবে। আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'কি সবজি আনবো ?' তখন আমি বলবো, 'আপনার যা ঠিক মনে হয় ও।' এই আমাদের প্রথা জারি রাখবে।" তো উনি অন্ত পর্যন্ত জারি রেখেছিলেন। এতে দেখা দের ও শোভনীয় লাগে যে বাহ ! এই ঘরের রীতি কি বলব!

অর্থাৎ আমাদের ব্যবহার বাইরে ভাল দেখাতে হয়। একপক্ষীয় না হয় যেন। মহাবীর ভগবান এমন দৃঢ় ছিলেন ! ব্যবহার আর নিশ্চয় দুটোই আলাদা, এক পক্ষীয় না। লোকে দেখে কি না ব্যবহার কে ? লোকে ও তো রোজ দেখে কি না ! 'রোজ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে।' আমি বলি, 'হ্যাঁ, রোজ জিজ্ঞাসা করে।' 'তো ক্লান্ত হয়ে যায় না ?' বলে। আমি বলি, 'আরে, কেন ক্লান্ত হবে ভাই ? কি সিঁড়ি ভাঙ্গতে হবে না পাহাড়ে উঠতে হবে ?' দুজনের ব্যবহার লোকে দেখে এমন করবে।

প্রশ্নকর্তা : স্ত্রী কে পুরুষের কোন কথায় হাত না দেওয়া উচিত ?

দাদাশ্রী : পুরুষের কোন কথাতেই দখল না করা উচিত। 'দোকানে কত মাল এসেছে ? কত গেছে ? আজ দেরি করে কেন আসলে ?' ফের তাকে বলতে হয় যে 'আজ নয়টার গাড়ি ধরতে পারি নি।' তখন বৌ বলে যে, 'এমন কি ঘুরে-বেড়াও যে গাড়ি ছেড়ে দেয় ?' ফের সে বিরক্ত হয়ে যায়। ওর ও মনে হয় যে যদি ভগবান ও এমন জিজ্ঞাসা করত, তো তাকে ও মারতাম। কিন্তু এখানে কি করবে এখন ? বিনা কারণে দখল করে। ভাল বাসমতী চাল বানায় আর ফের ওতে কঙ্কর মিশিয়ে খায় ! ওতে স্বাদ আসবে ? স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর কে 'হেল্প' করা উচিত। স্বামীর চিন্তা-উদ্বেগ থাকে তো স্ত্রী কে এভাবে বলতে হবে যেন তার কোন উদ্বেগ না হয়, আর স্বামী কে ও, বৌ এর হয়রানি না হয়, এমন ধ্যান রাখতে হবে। স্বামী কে ও বুঝতে হবে যে স্ত্রী কে ঘরে বাচ্চারা কত বিরক্ত করে হয়তো ? ঘরে কিছু ভেঙ্গে-চুড়ে যায় তো পুরুষ কে হই হল্লা না করা উচিত। কিন্তু সে ও তো চিৎকার করে যে 'গত বার ভাল-ভাল কাপ-প্লেট এনেছিলাম, এই সব আপনি কেন ভেঙ্গে ফেললেন ? সব শেষ করে দিলেন।' এতে বৌ এর মনে হয় যে 'আমি ভেঙ্গে ফেলেছি ? আমি কি ওসব খেতাম? ভেঙ্গে গেছে তো ভেঙ্গে গেছে, তাতে আমি কি করব ?' 'আমি কি করব?' বলবে। তখন সেখানে ঝগড়া। যেখানে কিছু নেওয়ার ও নেই, কিছু দেওয়ার ও নেই। যেখানে ঝগড়া করার কোন কারণ ই নেই সেখানে ও ঝগড়া শুরু করে !

ডিভিজন তো আমি প্রথম থেকেই, ছোট ছিলাম তখন থেকেই করে দিয়েছিলাম যে, এই রান্নার খাতা ওর আর ব্যবসার খাতা আমার। ছেলেবেলায় কেউ আমার কাছে ব্যবসার হিসাব চায়, ঘরের স্ত্রী হয় তো আমার মাথা ঘুরে যায়। কারণ তোমার লাইন নয়। তুমি উইদাউট এনি কনেকশন জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছ ? কনেকশন (সম্পর্ক) সহিত হতে হবে। সে জিজ্ঞাসা করে 'এই বছর কত

কামিয়েছেন ?' আমি বলতাম, 'এমন তোমার জিজ্ঞাসা করা উচিত না। এ তো আমার পার্সনেল মেটার। তুমি এমন জিজ্ঞাসা কর তো কাল সকালে যদি আমি কাউকে পাঁচশো টাকা দিয়ে আসি, তো তুমি আমার তেল বের করে দেবে।' কাউকে টাকা দিয়ে আসি তো বলবে, 'এমনি লোককে টাকা বিতরণ করতে থাকেন তো টাকা শেষ হয়ে যাবে।' এমনি তুমি আমার তেল বের করে দেবে, সেইজন্য পার্সনেল ম্যাটারে তুমি হস্তক্ষেপ করবে না।

(১১) শঙ্কা জ্বালায় সোনার লঙ্কা

ঘরে বেশিরভাগ ঝগড়া আজকাল শঙ্কার জন্য খাড়া হয়ে যায় । এ এমন যে শঙ্কার জন্য স্পন্দন ওঠে আর এই স্পন্দন থেকে অগ্নিশিখা বের হয়। আর নিঃশঙ্ক হয়ে যায়, তো অগ্নিশিখা নিজে নিজেই শান্ত হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শঙ্কাশীল হয়, তো অগ্নিশিখা কিভাবে শান্ত হবে ? একজন নিঃশঙ্ক হয় তো মুক্ত হতে পারবে। মা-বাবার বিবাদ থেকে সন্তানের সংস্কার বিগড়ে যায়। সন্তানের সংস্কার না বিগড়ায়, তার জন্য দুজনকেই বুঝে-শুনে সমাধান বের করতে হবে। এই শঙ্কা বের করবে কে ? আমার এই 'জ্ঞান' তো সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক বানায় এমন !

এক স্বামীর নিজের ওয়াইফের উপরে শঙ্কা হয়। ও বন্ধ হবে ? না। ও লাইফ টাইম শঙ্কা বলা হয়। কাজ হয়ে গেলে, পুণ্যশালী (!) পুণ্যশালী মানুষ হয় তো ! এই ভাবে ওয়াইফের ও স্বামীর উপরে শঙ্কা হয়ে যায়, সে ও লাইফ টাইম যায় না।

প্রশ্নকর্তা : না করতে চায় তবু ও হয়ে যায়, ও কি ?

দাদাশ্রী : আনুরক্তি, মালিকি ভাব। আমার স্বামী ! স্বামী যদিও হয়, স্বামী হতে অসুবিধা নেই। 'আমার' বলতে বাধা নেই, মমতা রাখতে হয় না। আমি বলি, 'আমার স্বামী' এমন বলবে, কিন্তু মমতা রাখবে না।

এই জগতে দুটো জিনিস রাখা উচিত। উপর-উপর বিশ্বাস খোঁজা আর উপর-উপর থেকে শঙ্কা করা। গভীরে যাবে না। আর অন্তে তো, বিশ্বাস খোঁজা জন মেড হয়ে যায়, লোকে মেন্টেল হস্পিটেলে পাঠিয়ে দেবে। এই বৌ কে একদিন বলে, 'এর কি প্রমাণ আছে যে তুই শুদ্ধ ? তখন ওয়াইফ কি বলবে, 'জংলী লোক।'

এই মেয়েরা বাইরে যায়, পড়তে যায় তখন ও এমন শঙ্কা ! 'ওয়াইফ'এর উপরে ও শঙ্কা ! এমন সব ছলনা, ঘরে ও ছলনা ই হয় কি না, এই সময় ! এই কলিযুগে নিজের ঘরেই ছলনা হয় । কলিযুগ অর্থাৎ ছলনার কাল । কপট আর ছলনা, কপট আর ছলনা, কপট আর ছলনা ! কি এ সুখের জন্য করে ? সে ও না বুঝে, মূর্ছাতে ! নির্মল বুদ্ধিওয়ালাদের এখানে কপট আর ছলনা হয় না । এ তো এখন 'ফুলিস' (মূর্খ) মানুয়ের এখানে ছলনা আর কপট হয় । কলিযুগে 'ফুলিশ' ই জমা হয়েছে না !

লোকে বলে, এ অযোগ্য লোক, তাহলেও আপনি ওকে যোগ্য বলবেন । কারণ যদি অযোগ্য না হয় আর ওকে আপনি অযোগ্য বলেন তো গম্ভীর পাপ হবে । সতী হয় তাকে যদি 'বেশ্যা' বলে দাও তো ভয়ঙ্কর পাপ হয় ! তার জন্য কত ই জন্ম পর্যন্ত ভুগতে থাকতে হবে । সেইজন্য কারো ও চরিত্র সম্বন্ধে বলবেন না । কারণ, যদি ও ভুল হয় তো ? লোকে বলাতে আপনি ও বলতে শুরু করেন, তো তাতে আপনার কি মূল্য থাকে ? আমি তো এমন কখনো কারো সম্বন্ধে বলি না, আর কাউকে বলি ও নি । আমি তো দখল ই দিই না ! সেই দায়িত্ব কে নেবে ? কারো চরিত্রের বিষয়ে শঙ্কা করা উচিত না। ওতে গম্ভীর ঝুঁকি আছে । শঙ্কা তো আমি কখনো করি না । আমি কেন ঝুঁকি নেব ?

এক জনের তার ওয়াইফের উপরে শঙ্কা হত । তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে শঙ্কা কি কারণ থেকে হয় ? তুই দেখেছিস, সেইজন্য শঙ্কা হয় ? তুই দেখিস নি, তখন কি এমন হচ্ছিল না ? আমাদের লোকে তো যে ধরা পরে তাকে 'চোর' বলে, যে ধরা পড়েনি সে সব ভিতরে চোর ই হয় । কিন্তু এ তো, যে ধরা পড়েছে তাকে 'চোর' বলে । আরে ! ওকে কেন চোর বলিস ? ও তো ঢিলা ছিল, কম চুরি করেছে সেইজন্য ধরা পড়েছে । অধিক চুরি করা লোকেরা ধরা পড়ে কি ?

অতঃ যার বৌ এর চরিত্রের বিষয়ে শান্তি চাই, তো তাকে একেবারে কালো কুরূপ বৌ আনা উচিত যেন তার কেউ গ্রাহক ই না হয়, কেউ তাকে রাখবেই না । আর সে ই এমন বলবে যে, 'আমার কেউ সামলানোর নেই, এই এক স্বামী পেয়েছি, সে ই সামলায় ।' অতঃ সে আপনার প্রতি সিন্সিয়ের থাকবে, খুব সিন্সিয়ের থাকবে । বাকী, যদি সুন্দর হয় তো লোকে ভোগবেই । সুন্দর হয়, তো লোকের দৃষ্টি বিগড়াবেই! কেউ সুন্দর বৌ আনে তখন আমার এই বিচার আসে যে এর কি দশা হবে ! কালো দাগযুক্ত হয়, তবেই সেফসাইড থাকবে ।

বৌ সুন্দর হয় তখন সে ভগবান কে ভুলে যাবে তো ! আর স্বামী রূপবান হয় তো সেই স্ত্রী ও ভগবান কে ভুলে যাবে ! অর্থাৎ সামান্য রূপে সব ভাল । আমাদের বাপ-দাদারা তো এমন বলতো যে 'ক্ষেত রাখবে সমতল আর স্ত্রী রাখবে কুরূপ ?'

এই লোকেরা তো কেমন যে, যেখানে 'হোটেল' দেখে সেখানে খেয়ে নেয়' অতঃ শঙ্কা করার মত জগত নয় । শঙ্কা ই দুঃখদায়ী ।

আর এই লোকেরা তো, 'ওয়াইফ' একটূ দেরি করে আসে, তখন ও শঙ্কা করতে থাকে । শঙ্কা করার মত নয় । ঋনানুবন্ধের বাইরে কিছু হবার নয় । সে ঘরে আসে তখন ওকে বোঝাবে, কিন্তু শঙ্কা করবে না । শঙ্কা তো বরং বেশি উৎসাহদান করে । হ্যাঁ সাবধান অবশ্য করবে, কিন্তু কোন ধরণের শঙ্কা করবে না । শঙ্কা করাজন মোক্ষ হারিয়ে ফেলে । সেইজন্য আপনি যদি ছাড়াতে চান, মোক্ষে যেতে চান তো আপনি শঙ্কা করবেন না । কোন অন্য লোক আপনার 'ওয়াইফ'এর গলায় হাত দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সেটা আপনি দেখতে পান, তো কি আপনি বিষ খেয়ে নেওয়া উচিত ?

যে কোন কথায় শঙ্কা হতে থাকে তো সেই শঙ্কা রাখবে না । আপনি জাগৃত থাকবেন কিন্তু সামনের জনের উপরে শঙ্কা না রাখবেন না । শঙ্কা আমাদের মেরে ফেলে। ওর তো যা হবার তা হবে, কিন্তু আমাদেরকে তো সেই শঙ্কা ই মেরে ফেলবে। কারণ শঙ্কা তো, মনুষ্য মরে যায়, সেই পর্যন্ত তাকে ছাড়ে না । শঙ্কা করে তো মনুষ্যের ওজন বাড়ে কি ? মনুষ্য মৃতের মত বেঁচে থাকে, তার মত হয়ে যায় ।

(১২) স্বামীগিরির পাপ

প্রশ্নকর্তা : কিছু লোক স্ত্রীর থেকে বিরক্ত হয়ে ঘরের থেকে পালিয়ে যায়, এমন কেন ?

দাদাশ্রী : না, পলাতক কেন হবে ? আমরা ও পরমাত্মা । আপনার পালানোর কি প্রয়োজন ? আপনি তার 'সমভাবে *নিকাল* (নিষ্পত্তি, সমাধান)' করে ফেলা উচিত !

প্রশ্নকর্তা : *নিকাল* করতে হয় তো কিভাবে করবো ? মনে ভাব করবো যে এ পূর্ব জন্ম থেকে এসেছে ?

দাদাশ্রী : ততটুকুতে নিকাল হবে না। নিকাল মানে সামনের জনের সাথে ফোন সংযোগ করতে হবে, ওর আত্মাকে খবর দিতে হবে। সেই আত্মার সামনে এমন কবুল (স্বীকার) করতে হবে যে আমার ভুল হয়েছে অর্থাৎ বড় প্রতিক্রমণ করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : কেউ আমার অপমান করে, তাহলে ও আমাকে তার প্রতিক্রমণ করতে হবে ?

দাদাশ্রী : অপমান করে তখনো প্রতিক্রমণ করতে হবে, আমদের সন্মান দেয় তখন করবে না। প্রতিক্রমণ করলে ওর প্রতি দ্বেষ ভাব তো হবেই না, উপরন্তু ওর উপরে ভাল প্রভাব পড়বে। আমাদের প্রতি দ্বেষ ভাব হবে না ও তো জানবে প্রথম স্টেপ, পরন্তু পরে ওকে খবর ও পৌঁছে যায়।

প্রশ্নকর্তা : তার আত্মাকে পৌঁছায় কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, নিশ্চয় পৌঁছায়। ফের সেই আত্মা তার পুদগল কে ও ধাক্কা দেয় যে 'ভাই ফোন এসেছে তোর।' আমদের এই প্রতিক্রমণ, ও অতিক্রমণের উপরে, ক্রমণের উপরে নয়।

প্রশ্নকর্তা : অনেক প্রতিক্রমণ করতে হবে ?

দাদাশ্রী : যত স্পীডে আমরা ঘর বানাতে চাই, তত রাজমিস্ত্রী আমরা বাড়াতে হবে। এমন কি না, যে বাইরের লোকের প্রতি প্রতিক্রমণ না হয় তো চলবে, কিন্তু নিজের আশে-পাশের যে কাছের ঘরের লোক আছে, তাদের প্রতিক্রমণ অধিক করতে হবে। ঘরের লোকের জন্য মনে ভাব রাখবে যে সাথে জন্মেছি, সাথে থাকি, এরা কখনো এই মোক্ষ মার্গে উপরে আসে।

এক ভাই আমার কাছে এসেছিল। সে আমাকে বলতেন , 'দাদা, আমি বিয়ে তো করেছি, কিন্তু আমার এই বৌ পছন্দ না।' আমি বলি, 'কেন, পছন্দ না হওয়ার কি কারণ ?' তখন বলে, ও একটু খোঁড়া, খুঁড়িয়ে চলে।' 'তাহলে তোর বৌ এর তুই পছন্দ কি না ? ' তো বলে, 'দাদা, আমি তো পছন্দ হব এমন ই কি না ! সুন্দর, শিক্ষিত, উপার্জন করি আর বিকলাঙ্গ নই।' তো ওতে ভুল তোর ই। তোর এমন কি ভুল হয়েছে যে তোকে খোঁড়া মেলে আর ও কত পুণ্য করেছিল যে এত ভাল সে

পেয়েছে ? আরে, এ তো নিজের করা ই আমাদের সামনে আসে, তাতে সামনের জনের কেন দোষ দেখছিস ? যা, তোর ভুল ভুগে নে আর আবার নতুন ভুল করবি না। সেই ভাই বুঝে যায় আর ওর 'লাইফ' ফ্রেকচার হতে হতে আটকে যায়, আর শুধরে যায়।

(১৩) দাদার দৃষ্টিতে চল, স্বামীগণ...

প্রশ্নকর্তা : ওয়াইফ এমন বলে যে আপনার পেরেন্টস কে আমাদের সাথে রাখব না অথবা ডাকবে না, তো কি করব ?

দাদাশ্রী : তখন বুঝিয়ে কাজ করিয়ে নেবে । ডেমোক্রেটিক রীতিতে কাজ করিয়ে নেবে। ওর মা-বাবাকে ডেকে ওদের খুব সেবা করে দেখাবে...

প্রশ্নকর্তা : মা-বাবা বৃদ্ধ, বেশি বয়সের বৃদ্ধ, এক দিকে মা-বাবা আর অন্য দিকে ওয়াইফ, তখন তাদের দুজনের মধ্যে প্রথমে কার কথা শুনব ?

দাদাশ্রী : ওয়াইফের সাথে এমন ভাল সম্বন্ধ করে নেবে যে ওয়াইফ আপনাকে এমন বলবে যে 'আপনার মা-বাবার খেয়াল রাখুন না ! এমন কেন করছেন ?' ওয়াইফের সামনে মা-বাবার জন্য একটু উল্টা বলবে । আমাদের লোকেরা তো কি বলে ? আমার মার মত কারো মা নেই। ওদের জন্য বলবে না। ফের যখন সে উল্টা চলে তখন তুমি বলবে যে মার স্বভাব আজকাল এমন ই হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান মাইন্ডের উল্টা চলার অভ্যাস হয়, ইন্ডিয়ান মাইন্ড কি না !

তুই জানিস কি যে লোকে ওয়াইফকে গুরু বানায়, এমন হয় ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, আমি জানি।

দাদাশ্রী : তাকে গুরু বানানোর মত নয়, অন্যথা মা-বাবা আর সমস্ত আত্মীয় মুস্কিলে পড়ে যাবে। আর গুরু করলে নিজেও বিপদে পড়বে। ওদের ও খেলনার মত নাচতে হবে তো ! কিন্তু আমার কাছে আসা দের এমন হয় না। আমার কাছে সবকিছু অলরাইট ! হিংসক ভাব ই উড়ে যায় কি না ! হিংসা করার বিচার ই আসে না। কিভাবে সুখ দেব এই বিচার আসে।

প্রশ্নকর্তা : এই লেডীজ কাজ করে অনেক ক্লান্ত হয়ে যায়। কাজ বলা হয় তো বাহানা বানায় যে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, মাথা ব্যথা হচ্ছে, কোমর ব্যথা হচ্ছে।

দাদাশ্রী : এমন কি না, তো ওকে সকালে থেকেই বলে দিতে হবে যে 'দ্যাখ, তোমার দ্বারা হবে না, তুমি ক্লান্ত হয়ে গেছ।' তখন তার উৎসাহ এসে যাবে যে 'না তুমি বসে থাক চুপচাপ, আমি করে নেব। অর্থাৎ আপনি কৌশলে কাজ করানো জানতে হবে। আরে ! এই সবজি কাটার ও কৌশল না জান, তো এখানে রক্ত বেরিয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : আমরা যখন গাড়িতে যাই তখন ও আমাকে বলতে থাকে, গাড়ি কোথায় ঘোরাতে হবে, কখন ব্রেক লাগাব এমন গাড়িতে আমাকে বলতে থাকে, মানে হস্তক্ষেপ করতে থাকে গাড়িতে, 'এভাবে চালাও, এভাবে চালাও!'

দাদাশ্রী : তো ওর হাতে দিয়ে দেবে। ওকে সঁপে দেবে গাড়ি। ঝঞ্ঝাট ই নেই। বুদ্ধিমান লোক ! কিচ্-কিচ্ করে, তখন ওকে বলবে, 'আরে, নে, তুই চালা !'

প্রশ্নকর্তা : তখন সে বলবে, 'আমার সাহস নেই।'

দাদাশ্রী : কেন ? তখন বলবে, 'ওতে তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে ? তাহলে কি তোমাকে উপরে ঝুলিয়ে রেখেছি যে হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছ ! এ তো ওকে সঁপে দেবে। ড্রাইভার হলে সে জানতে পারবে হস্তক্ষেপ করলে, এ তো ঘরের লোক সেইজন্য হস্তক্ষেপ করতে থাকে।

প্রশ্নকর্তা : বৌ এর পক্ষ না নিই, তো ঘরে ঝগড়া হবে কি না ?

দাদাশ্রী : বৌ এর পক্ষ ই নেবে। বৌ এর পক্ষ নেবে, কোন অসুবিধা নেই। কারণ বৌ এর পক্ষ নেবে তবেই রাত্রে ঘুমাতে পারবে শান্তিতে অন্যথা শোবে কি করে? ওখানে কাজী হতে যাবে না।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিবেশীর পক্ষ তো না নেওয়া ই উচিত কি না ?

দাদাশ্রী : না, আপনাকে সবসময় ফরিয়াদীর ই উকিল হতে হবে, অভিযোগকারীর হবে না। আমরা যে ঘরে খাই তার... ওকালতি সামনের ঘরের করি, খাই এই ঘরের ! সেইজন্য সামনের জনের ন্যায় দেখবে না সেই সময়। আপনার

ওয়াইফ অন্যায় তে থাকলে ও আপনি ওর মতে চলতে হবে। সেখানে ন্যায় করার মত না যে 'তোমার ই বুদ্ধি নেই সেইজন্য এ... ' কারণ কাল খাবার ওখানেই খেতে হবে, তুই নিজের ই কোম্পানী তে ওকালতি করছিস ! তাতে প্রতিবাদীর উকিল হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : সামনের জনের সমাধান হয়েছে কিভাবে বলা যাবে ? সামনের জনের সমাধান হয়, কিন্তু তাতে তার অহিত হয় তো ?

দাদাশ্রী : ও আপনাকে দেখতে হবে না। সামনের জনের অহিত হয় ও তো তাকেই দেখতে হবে। আপনাকে সামনের জনের হিতাহিত দেখতে হবে কিন্তু আপনি, হিত দেখার, আপনার শক্তি কি আছে ? আপনি নিজের হিত দেখতে পারেন না, তো অন্যের হিত কি দেখতে পারবেন ? সব নিজের-নিজের শক্তি অনুসারে হিত দেখে, ততটা হিত দেখা উচিত। কিন্তু সামনের জনের হিতের জন্য ঝগড়া শুরু হয়, এমন করা উচিত না।

প্রশ্নকর্তা : সামনের জনের সমাধান করার আমরা প্রযত্ন করি, কিন্তু পরিণাম বিপরীত আসবে এমন আমরা জানি, তখন কি করব ?

দাদাশ্রী : পরিণাম যা ই হোক, আমরা তো, 'সামনের জনের সমাধান করতে হবে', এতটা নিশ্চয় রাখবে। 'সমভাবে *নিকাল*' (সমাধান) করার নিশ্চিত কর, ফের *নিকাল* হয় বা না হয়, ও আগের থেকে দেখবে না, আর *নিকাল* হবে ! আজ নয় তো কাল হবে, পরশু হবে। গাড় ঋণানুবন্ধ হয় তো দুই বছর, তিন বছর বা পাঁচ বছরে ও হবে। 'ওয়াইফ' এর সাথে ঋণানুবন্ধ অনেক *চিকনে* (গাড়) হয়, সন্তানের *চিকনে* হয়, মা-বাবার *চিকনে* হয় সেখানে একটু বেশি সময় লাগে। এরা সব আপনার সাথে সাথেই থাকে তো সেইজন্য ওখানে *নিকাল* ধীরে-ধীরে হয়। কিন্তু যদি আপনি নিশ্চিত করেছেন যে কখনো না কখনো 'আমাকে সমভাবে নিকাল করতে হবে', সেইজন্য এক না এক দিন তার *নিকাল* হবেই হবে, তার অন্ত আসবে।

(১৪) 'আমার' এর বন্ধন খুলবে এভাবে

বিবাহের সময় মন্ডপে বসে তো ! মন্ডপে বসে, তখন এভাবে দেখে। হ্যাঁ, এ আমার ওয়াইফ, অর্থাৎ প্রথম বন্ধন জড়ানো শুরু হয়। 'আমার ওয়াইফ, আমার ওয়াইফ, আমার ওয়াইফ', বিয়ে করতে বসে তখন থেকেই বন্ধন জড়াতে থাকে, সে

এখনো পর্যন্ত জড়ানো চলেই আসছে, তো না জানি কত বন্ধন লেগে গেছে হয়তো এখন পর্যন্ত ! এখন কি ভাবে সেই বন্ধন খুলবে ? মমতার বন্ধন লেগেছে !

এখন 'নয় আমার, নয় আমার' এভাবে অজপা জপ করবে। 'এই স্ত্রী আমার নয়, নয় আমার', এতে বন্ধন খুলতে থাকবে। পঞ্চাশ হাজার বার 'আমার-আমার' বলে বন্ধন লাগিয়েছ, তো 'নয় আমার' কে পঞ্চাশ হাজার বার বল তো মুক্ত হয়ে যাবে! এটা কোন ভূত বিনা কাজের ? তো একে কি বলবে ? একজনের স্ত্রীর মৃত্যুর দশ বছর হয়ে গিয়েছিল, তবুও সে তাকে ভুলতে পারে নি আর কাঁদতে থাকে। এ কি ভূত জড়িয়ে গেছে ? আমি ওকে 'নয় আমার,' 'নয় আমার' বলতে বলি। তো সে কি করে ? তিন দিন পর্যন্ত 'নয় আমার,' 'নয় আমার' বলতেই থাকে আর পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। পরে ওর কান্না বন্ধ হয়ে যায় ! এই সব এমন ই বাঁধিয়ে ছিল আর তার থেকেই এই দুর্দশা হয়েছে। অর্থাৎ এই সব কল্পিত। আপনি বুঝতে পারছেন আমার কথা ? এখন এমন সরল রাস্তা কে দেখাবে ?

সারা দিন কাজ করতে-করতে স্বামীর প্রতিক্রমণ করতে থাকবে। এক দিনে ছয় মাসের শত্রুতা মুছে যাবে। আর আধা দিন হয় তো জানবে যে, তিন মাসের সমাপ্ত হয়ে যায়। বিয়ের আগে স্বামীর প্রতি মমতা ছিল ? না। তাহলে মমতা কখন থেকে বেঁধেছে ? বিয়ের সময় মন্ডপে সামনা-সামনি বস, সেইজন্য তুমি নিশ্চয় কর যে 'এ আমার স্বামী এসেছে। একটু মোটা আর কালো।' ফের সে ও নিশ্চয় করে যে 'এ আমার বৌ এসেছে।' তখন থেকে 'আমার-আমার' যে বন্ধন লেগেছে, সেই বন্ধন লাগতেই থাকে। ও পনেরো বছরের ফ্লিম , তাকে 'আমার না, আমার না' করবে, তখন এই বন্ধন খুলবে আর মমতা চলে যাবে। এ তো, বিয়ে হয়েছে তখন থেকেই অভিপ্রায় উৎপন্ন হয়েছে, প্রিজ্যুডিস (পূর্বাগ্রহ) উৎপন্ন হয়েছে যে 'এ এমন, তেমন।' তার আগে কিছু ছিল ? এখন তো আমাদের মনে নিশ্চয় করতে হবে যে 'যে আছে, সে এ ই' আর আমি নিজে পছন্দ করে এনেছি। এখন কি স্বামী বদল করতে পারবে ?

(১৫) পরমাত্ম প্রেমের পরিচয়

এই সংসারে যদি কেউ বলে যে, 'এই স্ত্রীর প্রেম কি প্রেম নয় ? তখন আমি বোঝাই যে যেই প্রেম বাড়ে-কমে ও আসল প্রেম হয় না। আপনি হীরার গয়না এনে

দিন, সেদিন প্রেম খুব বেড়ে যায় আর যদি না আনেন তো প্রেম কমে যায়, একে প্রেম বলা হয় না ।

প্রশ্নকর্তা : আসল প্রেম বাড়ে-কমে না, তো তার স্বরূপ কেমন হয় ?

দাদাশ্রী : ও বাড়ে-কমে না । যখন দেখবে তখন প্রেম যেমন তেমন ই দেখায়। এ তো আপনি কাজ করে দেন, তখন পর্যন্ত তার আপনার প্রতি প্রেম থাকে আর কাজ না করেন তো প্রেম ভেঙ্গে যায়, তাকে প্রেম বলবে কিভাবে ? অর্থাৎ যেখানে স্বার্থ না হয় সেখানে শুদ্ধ প্রেম হয় । স্বার্থ কখন হয় না ? আমার-তোর হয় না, তখন স্বার্থ হয় না । 'জ্ঞান' হয়, তখন আমার-তোর হয় না । 'জ্ঞান'এর বিনা তো আমার-তোর হয় কি না ?

এ তো সব 'রং বিলীফ' । 'আমি চন্দু ভাই' ও রং বিলীফ । ফের ঘরে গেলে আমরা জিজ্ঞাসা করি 'এ কে হয় ? তখন সে বলে 'চিনলে না ? এই মহিলার আমি স্বামী ।' অহোহো... ! বড় স্বামী এসেছে ! যেন স্বামীর স্বামী ই হয় না, এমন কথা বলছে কি না ? স্বামীর স্বামী হয় না ? তখন ফের উপরের স্বামীর স্বামিনী আপনি হলেন আর আপনার স্বামিনী এ হল । এই চক্করে কেন পড়বেন ? স্বামী ই কেন হয়েছেন ? আমার 'কম্পেনিয়ন', বলেন তো কোন বাঁধা আছে ?

প্রশ্নকর্তা : দাদা অনেক 'মডার্ন' ভাষার প্রয়োগ করছেন ।

দাদাশ্রী : তাহলে কি ? টাসল (বিশৃঙ্খল) কম হয়ে যায় তো ! হ্যাঁ, এক রুমে দুই 'কম্পেনিয়ন' থাকে, তখন এক ব্যক্তি চা বানায় আর অন্য ব্যক্তি খায় আর দ্বিতীয়জন এর জন্য তার কাজ করে দেয় । এমন করে 'কম্পেনিয়নশিপ' চলতে থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : 'কম্পেনিয়নশিপ'-এ আসক্তি হয় কি না ?

দাদাশ্রী : তাতে আসক্তি থাকে কিন্তু সেই আসক্তি অগ্নির মত নয় । এ তো শব্দ ই এমন গাঢ় আসক্তির । 'স্বামী এবং স্ত্রী' এই শব্দ তেই এত গাঢ় আসক্তি আছে, আর যদি 'কম্পেনিয়ন' বলে তো আসক্তি কম হয়ে যায় ।

এক জনের ওয়াইফ ২০ বছর পূর্বে মারা গিয়েছিল। তো এক ভাই আমাকে বলে যে, 'এই কাকা কে কাঁদাব ?' আমি বলি, 'কিভাবে কাঁদাবে ? এই বয়সে তো কাঁদবে না।' তখন সে বলে, 'দেখুন, সে কত সেন্সিটিভ !' তখন সে বলে, 'কি কাকা, কাকির কথা বলবেন না, কেমন ওনার স্বভাব ছিল !' সে এমন বলছিল যে কাকা সত্যিকরে কেঁদে ফেলে ! আরে, কেমন এই নিষ্কর্মা ! ষাঠ বছরে ও এখন পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য কেঁদে ফেলে ! এ তো কি ধরণের নিষ্কর্মা ? এই লোকেরা তো ওখানে সিনেমা তে ও কাঁদে কি না ? তাতে কেউ মরে যায় তো দেখা জন ও কাঁদতে থাকে !

প্রশ্নকর্তা : তো সেই আসক্তির নিষ্কৃতি হয় না কেন ?

দাদাশ্রী : ও তো যাবে না। 'আমার-আমার' করে করেছে না, তো এখন 'নয় আমার, নয় আমার' জপ করবে তো তাতে বন্ধ হয়ে যাবে। ও তো যা-যা বন্ধন জড়িয়েছে, সে সব তো ছাড়াতেই হবে কি না ! অর্থাৎ এ তো কেবল আসক্তি। চেতন যেমন জিনিস ই নেই। এ তো সব চাবি ভরা পুতুল।

আর যেখানে আসক্তি হয়, সেখানে আক্ষেপ না এসে থাকে না। ও আসক্তির স্বভাব। আসক্তি হয় তো আক্ষেপ লাগতেই থাকে যে 'তুমি এমন আর তুমি তেমন! তুমি এমন আর তুমি তেমন !' এমন বলে কি না, কি ? আপনার গ্রামে বলে না কি বলে ? এমন যে বলে, ও আসক্তির জন্য।

এই মেয়েরা স্বামী পছন্দ করে, এভাবে দেখে-দেখে পছন্দ করে, পরে কি ঝগড়া করে না ? ঝগড়া করে কি ? তো তাকে প্রেম বলতেই পার না তো ! প্রেম তো সর্বদার জন্য হয়। যখন দেখবে তখন সেই প্রেম, তেমন ই দেখায়, ও প্রেম বলা হয় আর সেখানে আশ্বাসন নিতে পার। এ তো আপনার প্রেম জাগে আর সেই দিন সে রুষ্ট হয়ে বসে থাকে, তখন কি করবে, এ কেমন তোমার প্রেম ! মুখ ফুলিয়ে ঘোরে, এমন প্রেমের কি করবে ? আপনার কেমন লাগে ?

যেখানে খুব প্রেম হয়, সেখানে ও অরুচি হয়, এ মানুষের স্বভাব।

এ তো, সিনেমায় যাওয়ার সময় আসক্তির তন্ময়তায় আর ফেরার সময় 'বেআক্কেল' বলে। তখন সে বলে যে 'তোমার কোথায় ঢঙ্ আছে ? এমন কথা বলতে বলতে বাড়িতে আসে। এ আক্কেল খোঁজে, তখন সে ঢঙ্ দেখে !

আর ভালবাসায় শুধরায়। এই সব শুধরাতে হয় তো ভালবাসায় শুধরায়। এই সবাই কে আমি শুধরাই তো, ও ভালবাসায় শুধরাই। আমি ভালবাসা দিয়ে বলি, সেই জন্য কথা বিগড়ায় না। আর একটু ও দ্বেষে বল তো সেই কথা বিগড়ে যাবে। দুধে দই দাও নি আর এমনি একটু বাতাস লেগে যায়, তো ফের সেই দুধের দই হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : এতে প্রেম আর আসক্তির পার্থক্য একটু বুঝিয়ে দিন।

দাদাশ্রী : যে বিকৃত প্রেম হয়, তার নাম আসক্তি। এই সংসারে আমরা যাকে প্রেম বলি, ও বিকৃত প্রেম বলা হয় আর তাকে আসক্তি ই বলা হবে।

এ তো সুচ আর লৌহচুম্বকে যেমন আসক্তি হয়, তেমন এই আসক্তি। ওতে প্রেম বলে কোন জিনিস ই নেই। প্রেম হয় ই না কোথাও। এ তো সুচ আর লৌহচুম্বকের আকর্ষণ কে নিয়ে আপনার এমন মনে হয় যে আমার প্রেম আছে, সেইজন্য আমি আকর্ষিত হচ্ছি। কিন্তু এ প্রেমের মত জিনিস ই না। প্রেম তো, জ্ঞানীপুরুষের 'প্রেম', ও প্রেম বলা হয়।

এই জগতে শুদ্ধ প্রেম, সে ই পরমাত্মা। তার ব্যতীত অন্য কোন পরমাত্মা জগতে হয় ই নি আর হবে ও না। আর ওখানে অন্তরে শীতলতা হয় আর তখন আন্তরিক কাজ হয়। অন্যথা আন্তরিক কাজ হতে পারে না। দুই ভাবে অন্তরে শীতলতা হয়। অধোগতিতে যাবার হয় তো কোন স্ত্রী তে মন লাগানো আর উর্ধগতিতে যেতে হয় তো জ্ঞানীপুরুষে মন লাগানো। আর সে তো আপনাকে মোক্ষে নিয়ে যাবে। দুই জায়গাতেই মনের প্রয়োজন হবে, তখন আন্তরিকতা প্রাপ্ত হয়।

অর্থাৎ যে প্রেমে ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ কিছুই নেই, স্ত্রী নেই, পুরুষ নেই, যে প্রেম সমান, এক রকম থাকে, এমন শুদ্ধ প্রেম দেখে, তখন মনুষ্যের অন্তরে শীতলতা হয়।

আমি প্রেম স্বরূপ হয়ে গেছি। সেই প্রেমে আপনি মগ্ন হয়ে যান তো জগত ভুলেই যাবেন, জগত পুরা বিস্মৃত হতে থাকবে। প্রেমে মগ্ন হও তো ফের আপনার সংসার ভাল চলবে, আদর্শ রূপে চলবে।

(১৬) বিয়ে করেছ অর্থাৎ 'প্রমিস টু পে'

১৯৪৩ হীরাবার একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়। ডাক্তার কিছু করতে যায়, ওনার ঝামর এর অসুখ ছিল, সে ঝামরের চিকিৎসা করতে যায়, তখন চোখের উপরে প্রভাব হয় আর ওতে লোকসান হয়ে যায়।

সেইজন্য লোকের মনে হয় যে এ 'নতুন বর' তৈয়ার হয়েছে। আবার বিয়ে করাও। কন্যা অনেক ছিল কি না! আর কন্যাদের মা-বাবার ইচ্ছা এমন যে, যে কোন ভাবে, তাকে কুয়াতে ফেলে ও মুক্ত হয়ে যাবে। তখন ভাদরণের এক পাটিদার আসে। ওনার শালার মেয়ে ছিল। সেইজন্য এসেছিল। আমি বলি, 'কি চাই আপনার ?' তখন সে বলে, 'আপনার সাথে এমন হয়েছে ? সেই সময় ১৯৪৪ এ আমার বয়েস ৩৬ বছর ছিল। তখন আমি বলি, 'কেন আপনি এসব জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন ?' তখন সে বলে, 'এক তো হীরাবার চোখ নষ্ট গেছে, দ্বিতীয় এই যে সন্তান ও নেই।' আমি বলি, 'সন্তান নেই, কিন্তু আমার কাছে কোন স্টেট নেই। বরোদা 'স্টেট' নেই যে আমি তাকে দিতে হবে। স্টেট থাকে তো ছেলেকে দেওয়ার জন্য কাজে আসতো। এই এক ঝোপড়ি আছে আর একটু জমি, আর সে ও ফের আমাকে কিষান ই বানাবে কি না! যদি স্টেট (রাজ্য) হত তো ধরুন যে ঠিক ছিল।' ফের আমি ওনাকে বলি যে 'এখন আপনি কিসের জন্য এইসব বলছেন ? আর হীরাবা কে তো আমি প্রমিস করেছি, বিয়ে করেছিলাম তখন। তো ফের এক চোখ চলে গেছে তো কি, অন্যটা চলে যায় তখন ও হাত ধরে চালাব।'

প্রশ্নকর্তা : আমার বিয়ে হওয়ার পরে আমরা দুজন একে-অন্যকে চিনে গেছি আর মনে হয় যে পছন্দ ভুল হয়ে গেছে। কারো স্বভাব কারো সাথে মেলে না। এখন দুজনের মিল কি করে আর কি ভাবে করা যায় যেন সুখী হতে পারি ?

দাদাশ্রী : এ আপনি যা বলছেন, তাতে একটা ও কথা সত্য নয়। প্রথম কথা, বিয়ে হওয়ার পরে দুজনেই একে-অন্যকে চিনতে শুরু করে, কিন্তু নাম মাত্র ও চেনে না। যদি চিনে ফেলে তো এই ঝাঞ্ঝাট ই হবে না। একটু ও চেনেন না।

আমি তো কেবল বুদ্ধির ডিভিজন (বিভাজন) থেকে সমস্ত মতভেদ সমাপ্ত করে ফেলেছিলাম। কিন্তু হীরাবার পরিচয় আমার কখন হয় ? ষাট বছর বয়সে হীরাবা কে চিনতে পারি! ১৫ বছরের ছিলাম তখন বিয়ে করেছি, ৪৫ বছর পর্যন্ত

ওনার নিরীক্ষণ করতে থাকি, তখন গিয়ে আমি ওকে চিনতে পারি যে এমন।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ জ্ঞান হওয়ার পরে চিনতে পারেন ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, জ্ঞান হওয়ার পরে চিনি। অন্যথা চিনতেই পারবে না। মানুষ চিনতেই পারে না। মানুষ নিজে নিজেকেই চিনতে পারে না যে নিজে কেমন ! অর্থাৎ এই কথা যে 'একে-অন্যকে চিনি' এই সব কথায় কিছু সার নেই আর পছন্দ করতে ভুল হয় নি।

প্রশ্নকর্তা : এ বোঝান যে কি ভাবে চিনবো ? স্বামী নিজের স্ত্রী কে ধীরে-ধীরে সূক্ষ্ম রূপে ভালবাসা দিয়ে কি ভাবে চিনবে, ও বুঝিয়ে দিন।

দাদাশ্রী : চিনবে কখন ? এক তো সমানতার সুযোগ দেবে তখন। ওকে স্পেস দিতে হবে। যেমন দাবা খেলতে বসেছ সামনা-সামনি, সেই সময় সমানতার সুযোগ থাকে, তখন খেলার মজা আসে। কিন্তু এ তো সমানতার সুযোগ কি দেবে ? আমি সমানতার সুযোগ দিই।

প্রশ্নকর্তা : কি ভাবে দেন ? প্রেক্টিকেলী কি ভাবে দেন ?

দাদাশ্রী : মন থেকে ওকে আলাদা এমন বুঝতে দিই না। সে উল্টা-সিধা বলে, তবুও, সমান হয় সেই ভাবে, অর্থাৎ প্রেসার দিই না।

অর্থাৎ সামনের জনের প্রকৃতিকে চিনে নিতে হবে যে এই প্রকৃতি এমন আর এমন। ফের অন্য রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে। আমি অন্য ভাবে কাজ নিই কি না লোকের সাথে ? আমার কথা মানে বা না মানে সবাই। মানে। কারণ ও এই জন্য নয় যে কুশলতা ছিল, কিন্তু আমি অন্য ধরনে কাজ করাই।

ঘরে বসা পছন্দ না হয়, তবুও বলবে যে তোমার বিনা আমার ভাল লাগে না। তখন সে ও বলবে যে তোমার বিনা আমার ভাল লাগে না। তখন মোক্ষে যেতে পারবে। দাদা পেয়েছ না, সেইজন্য মোক্ষে যেতে পারবে।

প্রশ্নকর্তা : আপনি হীরাবা কে বলেন ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, হীরাবা কে আমি এখনো বলি তো !

আমি এখন ও, এই বয়েসে ও হীরাবা কে বলি যে আপনাকে ছেড়ে আমি বাইরে যাই তো আমার ভাল লাগে না ।' এখন সে মনে কি ভাবে, 'আমার ভাল লাগে আর ওনার কেন ভাল লাগে না ? এমন বললে তো সংসার কি বিগড়ে যাবে না । এখন তুই ঘি ঢাল না এখান থেকে, না ঢালবি তো নীরসতা এসে যাবে ! ঢাল সুন্দর ভাব ! এই বসে থাকি তো, আমি বলি ! হীরাবা আমাকে বলে, 'আমি ও আপনার মনে আসি ?' আমি বলি,'ভাল মত, সবাইকে মনে পরে তো আপনাকে মনে পরবে না ?' আর বাস্তবে মনে পরেও, মনে পরে না এমন নয় !

আদর্শ আমাদের লাইফ (জীবন) ! হীরাবা ও বলে, 'আপনি তাড়াতাড়ি আসবেন ।'

স্ত্রীর স্বামী হতে পেরেছ এমন কখন বলা যাবে, যে স্ত্রী নিরন্তর পূজ্যতা অনুভব করে ! স্বামী তো কেমন হতে হবে ? কখনো স্ত্রীর আর সন্তান দের কষ্ট না হতে দেয়, এমন হয় । স্ত্রী কেমন হবে ? কখনো স্বামীর কষ্ট না হতে দেয়, তার ধ্যানেই জীবন কাটায় ।

(১৭) স্ত্রীর সাথে সংঘাত !

দুজনে যদিও মাতলামি-হাঙ্গামা করে, লড়াই-ঝগড়া করে কিন্তু একে-অন্যের উপরে মোকদ্দমা দায়ের করে না । আর আমরা যদি মাঝে পড়ি তো ওরা নিজের কাজ করিয়ে নেবে আর ওরা তো আবার এক হয়ে যাবে । অন্যের ঘরে থাকতে চলে যাবে না, একে 'তোতা মস্তী' বলে । আমি তক্ষুনি বুঝে যাই যে এই দুজন তো 'তোতা মস্তী' শুরু করেছে ।

এক ঘন্টা পর্যন্ত চাকর, বাচ্চাদের বা স্ত্রী কে বার-বার বকা-বকি করেন তো ফের সে (পরের জন্মে) স্বামী হয়ে অথবা শাশুড়ি হয়ে আপনাকে সারা জীবন বিরক্ত করবে ! ন্যায় তো হতে হবে কি হতে হবে না ? এই সব ভুগতে হবে । আপনি কাউকে দুঃখ দেন তো আপনি সারা জীবন দুঃখ ভুগতে হবে । কেবল এক ই ঘন্টা দুঃখ দেবেন তো তার ফল সারা জীবন পাবেন । ফের চেঁচামেচি করবেন যে, 'বউ আমাকে এমন কেন করে ?' স্ত্রীর এমন হয় যে, 'এই স্বামীর সাথে আমার দ্বারা এমন কেন হয়ে যাচ্ছে ?' ওর ও দুঃখ হয়, কিন্তু কি করবে ? ফের আমি ওকে জিজ্ঞাসা করি যে, 'বউ আপনাকে খুঁজে এনেছিলে কি আপনি বউ কে খুঁজে এনেছিলেন ?'

তখন সে বলে, 'আমি ই খুঁজে এনেছিলাম।' তাহলে ও বেচারীর কি দোষ ? আপনি নিয়ে আসার পরে টেঁড়া বের হয়, তাতে ও কি করবে, কোথায় যাবে ফের ?

প্রশ্নকর্তা : *অবোলা* (মতভেদের জন্য কথা-বার্তা বন্ধ করে দেওয়া) থেকে কথা এড়িয়ে গেলে তার সমাধান হতে পারে ?

দাদাশ্রী : হতে পারে না। আপনি তো সামনে মেলে তো 'কেমন আছ ? কেমন না ?' এমন বলতে হবে। সামনের জন কোন চিৎকার-চেঁচামেচি করে তখন আপনি আস্তে করে 'সমভাবে নিকাল (সমাধান)' করতে হবে। তার নিকাল তো করতে হবে কখনো না কখনো ? অবোলা থাকবে... তো তাতে কি নিকাল হয়ে যাবে? এ নিকাল হতে পারে না, সেইজন্য তো অবোলা দাঁড়িয়ে যায়। অবোলা মানে বোঝ, যে কথার সমাধান হয় নি তার বোঝ। আমরা তো অবিলম্বে ওকে থামিয়ে বলতে হবে, 'দাড়ান, আমার কোন ভুল হলে বলুন। আমার অনেক ভুল হয়। আপনি তো বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, সেইজন্য আপনার হয় না, কিন্তু আমি তো কম পড়া-শোনা করা, সেইজন্য আমার থেকে অনেক ভুল হয়।' এমন বলবে তো সে খুশী হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : এমন বলার পরে ও সে নরম না হয় তো কি করা উচিত ?

দাদাশ্রী : নরম না হয় তো আপনি কি করতে হবে ? আপনি বলে ছেড়ে দেবেন, আর কি উপায় ? কখনো না কখনো কোন দিন নরম হবে। যদি বকা-বকি করে নরম করবেন তো তাতে তো একদম নরম হবে না। আজ নরম দেখাবে কিন্তু সে মনে *নোঁধ* (অত্যন্ত রাগ অথবা দ্বেষ সহিত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মনে রাখা) রাখবে আর যখন আপনি নরম হবেন, সেই দিন সব বের করবে। অর্থাৎ জগত শত্রুতার। প্রকৃতির নিয়ম এমন যে প্রত্যেক জীব শত্রুতা রাখবেই। ভিতরে পরমাণু সংগ্রহ করে রাখে, সেইজন্য আমাদের পূর্ণরূপে কেস সমাধান করে দিতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে ফের কিছু বলব ই না ?

দাদাশ্রী : বলবেন, কিন্তু সম্যক্ বলবেন, যদি বলতে পারেন তো। অন্যথা কুকুরের মত ভৌঁ-ভৌঁ করার কি অর্থ ? অর্থাৎ সম্যক্ বলবেন।

প্রশ্নকর্তা : সম্যক্ মানে কি ভাবে ?

দাদাশ্রী : অহোহো ! তুমি এই বাচ্চাটাকে কেন ফেললে ? কি কারণ এর ? তখন সে বলবে, জেনে-বুঝে আমি থোরাই ফেলে দেব ? ও তো আমার হাত থেকে পিছলে গেছে আর পড়ে গেছে।'

প্রশ্নকর্তা : সেটা তো, ও মিথ্যা বলে কি না ?

দাদাশ্রী : সে মিথ্যা বলছে, এ আমাদের দেখতে হবে না। মিথ্যা বলে বা সত্য বলে সেটা ওর অধীন, ও আপনার অধীন নয়।

প্রশ্নকর্তা : বলতে পারি না তো ফের কি করব ? চুপ বসব ?

দাদাশ্রী : মৌন থাকবেন আর দেখতে থাকবেন যে 'কি হচ্ছে ?' সিনেমায় বাচ্চাকে ফেলে দেয়, তখন কি করেন আপনি ? বলার অধিকার আছে সবার, কিন্তু ক্লেশ না বাড়ে, সেই ভাবে বলার অধিকার আছে। বাকী যা বললে ক্লেশ বাড়ে, ও তো মূর্খের কাজ।

প্রশ্নকর্তা : আমি ঝগড়া না করতে চাই, আমি কখনো ঝগড়া করি ও না, তবুও ঘরে সবাই সামনে থেকে রোজ ঝগড়া করে তো তখন কি করব ?

দাদাশ্রী : আমাদের 'ঝগড়া প্রুফ' হয়ে যেতে হবে। 'ঝগড়া প্রুফ' হয়ে যাই, তবেই এই সংসারে থাকতে পারব। আমি আপনাকে 'ঝগড়া প্রুফ' বানিয়ে দেব। ঝগড়া করা জন ও ক্লান্ত হয়ে যায়, এমন আমাদের স্বরূপ হতে হবে। সম্পূর্ণ 'ওয়ার্ল্ড' এ কেউ আমাদের 'ডিপ্রেস' করতে পারবে না, এমন হয়ে যেতে হবে। আমরা 'ঝগড়া প্রুফ' হয়ে যাই তাহলে ফের ঝঞ্ঝাট ই নেই না ! লোকের ঝগড়া করতে হয়, বকা দিতে হয়, তাহলে ও অসুবিধা নেই আর পরেও নির্লজ্জ বলবে না, বরং জগৃতি অনেক বাড়বে।

পূর্বে যে ঝগড়া করেছিলেন তার শত্রুতা বেঁধে থাকে আর ও আজ ঝগড়ার রূপে পরিশোধ করতে হয়। ঝগড়া হয়, সেই ক্ষণ শত্রুতার বীজ পড়ে যায়, ও পরের জন্মে উদয় হবে।

প্রশ্নকর্তা : তো সেই বীজ কি ভাবে দূর হবে ?

দাদাশ্রী : ধীরে-ধীরে 'সমভাবে সমাধান' করতে থাকবেন, তো দূর হয়ে যাবে। অনেক ভারী বীজ পড়েছে তো দেরি লাগবে, শান্তি রাখতে হবে। প্রতিক্রমণ অনেক করতে হবে। নিজের কেউ কিছু নেয় না। দুই সময়ের খাবার মেলে, কাপড় মেলে ফের কি চাই ? কামরায় তালা লাগিয়ে যায়, কিন্তু আমরা দুই সময়ের খাবার পেতে থাকি কি না, ততটুকুই দেখতে হবে। আমাদের ঘরে বন্ধ করে যায়, তাতেও অসুবিধা নেই। আমরা ঘুমিয়ে পড়ব। পূর্বজন্মে শত্রুতা এমন বেঁধেছিলে তো আমাদেরকে তালা লাগিয়ে বন্ধ করে যায় ! শত্রুতা আর সে ও অবুঝতায় বাঁধা ! বুঝে-শুনে হয় তো আমরা বুঝে যাই যে এ বুঝে-শুনে হয়েছে, তাহলে ও সমাধান বেরিয়ে যায়। এখন অবুঝতা থাকে, সেখানে কিভাবে সমাধান হবে ? সেইজন্য ওখানে সেটা ছেড়ে দেবে।

এখন সব শত্রুতা ছেড়ে দিতে হবে। সেইজন্য কখনো আমার কাছ থেকে 'স্বরূপ জ্ঞান' প্রাপ্ত করে নেবেন যেন সব শত্রুতা চলে যায়। এই জন্মেই সব শত্রুতা ছেড়ে দিতে হবে। আমি আপনাকে রাস্তা দেখাব।

ছাড়পোকা কামড়ায়, সে তো বেচারা খুব ভাল কিন্তু এই স্বামী বউকে কামড়ায় আর বউ স্বামীকে কামড়ায়, ও অনেক ভারী হয়। কি ? কামড়ায় কি না ?

প্রশ্নকর্তা : কামড়ায়।

দাদাশ্রী : তো সেই কামড়ানো বন্ধ করতে হবে। ছারপোকা কামড়ে দেয়, ও তো কামড়িয়ে চলে যায়। ও বেচারা তো তৃপ্ত হয়ে যায় তখন চলে যায়, কিন্তু বউ তো সব সময় কামড়াতেই থাকে। এক জন তো আমাকে বলে, 'আমার ওয়াইফ তো সব সময় সাপিনীর মত কামড়ায় !' তো আরে বিয়ে কেন করেছিলি সেই সাপিনীর সাথে? তো কি সে সাপ হবে না ? এমনি ই সাপিনী মেলে কি ? সাপ হও, সেইজন্য সাপিনী আসে তো।

আমি তো এটাই বুঝি যে ঝগড়ার পরে 'ওয়াইফ'এর সাথে ব্যবহার ই রাখবে না তো আলাদা কথা। কিন্তু আবার কথা বলবে তো মাঝের সব ভাষা ভুল। আমার এ লক্ষ্যে থাকে যে দুই ঘন্টা পরে আবার বলতে হবে, সেইজন্য তার কিচ্-কিচ্ করি না। এ তো, যদি আপনার অভিপ্রায় আবার বদলে না যায় তো আলাদা ব্যাপার। আপনার অভিপ্রায় বদলায় না, তো আপনি করাটা ঠিক। আবার যদি 'ওয়াইফ'এর সাথে বসবেই না, তো ফের যে ঝগড়া করেছ ও ঠিক হবে ! কিন্তু এ তো কাল আবার সাথে

বসে খাবার খাবে। তো ফের কাল নাটক করেছিলে, তার কি ? সেটা ভাবতে হবে কি না ?

সবার আগে স্বামী কে বউ এর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। স্বামী বড় মনের হয়। বউ প্রথমে ক্ষমা চায় না।

প্রশ্নকর্তা : স্বামী কে উদার মনের বলেছেন, সেইজন্য সে খুশী হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : না, ওরা উদার মনের ই হয়। তাদের বিশাল মন হয় আর স্ত্রী দের সাহজিক হয়। সাহজিক হয়, সেইজন্য ভিতর থেকে উদয় আসে, তো ক্ষমা চায় অথবা না ও চায়। কিন্তু যদি আপনি চান, তো সে অবিলম্বে চেয়ে নেবে আর আপনি উদয় কর্মের অধীন থাকবেন না। আপনি জাগৃতির অধীন থাকবেন আর সে উদয় কর্মের অধীন থাকে। ওকে সহজ বলা হয় কি না ! স্ত্রী কে সহজ বলা হয়। আপনার মধ্যে সহজতা আসতে পারে না। সহজ হয়ে যাও তো অনেক সুখী থাকবেন।

প্রশ্নকর্তা : এই অহম্ ভুল, এমন আমাদের বলা হয় আর সব সন্ত পুরুষ ও এমন বলে, তাহলে এই অহম্ যায় না কেন ?

দাদাশ্রী : অহম্ কখন যাবে ? ওসব ভুল এমন আমরা এক্সেপ্ট করি তখন যাবে। ওয়াইফের সাথে ঝগড়া হতে থাকে, তখন আমরা বুঝে নিতে হবে যে এই আমাদের অহম্ ভুল। সেইজন্য ফের আপনি রোজ সেই অহম্ থেকেই ভিতরে তার ক্ষমা চাইতে থাকেন, তো অহম চলে যাবে। কোন উপায় তো করতে হবে কি না ?

আমি এই সরল আর সোজা রাস্তা বলে দিই আর এই ঝগড়া কি রোজ-রোজ হয় ? ও তো যখন নিজের কর্মের উদয় হয় তখন হয়, সেই সময় ই আপনাকে এড্জাস্ট হতে হবে। ঘরে ওয়াইফের সাথে ঝগড়া হয় তো ঝগড়া হওয়ার পরে ওয়াইফ কে হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে খুশী করে দেবেন। এই তন্তু থাকতে দেবেন না।

সেইজন্য 'এই' জ্ঞান হয় তো ফের সেই ঝঞ্ঝাট থাকে না। জ্ঞান হয় তখন তো আমরা সকাল-সকাল দর্শন ই করি কি না ? ওয়াইফের ভিতরে ও ভগবানের দর্শন করতেই হয় কি না ! ওয়াইফের ভিতরে ও দাদা দেখা যায় তো কল্যাণ হয়ে যায় !

ওয়াইফ কে দ্যাখ তো এই “দাদা’ দেখায় কি না ! তার ভিতরে ও শুদ্ধাত্মা দেখতে পাও তো ! তো কল্যাণ হয়ে গেছে !

সেইজন্য কোন কিছু করে ‘এডজাস্ট’ হয়ে সময় কাটিয়ে দাও যেন ঋণ শোধ হয়ে যায় । কারো পঁচিশ বছরের, কারো পনেরো বছরের, কারো ত্রিশ বছরের, না চাইলে ও ঋণ তো শোধ করতে হবে । পছন্দ না হয় তাহলে ও সেই কামরায় সাথে থাকতে হয় । এখানে বিছানা দিদিমনির আর ওখানে বিছানা দাদাবাবুর ! মুখ ঘুরিয়ে শুইয়ে পড়ে তাহলে ও দিদিমনির বিচার তো দাদাবাবুর ই আসে কি না ! কোন পথ নেই । এই সংসার ই এমন । তাতেও শুধু আপনার ই সে পছন্দ নয় এমন না, ওর ও আপনি পছন্দ না । অর্থাৎ এতে মজা নেওয়ার মত কিছু নেই ।

‘ডোন্ট সি লাঁ, প্লীজ সেট্‌ল’ (নিয়ম দেখবে না, সমাধান করবে) সামনের জনকে ‘সেটলমেন্ট’ করতে বলা । ‘তুমি এমন কর, তেমন কর’ এমন বলার জন্য সময় ই কোথায় হয় ? সামনের জনের একশ ভুল হয়, তাহলে ও আপনাকে তো নিজের ভুল বলে এগিয়ে যেতে হবে । এই কালে ‘লা (নিয়ম)’ কোথাও কি দেখা হয়? এ তো অন্তিম চরণ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ।

প্রশ্নকর্তা : অনেক বার ঘরে বড় ঝগড়া হয়ে যায়, তখন কি করব ?

দাদাশ্রী : বুদ্ধিমান লোক হয় তো লাখ টাকা দেয় তবু ও ঝগড়া করে না । আর এ তো বিনা পয়সায় ঝগড়া করে, ফের সে আনাড়ী নয় তো আর কি ? ভগবান মহাবীর কে কর্ম ব্যয় করার জন্য ষাঠ মাইল পরিক্রমণ করে আনাড়ী ক্ষেত্রে যেতে হয়েছিল, আর আজকালের লোক পুণ্যবান, যে ঘরে বসে আনাড়ী ক্ষেত্রে আছে ! কেমন ধন্য ভাগ্য ! এ তো অত্যন্ত লাভদায়ক । কর্ম ব্যয় করার জন্য, যদি সোজা থাকে তো ।

ঘরে কেউ জিজ্ঞাসা করে, পরামর্শ চায় তবেই উত্তর দেবে । বিনা বলে পরামর্শ দিতে বসে যাও, তাকে ভগবান ‘অহংকার’ বলেছে । স্বামী জিজ্ঞাসা করে যে, ‘এই পেয়ালা কোথায় রাখব ?’ তখন বউ উত্তর দেয় যে ‘অমুক জায়গায় রাখ ।’ তখন সেখানে রেখে দেবে । তার বদলে সে বলে যে ‘তোমার আক্কেল নেই, তুমি এখানে কোথায় রাখতে বলছ ?’ এতে বউ বলবে যে ‘আক্কেল নেই তোমার সেইজন্য তো আমি তোমাকে এমন বলেছি, এখন তোমার বুদ্ধিতে রাখ ।’ এখন এর থেকে মুক্তি কখন আসবে । এ তো সংযোগের টক্কর শুধু ! এই লাট্টু খাবার সময়, ওঠার সময়

টক্কর খেতেই থাকে। লাট্টু আবার টক্কর খায়, আঁচড় লাগে আর রক্ত বেরিয়ে যায়! এ তো মানসিক রক্ত বেড়িয়ে যায় কি না! সেই রক্ত বেরিয়ে যায় তো ভাল, ব্যান্ডেজ বাঁধলে ঠিক হয়ে যায়। এই মানসিক ক্ষতে তো ব্যান্ডেজ ও লাগে না কোন!

ঘরে কাউকেই, স্ত্রী কে, ছোট বাচ্চাকে, কোন জীব কে আহত করে মোক্ষে যেতে পারবে না। একটু ও *তরছোড়ে* (তাড়ন, তীব্র তিরস্কার) লাগে, ও মোক্ষ মার্গ নয়।

প্রশ্নকর্তা : তিরস্কার আর *তরছোড়,* এই দুটোতে কি পার্থক্য ?

দাদাশ্রী : তরছোড় আর তিরস্কারে, তিরস্কার তো কদাচিৎ কখনো জানতে ও পারা যায় না। তরছোড়ের সামনে তিরস্কার একেবারে মাইল্ড জিনিস, যখন কি না তরছোড় তো খুব ই উগ্র স্বরূপ। তরছোড় থেকে তো তখন ই রক্ত বের হয়ে যায়। তাতে শরীর থেকে রক্ত বের হয় না, কিন্তু মনের রক্ত বের হয়। তরছোড় এমন ভারী জিনিস।

এক বোন আছে, সে আমাকে বলে, 'আপনি আমার ফাদার হন, এমন মনে হয়, গত জন্মের।' বোন খুব ভাল, খুব সংস্কারী ছিল। ফের বোন কে জিজ্ঞাসা করি যে, 'এই স্বামীর সাথে কেমন মিল আছে ?' তখন বলে, 'সে কখনো কিছু বলে না, কিছুই বলে না।' তখন আমি বলি, কোন দিন কিছু তো হয় কি না ?' তখন বলে, 'না, কখনো-সখনো ব্যঙ্গ করে।' হ্যাঁ, এই কথা থেকে আমি বুঝে যাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি যে, 'সে ব্যঙ্গ করে তখন আপনি কি করেন ?' আপনি সেই সময় ডান্ডা নিয়ে আসেন কি না ?' তখন সে বলে, 'না, আমি ওকে এমন বলি যে কর্মের উদয়ে আমি আর আপনি মিলিত হয়েছি। আমি আলাদা, আপনি আলাদা। এখন এমন কেন করছেন ?' কিসের জন্য ব্যঙ্গ করেন আর এই সব কি ? এতে কারো দোষ নেই। এই সব কর্মের উদয়ের দোষ। সেইজন্য ব্যঙ্গ করার বদলে কর্ম পরিশোধ করে ফেলুন না! সেই বিবাদ ভাল বলা হবে কি! আজ পর্যন্ত তো অনেক স্ত্রী দেখেছি, কিন্তু এমন উঁচু বিবেচনার তো এই একজন স্ত্রী দেখেছি।

আমার স্বভাব মূলতঃ ক্ষত্রিয় স্বভাব। আমার ক্ষত্রিয় ব্লাড, সেইজন্য *উপরী* (বস, মালিক, উপরওয়ালা) কে ধমকানোর অভ্যাস আর আন্ডারহেন্ডকে রক্ষণ করার অভ্যাস। এটা ক্ষত্রিয় ধর্মের মূল গুণ, অতঃ আন্ডারহেন্ড কে রক্ষণ করার অভ্যাস। সেইজন্য ওয়াইফ আর এই সব আন্ডারহেন্ড, তাদের কে রক্ষণ করার

অভ্যাস। ওরা উল্টা-পাল্টা করে তবুও রক্ষণ করার অভ্যাস। চাকর হয় সেই সবাইকে রক্ষণ করতাম বা ওদের ভুল হয়ে যায়, তবুও বেচারা দের কিছু বলতাম না আর উপরী হয় তো তাদের খবর নিয়ে নিই। আর সমস্ত জগত আন্ডারহেন্ডের সাথে কিচ্-কিচ্ করে। আরে, স্ত্রীদের মত তুই! স্ত্রীরা এমন করে আন্ডারহেন্ড কে! এ আপনার কেমন লাগছে ?

আপনি বিয়ে করে ঘরে এনেছেন আর বউ কে বকতে থাকেন, এ এমন যে গাই কে খুঁটি তে বেঁধে, তাকে মারতে থাকেন। খুঁটিতে বেঁধে মারতে থাকেন তো ? এদিক থেকে মারেন তো ওদিকে যাবে বেচারী! এ একটা খুঁটিতে বাঁধা কোথায় যাবে? এই সমাজের খুঁটি এমন মজবুত, যে পালিয়ে ও যেতে পারে না। খুঁটিতে বাঁধা কে মার তো অনেক পাপ লাগে। খুঁটিতে না বাঁধা হয় তো হাতেই আসবে না তো! এ তো সমাজের জন্য চেপে থাকে, অন্যথা কবেই পালিয়ে যাবে। ডাইভোর্স নেওয়ার পরে মেরে দ্যাখ ? তখন কি হবে ?

'মিনিট'এর জন্য ও ঝঞ্ঝাট না হয়, তার নাম স্বামী। মিত্রের সাথে যেমন বিগড়াতে দাও না, সেই ভাবে সামলাবে। মিত্রের সাথে যদি না সামলাও তো মিত্রতা ভেঙ্গে যায়। মিত্রতা মানে মিত্রতা। ওদের শর্ত বলে দেবে, 'তুমি মিত্রতায়, যদি আউট অফ মৈত্রী হয়ে যাও তো পাপ লাগবে। একহয়ে মিত্রতা রাখবে।

ফ্রেন্ডের প্রতি সিন্সিয়ের থাকে, এমন যে ফ্রেন্ড দূরে থেকে ও বলে যে 'আমার ফ্রেন্ড এমন। আমার জন্য কখনো খারাপ ভাবে না।' সেই ভাবে স্ত্রীর জন্য ও খারাপ ভাবতে হয় না। সে কি ফ্রেন্ডের থেকে বেশি নয় ?

(১৮) স্ত্রী পরিশোধ করে মাপের সাথে !

এখন রাত্রে বউ এর সাথে আপনার ঝঞ্ঝাট হয়ে যায়, তো তার তন্তু সকাল পর্যন্ত থাকে, সেইজন্য সকালে চা দেয় তো ছুড়ে দেয়, এভাবে... আপনি বুঝে যাবেন যে তন্তু আছে এখনো, শান্ত হয় নি। এভাবে ছুড়ে দেয়, তার নাম তন্তু।

'এসব সে কি করে ? সে কিসের জন্য এমন করে ? সে আপনাকে দাবাতে চায়। আর আপনি ক্রোধিত হয়ে গেলে তখন সে ভাববে যে হ্যাঁ, চল, নরম পড়ে গেছে। কিন্তু যদি ক্রোধ না হয়, তো সে বেশি করবে আবার...' এমন কলহের পরেও যদি স্বামী ক্রোধ না করে, তো ফের ভিতরে গিয়ে দুটো-চারটে বাসন এভাবে ফেলবে।

সেই খনন... আওয়াজ হলে তাতে ফের স্বামী বিরক্ত হবে। তাতেও বিরক্ত না হয় তো ছেলেকে চিমটি কেটে কাঁদাবে। তখন ফের সে বিরক্ত হয়ে যায়, বাবা। 'তুই ছেলের পিছনে কেন পড়েছিস, ছেলেকে মাঝে কেন আনছিস ? এমন তেমন, এতে সে বুঝে যায় যে, এ লাইনে এসে গেছে।

পুরুষ প্রসঙ্গ ভুলে যায় আর স্ত্রীর *নোঁধ* (অত্যন্ত রাগ অথবা দ্বেষ সহিত লম্বা সময় পর্যন্ত মনে রাখা, নোট করা) সারা জীবন থাকে। পুরুষ সরল হয়, বড় অন্তরের হয়, মার্জিত হয়, সেইজন্য সে ভুলে যায় বেচারা। স্ত্রী তো বলে ও দেয়, যে 'সেদিন আপনি এমন বলেছিলেন, ও আমার মর্মস্থলে লেগেছে।' আরে! বিশ বছর হয়ে যায় তবু ও *নোঁধ* তাজা! ছেলে বিশ বছরের হয়ে গেছে, বিবাহ যোগ্য হয়ে গেছে তবুও সেই কথা মনে রাখে। সব জিনিস পচে যায়, কিন্তু এর জিনিস পচে না! স্ত্রী কে আপনি দিয়েছেন তো সে তাকে আসল জায়গায় রাখে, হৃদয়ে। সেইজন্য দেওয়া-টেওয়া না। না দেওয়ার মত জিনিস এ। সাবধান থাকার মত।

সর্বদা, স্ত্রী কে যা কিছু আপনি বলবেন, তার দায়িত্ব আসবে। কারণ যখন পর্যন্ত আপনার শরীর নিরোগী থাকে, তখন পর্যন্ত সে সহ্য করে আর মনে কি বলে? জোড়া ঢিলা হবে, তখন পথে নিয়ে আসব। লোকজনের জোড়া ঢিলে হওয়ার পরে ঠিক করেছে, আমি দেখেছি ওসব। সেইজন্য আমি সবাই কে পরামর্শ দিই, 'করবে না ভাই, বউ এর সাথে ঝগড়া করবেন না। বউ এর সাথে শত্রুতা বাঁধবেন না, অন্যথা হয়রান হয়ে যাবেন।

আমাদের স্ত্রী জাত মূল সংস্কারে আসে, তো সে তো দেবী। কিন্তু এ তো বাইরের সংস্কার স্পর্শ করে গেছে না, সেইজন্য বিগড়ে গেছে এখন। বিগড়ে যায়! সেইজন্য শাস্ত্রকার বলেছেন, 'রমা রমাড়বী সহেল ছে, বিফরী তো মহামুস্কেল থই যায়' (রমাকে খেলানো সরল কিন্তু সে বিগড়ে যায় তো মহামুস্কিল।) আর সে বিগড়ায়, এমন করে লোকে। তাকে প্ররোচিত করে উসকায় আর যখন বিগড়ায় তো বাঘিনীর মত হয়ে যায়। এই সীমা পর্যন্ত যাওয়া উচিত না আপনার। মর্যাদা রাখত হবে আর যদি স্ত্রী কে উত্ত্যক্ত করতে থাকেন তো কোথায় যাবে ও বেচারী ? সেইজন্য ফের সে টেড়া চলে। প্রথমে বক্র (টেড়া) চলে আর ফের বিগড়ে যায়! সে বিগড়ায় তো হয়ে গেল! সেইজন্য তাকে বিরক্ত করবে না, লেট গো করবে।

আর স্ত্রী যখন বিগড়াবে তখন তোমার বুদ্ধি চলবে না, তোমার বুদ্ধি তাকে বাঁধতে পারবে না। সেইজন্য বিগড়ায় না, সেইভাবে কথা বলবে। চোখে পরিপূর্ণ প্রেম রাখবে। কখনো সে এমন-তেমন বলে, তখন সে তো স্ত্রী জাত, অতঃ লেট গো করবে। অর্থাৎ এক চোখে সম্পূর্ণ প্রেম রাখবে, অন্য চোখে একটু কঠোরতা রাখবে, সেইভাবে থাকতে হবে। যে সময় যেমন আবশ্যক, তেমন। একেবারে কঠোরতা প্রত্যেক দিন রাখা উচিত না। ওকে তো এক চোখে কঠোর আর এক চোখে দেবীর মত মানবে, দেবীর মত। বুঝতে পারছেন তো ?

প্রশ্নকর্তা : এক চোখে কঠোর আর এক চোখে দেবী, এই দুটো এ্যাট-এ-টাইম কি ভাবে থাকতে পারে ?

দাদাশ্রী : এ তো পুরুষেরা সব পারে ! আমি ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছরের ছিলাম, তখন ঘরে আসতাম, তো সেই সময় হীরাবা একেলা নয়, আশে-পাশের সব স্ত্রীরা আমাকে দেখত তো এক চোখে কঠিন দেখতাম আর এক চোখে পুজ্য দেখতাম। তো সব স্ত্রীরা মাথায় কাপড় দিয়ে বসতো আর সবাই সাবধান হয়ে যেত। আর হীরাবা তো আমার ঘরে ঢোকার আগেই ভয় পেয়ে যেত। জুতোর শব্দ হল কি ভয় পেয়ে যেত। এক চোখে কঠোর, একটাতে নরম। তার বিনা স্ত্রী সামলাবে না। সেইজন্য হীরাবা বলত কি যে, দাদা কেমন আছেন ?

প্রশ্নকর্তা : তীক্ষ্ণ ভ্রমর যেমন।

দাদাশ্রী : তীক্ষ্ণ ভ্রমর যেমন হয় এমন সব সময় রাখতাম। এ ঘাবড়ানোর জন্য নয়। ঘরে প্রবেশ করি..... তো চুপ, সব বরফের মত ঠান্ডা হয়ে যেত, জুতোর আওয়াজ হলেই !

কঠিনতা কিসের জন্য যে সে ধাক্কা না খেয়ে বসে, সেই জন্য কঠোরতা রাখবে। সেইজন্য এক চোখে কঠোরতা আর এক চোখে প্রেম রাখবে।

প্রশ্নকর্তা : সেইজন্য সংস্কৃতে বলেছে, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রন্মতে তত্র দেবতা !'

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ব্যাস ! সেইজন্য আমি যখন এমন বলি তো, তখন সবাই আমাকে বলে যে দাদা, আপনি স্ত্রী দের সমর্থক, পক্ষপাতী ?

এই আমি কি বলি যে, 'স্ত্রী কে পূজা কর' এর অর্থ এমন নয় যে সকালে গিয়ে আরতি করবে। এমন করবে তো সে তোমার তেল বের করে দেবে। এর অর্থ কি ? এক চোখে প্রেম আর এক চোখে কঠোরতা রাখা।

অর্থাৎ পূজা করবে না। তেমন যোগ্যতা নেই। অতঃ মন থেকে পূজা করবে।

অর্থাৎ স্ত্রীকে বলবে যে, 'তুমি আমার সাথে যত ঝগড়া করতে চাও তত ঝগড়া করবে। আমাকে তো দাদা ঝগড়া করতে মানা করেছে। দাদা আমাকে আজ্ঞা দিয়েছেন। আমি এখানে বসে আছি, তোমার যা কিছু বলার বলে দাও এখন।' ওকে এভাবে বলে দেবে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু সে বলবেই না তো ফের।

দাদাশ্রী : দাদার নাম শুনলেই চুপ হয়ে যাবে। অন্য কোন শস্ত্র ব্যবহার করবে না। এই শস্ত্র ব্যবহার করবে।

এক বোন তো আমাকে বলেছিল যে, 'বিয়ে হয়েছে তখন থেকে এ খুব দম্ভ দেখাত।' আমি জিজ্ঞাসা করি 'এখন ?' তখন বলে, 'দাদাজী, আপনি সব স্ত্রী চরিত্র বোঝেন, আমাকে দিয়ে কেন বলাতে চাইছেন ?' আমার থেকে সুখ নিতে হয় তখন আমি ওকে বলি, 'একটু বিনীত ভাবে বলুন' অর্থাৎ বিনীত ভাবে বলাই ওকে, 'ওতে আমার কি দোষ ? আগে সে আমাকে নোয়াতো আর এখন আমি ওর সঙ্গে তাই করি। বুঝতে পারেন ?

এই আমলা ও অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ঘরে আসে তো, তখন মেমসাহেব কি বলে ? যে 'দেড় ঘন্টা লেট হয়ে গেছেন, কোথায় গিয়েছিলে ?' নাও ! তাঁর বউ তাকে একবার বকে যাচ্ছিল, তখন এমন বাঘের মত মানুষ, যাকে সারা গুজরাট ভয় পেত, তাকেও ভয় দেখাত, দ্যাখ না ! সমস্ত গুজরাটে যার কেউ নাম দিতে পারত না, তাকে তার বউ শোনেই না আর তাকে ও ধমক দেয় ! ফের আমি ওকে এক দিন জিজ্ঞাসা করি, 'বোন, এই তোমার স্বামী সে তোমাকে একেলা রেখে দশ-বারো-পনেরো দিন বাইরে যায় তো ?' তখন বলে, 'আমার তো ভয় লাগে।' 'কিসের ভয় লাগে ?' তখন বলে, 'ভিতরে অন্য ঘরে পেয়ালা খট-খট করে, তখন আমার মনে এমন হয় যে ভূত এসেছে হয়তো !' একটা ইদুর গ্লাস খট-খট করে তো ও ভয়

লাগে আর এই স্বামী ! স্বামীর জন্য তোর ভয় লাগে না। সেই স্বামীকে তুই বকতে থাকিস ! বাঘের মত স্বামীর তেল বের করে দিস !

এক ব্যক্তি তিন হাজারের ঘোটকী এনেছিল । এমনি তো রোজ সেই ঘোটকীতে বাপ বসতো। ওর ছেলে চব্বিশ বছরের ছিল। এক দিন ছেলে ঘোটকীতে বসে পুকুরের দিকে নিয়ে যায়। সে ঘোটকীকে একটু উত্ত্যক্ত করে। এখন ঘোটকী তিন হাজারের, তাকে উত্ত্যক্ত করা উচিত ? তার সাথে মশকরা করতে পার না। তাকে তার চালেই চলত দিতে হয়। তো সে উত্ত্যক্ত করে, তো ঘোটকী দ্রুত পিছনের দুটো পায়ের উপরে দাড়িয়ে যায় আর সেই ছেলেটা পড়ে যায়। পোঁটলা নীচে পড়ে যায়। এখন এই পোঁটলা ঘরে এসে কি বলে যে 'এই ঘোটকী কে বিক্রি করে দাও, ঘোটকী খারাপ।' সে বসতে জানে না আর ঘোটকীর দোষ বের করে ! এর নাম মালিক ! এই সব মালিক ! ফের আমি বলি, 'হ্যাঁ, ও ঘোটকী খারাপ ছিল, এ তিন হাজারের ঘোটকী !' আরে, তুই সওয়ারি করতে জানিস না, এতে ঘোটকী কে কেন বদনাম করছিস ? ঘোটকীর সওয়ারি করতে জানতে হবে কি না ? ঘোটকীর বদনাম করিস ?

এক বার স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতিকার করে তো তার প্রভাব ই থাকবে না। আপনার ঘর ঠিক মত চলছে, বাচ্চারা ঠিক মত পড়াশোনা করছে, কোন কিছুতে ঝঞ্ঝাট না হয় আর আপনি ওকে উল্টা দেখেন আর বিনা কারণে প্রতিকার করেন, তখন আপনার আক্কেলের মাপ স্ত্রী বুঝে যায় যে এতে কোন বরকত নেই।

আপনি স্ত্রী দের সাথে 'ডীলিং'(ব্যবহার) করতে জানেন না । আপনি, ব্যাপারীদের যদি গ্রাহকদের সাথে ডীলিং করতে জানা নেই তো ওরা আপনার কাছে আসবে না। সেইজন্য আমাদের লোকেরা বলে কি না যে 'সেল্সমেন' ভাল রাখবে ? সুন্দর, চতুর 'সেল্সমেন' হয় তো লোকে একটু দাম বেশি ও দিয়ে দেয়। সেই ভাবে আপনার স্ত্রীর সাথে 'ডীলিং' করতে জানা চাই।

এ তো স্ত্রী জাত আছে তো সারা জগতে কান্তি আছে, অন্যথা ঘরে সাধুর থেকে ও খারাপ অবস্থা হত। সকালে ঝাড়ু ই লাগতো না ! চা এর ও ঠিকানা থাকতো না ! এ তো ওয়াইফ আছে, সেইজন্য যখন সে বলে, তো সকালে তাড়াতাড়ি স্নান করে নেয়। তাদের জন্য ই সমস্ত শোভা আছে। আর ওদের শোভা আপনার জন্য আছে।

স্ত্রী অর্থাৎ সহজ প্রকৃতি। স্বামীর পাঁচ কোটির লোকসান হয় তো, স্বামী সারা দিন চিন্তা করতে থাকে, দোকানে লোকসান হয়ে যায় তো ঘরে এসে খাওয়া-দাওয়া ও করে না, কিন্তু বউ তো ঘরে আসলে বলবে, 'নাও, ওঠ, এখন বেশি হায়-হায় করবে না, আপনি চা খান আর শান্তিতে খাবার খান।' এই আধা পার্টনারশিপ হয়ে ও ওর চিন্তা কেন হয় না ? কারণ সে সাহজিক। সেইজন্য এই সহজের সাথ থাকে, তো বাঁচা যায়, অন্যথা বাঁচা যায় না। আর যদি দুই পুরুষ সাথে থাকে তো মরে যায় সামনা-সামনি। অর্থাৎ স্ত্রী তো সহজ হয়, সেইজন্য ঘরে এই আনন্দ থাকে একটু কিছু।

স্ত্রী তো দৈবী শক্তি, কিন্তু যদি পুরুষেরা বুঝতে পারে তো কাজ হয়ে যায়। স্ত্রীর দোষ নয়, আপনার উল্টা বোধের দোষ। স্ত্রী তো দেবী, ওদের দেবী পদ থেকে নীচে নামাবে না। 'দেবী' বলে কি না। আর উত্তর প্রদেশে তো কোথাও-কোথাও 'আসুন দেবী' বলে। আজ ও বলে, 'শারদা দেবী এসেছে, ফলানা, মণীদেবী এসেছে!' কিছু কিছু প্রদেশে বলে কি না ?

আর চার জন পুরুষ যদি সাথে-সাথে থাকে, তো একজন খাবার বানায়, এক জন....., সেই ঘরে বৃদ্ধি হয় না। এক পুরুষ আর এক স্ত্রী থাকে, তো ঘর সুন্দর দেখায়। স্ত্রী সাজসজ্জা খুব সুন্দর করে।

প্রশ্নকর্তা : আপনি শুধু স্ত্রীদের ই পক্ষ নেবেন না।

দাদাশ্রী : আমি স্ত্রীদের পক্ষ নিই না। এই পুরুষ দের পক্ষ নিই, এমনি স্ত্রীদের মনে হয় আমাদের পক্ষ নেয়, কিন্তু পক্ষপাত পুরুষের করি। কারণ কি ফ্যামিলির মালিক আপনি। শী ইজ নট দ্যা ঔনার অফ ফ্যামিলি, ইউ আর ঔনার। (সে পরিবারের মালিক নয়, আপনি মালিক) লোকে মুম্বাইতে বলে তো, 'কেন আপনি পুরুষের পক্ষ নেন না আর স্ত্রীদের পক্ষ নেন ? আমি বলি, 'ওদের গর্ভে মহাবীর জন্ম হয়েছে, তোমার গর্ভে কার জন্ম হয়েছে ? বিনা কারণে তুমি নিয়ে বসে আছ ?'

প্রশ্নকর্তা : তবু ও, আপনি স্ত্রীদের অনেক পক্ষ নেন। এমন আমাদের মনে হয়।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ও একটু আমার উপরে আক্ষেপ আছে, সব জায়গায় হয়ে যায়। সেই আক্ষেপ লোকে আমার উপরে লাগিয়েছে, কিন্তু সাথে আমি পুরুষদের

এমন বোধ দিই যে পরে স্ত্রীরা তাদের সন্মান করে। এমন ব্যবস্থা করে দিই। পরন্তু দেখাতে এমন মনে হয় স্ত্রীদের পক্ষপাত করে যাচ্ছি, পরন্তু বাস্তবে ভিতর থেকে তো পুরুষদের জন্য হয়। অর্থাৎ যে এই সব, কি ব্যবস্থা করবে তার রাস্তা থাকতে হবে। দুজনের ই সন্তোষ্টি হতে হবে।

আমার তো (ব্যবহারে) স্ত্রীদের সাথে ও খুব অনুকূল হয় আর পুরুষদের সাথে ও ততটাই অনুকূল হয়। কিন্তু বাস্তবে না তো স্ত্রীদের পক্ষ নিই আর না ই পুরুষের পক্ষে থাকি। দুজনে ঠিক মতে সংসার চালাও। আগেকার লোকেরা স্ত্রীকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে। স্ত্রীরা তো হেল্পিং (সহায়ক) হয় । ওরা না হয় তো তোমার ঘর কিভাবে চলবে ?

(১৯) স্ত্রীর অভিযোগ

তুমি অভিযোগ কর তো তুমি অভিযোগী হয়ে যাবে। আমি তো, যে অভিযোগ করে তাকেই দোষী মানি। তোমার অভিযোগ করার সময় ই কেন এসেছে ? অভিযোগী বেশির ভাগ দোষী হয়। নিজে দোষী হয়, তবেই অভিযোগ করতে আসে। তুমি অভিযোগ কর তো তুমি অভিযোগী হয়ে যাবে আর সামনের জন অপরাধী হয়ে যাবে। সেইজন্য ওর দৃষ্টিতে তুমি অপরাধী হয়ে যাবে সেইজন্য কারো বিরূদ্ধে অভিযোগ করবে না।

সে ভাগাকার করে তো তুমি গুণাকার করবে যাতে রাশি শূন্য হয়ে যায়। সামনের জনের জন্য এমন চিন্তা করা যে ও আমাকে এমন বলেছে, তেমন বলেছে, সেটাই অপরাধ। রাস্তায় চলার সময় দেওয়ালে ধাক্কা লাগে তো তাকে কেন ধমকাও না ? গাছ কে জড় কিভাবে বলতে পারি ? যাহাতে ধাক্কা লাগে, সেই সব সবুজ গাছ ই কি না ? গরুর পা আপনার উপরে পড়ে তো আপনি ওকে কিছু বলেন কি ? এমন এই সব লোকের হয়। 'জ্ঞানীপুরুষ' সবাই কে ক্ষমা করে দেন ? সে জানে যে সবাই (লোকেরা) বোঝে না, গাছের মত। বুদ্ধিমান কে তো বলতেই হয় না, ওরা তো অবিলম্বে প্রতিক্রমণ করে নেয়।

স্বামী অপমান করে, তখন কি কর ফের ? নালিশ দায়ের কর ?

প্রশ্নকর্তা : এমন কোথাও করে কি ? এমন কখনো হয় ?

দাদাশ্রী : তখন কি কর ? আমার আশীর্বাদ বলে শুইয়ে পড়বে ! বোন, তুমি শুইয়ে পড়বে কি মনে গালাগাল দিতে থাকবে ? মনে-মনে ই গালাগাল দিতে থাক ।

আর ফের তিন হাজারের শাড়ি দেখে তো ঘরে গিয়ে মুখ ফুলে যায় । এমন দেখে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, 'কেন এমন হয়ে গেছে ?' সে শাড়ি তে তন্ময় হয়ে যায় । যখন এনে দেবেন, তখন ছাড়বে, অন্যথা তখন পর্যন্ত ক্লেশ করা ছাড়ে না । এমন হওয়া উচিত না ।

স্ত্রী বলবে যে, 'এই আমাদের সোফার ডিজাইন ঠিক না । আপনার বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলেন, তার ডিজাইন কত সুন্দর ছিল !' আরে, এই সোফা আছে, তাতে তোর সুখ মেলে না ? তখন বলে যে, 'না, আমি ওখানে যা দেখেছি, ওতে সুখ লাগে ।' তো স্বামীকে তেমন সোফা আনতে হয় ! এখন যখন সে নতুন নিয়ে আসে আর কোন দিন ছেলে ব্লেড দিয়ে কোথাও কেটে দেয় তো ফের ভিতরে যেন আত্মা কেটে যায় ! বাচ্চারা সোফা কেটে দেয় কি না ? আর তার উপরে লাফায় কি না ? আর লাফায় তখন মনে হয় ওর বুকের উপরে লাফালাফি করছে, এমন মনে হয় । অর্থাৎ এ মোহ । সেই মোহ ই আপনাকে কেটে-কেটে তেল বের করে দেবে ।

নিরর্থক ই জন্ম বিগড়ে যায় এতে তো এই অন্য বোনদের বলি যে, শপিং করবে না । শপিং বন্ধ করে দাও । এ তো ডলার এসেছে সেইজন্য... আরে, দরকার নেই তো কেন নাও, ইউজলেস । কোন ভাল পথে পয়সা যাওয়া উচিত কি না যাওয়া উচিত? কারো ফ্যামিলিতে কষ্ট হয়, সেই বেচারাদের কাছে না থাকে আর পঞ্চাশ-একশ ডলার দিয়ে দাও তো কত ভাল লাগবে ! আর শপিং এ উটকো খরচ কর আর ঘরে সব ভরে পরে পড়ে থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : ফের *ত্রাগা* (নিজের মর্জিমত / কথা মানানোর জন্য করা নাটক) করে ! স্ত্রীরা *ত্রাগা* করে !

দাদাশ্রী : *ত্রাগা* তো স্ত্রীরা নয়, পুরুষ ও করে ।

আজকাল *ত্রাগা* তো লোকে বেশি করে না । *ত্রাগা* মানে কি ? নিজে কিছু ভোগ করতে চায় তো সামনের জনকে ধমক দিয়ে ভোগে নেয়, ধার্যু (মর্জিমত) করায় !

প্রশ্নকর্তা : সব জায়গায় নারীদের ই দোষ কেন দেখা হয় আর পুরুষের দেখা হয় না ?

দাদাশ্রী : স্ত্রীদের তো এমন কি না, পুরুষের হাতে সত্তা ছিল, সেইজন্য নারীদের ই লোকসান করেছে।

এ তো পুস্তক সব তো পুরুষেরা লিখেছে, সেইজন্য পুরুষদের ই সামনে করেছে। নারীকে সরিয়ে দিয়েছে। তাতে তারা ওদের ভ্যালু সমাপ্ত করে দিয়েছে। এখন, মার ও ততই খেয়েছে। নরকে ও এরাই যায়। এখান থেকে নরকে যায়। নারীদের এমন হয় না। যদিও নারীর প্রকৃতি আলাদা হয়, তার প্রকৃতি অনুসারে সে ও ফল আসে আর এ ও ফল আসে। নারীর অজাগৃত প্রকৃতি হয়। অজাগৃত অর্থাৎ সহজ প্রকৃতি।

প্রশ্নকর্তা : কত দিন পর্যন্ত আমরা এমন সহ্য করা উচিত ?

দাদাশ্রী : সহ্য করলে তো শক্তি অনেক বেড়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : তো এমন সহ্য ই করতে থাকব, এমন ?

দাদাশ্রী : সহ্য করার বদলে তার উপরে চিন্তা করা ভাল। চিন্তা করে তার সল্যুশন বের করবে। অন্যথা সহ্য করা ও পাপ। বেশি সহনশীলতা হয়ে যায় তো, ফের স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে ওঠে আবার, ও সমস্ত ঘর তছ্নছ করে ফেলে। সহনশীলতা তো স্প্রিং। স্প্রিং-এর উপরে লোড দিতে হয় না কখনো। ও তো, অল্প সময়ের জন্য ঠিক আছে। এই পথে আসতে-যেতে কারো সাথে কিছু হয়ে যায় তখন, ওখানে একটু এই স্প্রিং ব্যবহার করতে হয়। এখানে ঘরের লোকের উপরে 'লোড' দিতে হয় না। ঘরের লোককে সহ্য করবে তো কি হবে ? স্প্রিং লাফাবে ও তো।

প্রশ্নকর্তা : সহনশীলতার লিমিট কত রাখতে হবে ?

দাদাশ্রী : তাকে তো এক সীমা পর্যন্ত সহ্য করবে। ফের চিন্তা করে খুঁজে নেবে যে কি হয় এ বাস্তবে। চিন্তা করলে জানতে পারবে যে এর পিছনে কি আছে ! শুধু সহ্য করতেই থাকবে তো স্প্রিং লাফাবে। চিন্তা করা আবশ্যক। অবিচার করার জন্য সহ্য করতে হয়। চিন্তা করলে জানতে পারবে যে এতে ভুল কোথায় হয়ে

যাচ্ছে ! তাতে এর সব সমাধান বের হয়ে যাবে । ভিতরে অনন্ত শক্তি আছে, অনন্ত শক্তি । আপনি যা চাইবেন, সেই শক্তি পাবেন এমন । এ তো ভিতরে শক্তি খোঁজে না আর বাইরে শক্তি খোঁজে । বাইরে কোন শক্তি আছে ?

ঘরে-ঘরে সহ্য করার জন্য ই বিস্ফোট হয় । আমি কত সহ্য করব, মনে এমন ই ভাবে । বাকী, ভেবে-চিন্তে রাস্তা বের করতে হবে । যে সংযোগ আসে, যে সংযোগ প্রকৃতির নির্মিত তাতে তুই এখন কি করে পালাতে পারবি ? নতুন শত্রুতা বাঁধে না আর পুরানো শত্রুতা ছেড়ে দিতে হয় তো, তার রাস্তা বের করতে হবে । এই জন্ম শত্রুতা ছাড়ার জন্য । আর শত্রুতা ছাড়ার রাস্তা, 'প্রত্যেকের সাথে সমভাবে নিকাল!' ফের দেখবেন আপনার বাচ্চারা কত সংস্কারী হবে !

প্রশ্নকর্তা : আমার বান্ধবীর প্রশ্ন এই যে, ওর স্বামী সব সময় ওর উপরে ক্রোধ করে, তো এর কি কারণ হয় ?

দাদাশ্রী : ও তো ভাল । লোকে ক্রোধ করে, তার বদলে স্বামী করে, ও ভাল । ঘরের লোক কি না !

এমন, এই কামার যদি মোটা লোহা হয় আর তাকে বাঁকাতে হয়, তখন তাকে গরম করে । কেন করে ? এ ঠান্ডা বাঁকে না সেইজন্য, সেইজন্য লোহাকে গরম করে তারপর বাঁকায় । সে তখন দুই হাতুড়ি মারে, তাতেই বেঁকে যায় । আমরা যেমন বানাতে চাই তেমন হয়ে যায় । প্রত্যেক জিনিস গরম হলে বেঁকে ই যায় সব সময় । যত গরম তত দুর্বল আর দুর্বল মানে এক-দুই হাতুড়ি মারলেই সেই স্বামীকে যেমন ডিজাইন আপনি চান, তেমন বানিয়ে দেবেন ।

প্রশ্নকর্তা : কেমন ডিজাইন বানাতে হবে, দাদা ? হাতে আসার পরে কি ?

দাদাশ্রী : আপনি যেমন বানাতে চান তেমন হবে ডিজাইন । নিজের স্বামীকে তোতাপাখির মত বানিয়ে ফেলে । বৌ বলে, 'আয়া রাম', তখন সে ও বলবে 'আয়া রাম' । 'গয়া রাম' তো সে ও বলবে 'গয়া রাম' । এমন তোতাপাখি হয়ে যাবে, কিন্তু লোকে হাতুড়ি মারতে ও জানে না তো ! এই সব দুর্বলতা, ক্রোধ করে ফেলা এই সব দুর্বলতা ।

আপনি যাচ্ছেন আর ঘরের উপর থেকে মাথায় একটা পাথর পড়ে, আর রক্ত বেরিয়ে যায়, তো সেই সময় কি খুব ক্রোধ করবেন ?

প্রশ্নকর্তা : না, ও তো হ্যাপেন (হয়ে গেছে ।)

দাদাশ্রী : না, কিন্তু সেখানে কেন ক্রোধ করেন না ? আপনি কাউকে দেখেন নি, তো ক্রোধ কি করে হবে ?

প্রশ্নকর্তা : কেউ জেনে-শুনে মারে নি ।

দাদাশ্রী : অর্থাৎ আমাদের কাছে কন্ট্রোল আছে ক্রোধের । অতঃ যদি আমরা বুঝি যে জেনে-শুনে কেউ মারে নি, তো সেখানে কন্ট্রোল রাখতে পারি । কন্ট্রোল তো আছেই । আবার বলে, 'আমার ক্রোধ হয়ে যায় ।' আরে, যেখানে হয় না, সেখানে কেন হয় না ? পুলিসের সাথে, যখন পুলিস ধমক দেয়, সেই সময় কেন ক্রোধ হয় না ? ওর বউ এর উপরে ক্রোধ হয়, বাচ্চাদের উপরে ক্রোধ হয়, প্রতিবেশীর উপরে, 'আন্ডারহেন্ড' (অধীনস্ত), তাদের উপরে ক্রোধ হয়, কিন্তু 'বস' (মালিক) এর উপরে কেন হয় না ? ক্রোধ মানুষের হতে পারে না । এ তো সে নিজের মর্জি মত করতে চায় ।

প্রশ্নকর্তা : ঘরে বা বাইরে ফ্রেন্ডস দের মধ্যে সব জায়গায় প্রত্যেকের মত আলাদা-আলাদা হয় আর সেখানে আমাদের মর্জি মত না হয় তো ফের আমাদের ক্রোধ হয়, তখন কি করব ?

দাদাশ্রী : সবাই নিজের মর্জি মত করতে যায়, তখন কি হবে ? এমন বিচার ই কি করে আসে ? তক্ষুনি এমন বিচার আসা উচিত যে সবাই যদি নিজের মর্জি মত করতে যায়, তো এখানে সামনা-সামনি বাসন ভেঙ্গে দেবে আর খাবার জন্য ও থাকবে না । সেইজন্য মর্জি মত কখনো করবে না । ধারণা ই করবে না, যেন তাতে উল্টা হয় ই না । যার গরজ হবে সে ধারণা করবে, এমন রাখবে ।

প্রশ্নকর্তা : আমরা যত ই শান্ত থাকি, কিন্তু পুরুষ ক্রোধিত হয়ে যায়, তখন আমরা কি করব ?

দাদাশ্রী : সে ক্রোধ করে আর ঝগড়া করতে চান তো আপনি ও ক্রোধ করবেন, অন্যথা বন্ধ করে দেবেন। ফ্লিম শেষ করতে হয় তো ঠান্ডা হয়ে যাবেন। আর ফ্লিম সমাপ্ত না করতে হলে সারা রাত চলতে দেবেন। কে বাঁধা দিচ্ছে ? ভাল লাগে ফ্লিম ?

প্রশ্নকর্তা : না, ফ্লিম ভাল লাগে না।

দাদাশ্রী : ক্রোধ করে কি করবেন ? মানুষ নিজে ক্রোধ করে না। এ তো মেকানিকেল এড্‌জাস্টমেন্টে ক্রোধ করে। নিজে ক্রোধ করে না। নিজের পরে মনে পশ্চাতাপ হয় যে ক্রোধ না করলে ভাল হত।

প্রশ্নকর্তা : তাকে ঠান্ডা করার উপায় কি ?

দাদাশ্রী : ও তো মেশিন গরম হয়ে গেছে, তাকে ঠান্ডা করতে হলে একটু সময় অপেক্ষা করবে, তো নিজে নিজেই ঠান্ডা হয়ে যাবে আর হাত লাগালে আর তাকে উত্ত্যক্ত করলে তো আমরা জ্বলে মরব।

প্রশ্নকর্তা : আমি আর আমার স্বামীর মধ্যে ক্রোধ আর তর্ক হয়ে যায়। কথা কাটা-কাটি ইত্যাদি হয়ে যায়, তো কি করব আমি ?

দাদাশ্রী : ক্রোধ তুমি কর কি সে করে ? ক্রোধ কে করে ?

প্রশ্নকর্তা : সে করে, পরে আমার ও হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : তো আপনি ভিতরেই নিজেকে বকবেন, 'কেন তুই এমন করিস ?' যা করেছ ও ভুগতে হবে কি না ! ফের প্রতিক্রমণ (পশ্চাতাপ) করলে সব দোষ সমাপ্ত হয়ে যায়। অন্যথা আমাদের দেওয়া দুঃখ ই আবার আমাদের ভুগতে হয়। কিন্তু প্রতিক্রমণ করলে একটু ঠান্ডা হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটু ক্রোধ তো থাকতেই হয় কি না ?

দাদাশ্রী : না, এমন কোন কায়দা নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তো খুব শান্তি থাকা উচিত। দুঃখ হয়, তো তারা স্বামী-স্ত্রী ই হয় না। ফ্রেন্ডশিপে হয় না। সত্যি

ফ্রেন্ডশিপে হয় না। আবার এ তো সব থেকে বড় ফ্রেন্ডশিপ ! এখানে হওয়া উচিত না। এ তো লোকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। নিজেদের মধ্যে এমন হয় সেইজন্য ঢুকিয়ে দিয়েছে। কায়দা এমন ই, বলে ! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তো একেবারে না হওয়া উচিত, অন্য কোথাও যদিও হয়।

প্রশ্নকর্তা : আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, যে স্ত্রী স্বামী কে পরমেশ্বর সমান মানা উচিত আর তার আজ্ঞা অনুসারে চলা উচিত। তো এখন এই কালে এর পালন কিভাবে করা উচিত ?

দাদাশ্রী : ও তো স্বামী যদি রামের মত হয়, তখন আমাদের সীতা হতে হবে। স্বামী বাঁকা হয়, তখন আমাদের বাঁকা না হলে কি করে চলবে ? সোজা থাকতে পারে তো উত্তম, কিন্তু সোজা থাকতে পারে না তো। মানুষ কি ভাবে সোজা থাকতে পারে, বার-বার বিরক্ত করতে থাকে ফের ! ফের স্ত্রী কি করবে বেচারি ? ও তো, স্বামী কে স্বামীর ধর্ম পালন করতে হবে আর স্ত্রী কে স্ত্রীধর্ম পালন করতে হবে। যদি স্বামীর একটু ভুল হয় তো, তাকে মানিয়ে নেয়, তাহাকে 'স্ত্রী' বলা হয়। কিন্তু ঘরে এসে সে এত গালা-গাল দিতে শুরু করে, তখন এই স্ত্রী কি করবে বেচারি ?

প্রশ্নকর্তা : স্বামী ই পরমাত্মা, ওটা কি ভুল ?

দাদাশ্রী : আজকালের স্বামী কে পরমাত্মা মান, তো পাগল হয়ে ঘুরে-বেড়াবে এমন !

প্রশ্নকর্তা : এমনি স্বামীকে পরমেশ্বর বলা উচিত ? তাঁর প্রতিদিন দর্শন করা উচিত ? তার চরণামৃত খাওয়া উচিত ?

দাদাশ্রী : ও তাকে পরমেশ্বর বলা হয়, যদি সে মরবে না এমন হয় তো পরমেশ্বর। যে মরে যাবে, সে কি করে পরমেশ্বর ! স্বামী পরমেশ্বর কিসের ? এই সময়ের স্বামী পরমেশ্বর হয় কি ?

প্রশ্নকর্তা : আমি তো প্রতিদিন চরণ স্পর্শ করি, স্বামীর।

দাদাশ্রী : এমন করে স্বামীকে ঠকাও হয়তো। স্বামীকে ঠকাও হয়তো পা ছুয়ে। স্বামী অর্থাৎ স্বামী, আর পরমেশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বর। এই স্বামী ও কোথায়

বলে যে 'আমি পরমেশ্বর'? 'আমি তো স্বামী' এমন ই বলে কি না?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, 'স্বামী' এমন ই বলে।

দাদাশ্রী : হাঁ। এমনি তো গরুর ও স্বামী হয়, সবার স্বামী হয়। শুধু আত্মা একাই পরমেশ্বর, শুদ্ধাত্মা।

প্রশ্নকর্তা : চরণামৃত খাওয়া যায় ?

দাদাশ্রী : আজকের লোক, দুর্গন্ধযুক্ত লোকের চরণামৃত কি করে খেতে পারবে ! এই মানুষের দুর্গন্ধ হয়, এমনি বসে থাকে তবুও দুর্গন্ধ বের হয়। ও তো আগে সুগন্ধযুক্ত লোক ছিল তখনকার কথা আলাদা ছিল। আজ তো সব লোকের থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। আমাদের মাথা ঝনঝন করে ওঠে। যেমন-তেমন করে দেখাবে যে স্বামী-স্ত্রী আমরা।

প্রশ্নকর্তা : এখন সবাই এইসব ছেড়ে দিয়েছে, দাদা । এখন সবাই শিক্ষিত কি না, সেইজন্য সবাই এর বর্জন করেছে।

দাদাশ্রী : পতি পরমেশ্বর হয়ে বসে আছে, দ্যাখ না ! ওদের হাতে বই লেখার সত্তা সেইজন্য কে বলবে, এক তরফা করে দিয়েছে না ? এমন না হওয়া উচিত।

প্রশ্নকর্তা : আজকালের বউরা নিজের স্বামী কে আগেকার বউ দের মত সন্মান দেয় না।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আগের স্বামীরা 'রাম' ছিল আর এখন 'মরা' হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা : এটাকে বলে যমরাজ।

প্রশ্নকর্তা : স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য কি, সেটা বুঝিয়ে দিন।

দাদাশ্রী : স্ত্রী কে সর্বদা স্বামীর প্রতি সিন্সিয়ের (নিষ্ঠাবান) থাকা উচিত। স্বামী স্ত্রী কে বলা উচিত যে 'তুমি সিন্সিয়ের না থাক তো আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।' তাকে তো সতর্ক করতে হবে। 'বিওয়ার'(সাবধান) করবে, কিন্তু চাপ দিতে পারবে না যে তুমি সিন্সিয়ের থাকবে। কিন্তু 'বিওয়ার' বলবে। সিন্সিয়ের থাকা উচিত সারা

জীবন। রাত-দিন সিন্সিয়ের, তার ই চিন্তা হওয়া উচিত। তোমাকে তার চিন্তা করতে হবে তবেই সংসার ঠিক মত চলবে।

প্রশ্নকর্তা : স্বামী সিন্সিয়ের না থাকে, তখন ফের স্ত্রীর মাথা খারাপ হয়ে যায় তো পাপ হবে না তো ?

দাদাশ্রী : মাথা খারাপ হয়ে যায় তো স্বাদ চাখে তো ! পরে স্বামী ও স্বাদ চাখে তো ! এমন করা উচিত না। এজ ফার এজ পসিবল (যতদূর সম্ভভ) স্বামীর ইচ্ছা না হয় আর ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তো স্বামী কে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত, যে 'আমি ক্ষমা চাইছি, আর এমন হবে না।' সিন্সিয়ের তো থাকা উচিত কি না মানুষের? সিন্সিয়ের না থাকলে কি করে চলবে ?

প্রশ্নকর্তা : ক্ষমা চেয়ে নেয় স্বামী, কথায়-কথায় ক্ষমা চেয়ে নেয়, কিন্তু আবার তেমন ই করে তখন ?

দাদাশ্রী : স্বামী ক্ষমা চেয়ে নেয় তো বুঝে নিতে হবে যে বেচারা কত বিবশতা অনুভব করছে ! সেইজন্য লেট গো করবে। ওর কোন এমন হেবিট (অভ্যাস) হয় নি। 'হেবিচ্যুএট' হয় নি। ওর ও পছন্দ হয় না কিন্তু কি করবে ? জবরদস্তি এমন হয়ে যায়। ভুল-ত্রুটি তখন ই হয় কি না !

প্রশ্নকর্তা : স্বামীর হেবিট (অভ্যাস) হয়ে যায়, তো কি করব ?

দাদাশ্রী : কি করবে ফের ? কি ওকে বের করে দেবে ? বের করে দেবে তো বেইজ্জত হবে বাইরে। বরং ঢাকা দিয়ে রাখা উচিত, আর কি হতে পারে ? নর্দমা ঢাকা দিয়ে রাখে কি খোলা রাখে ? এই নর্দমা সব ঢাকনা বন্ধ রাখা উচিত কি খুলে রাখা উচিত ?

প্রশ্নকর্তা : বন্ধ রাখা উচিত।

দাদাশ্রী : নয় তো যদি খোল তো দুর্গন্ধ আসবে, নিজের মাথা ঘুরে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : এই সিঁদুর কেন লাগায় ? আমেরিকাতে অনেক মহিলারা আমাদের জিজ্ঞাসা করে এ তোমরা এখানে সিঁদুর কেন লাগাও ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সিঁদুর এইজন্য যে আমরা আর্য স্ত্রী, সেইজন্য। আমরা অনার্য না। আর্য স্ত্রী সিঁদুর লাগায়। অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে যতই ঝগড়া হয়, তবু ও সে ঘর ছেড়ে চলে যায় না আর বিনা সিঁদুরের তো পরের দিন ই চলে যায়। আর এরা তো স্টেডী (স্থির) থাকে, সিঁদুরওয়ালারা। এখানে মনের স্থান, তো এক স্বামী তে মন একাগ্র থাকে, সেইজন্য।

প্রশ্নকর্তা : স্ত্রীদের কি করা উচিত ? পুরুষদের তো আপনি বলেছেন, কিন্তু স্ত্রীদের দুই চোখে কি রাখা উচিত ?

দাদাশ্রী : স্ত্রীদের তো, সে হয়তো যেমন ই স্বামী পেয়েছে, স্বামী যা পেয়েছ ও নিজের হিসাবের। স্বামী পাওয়া, ও কোন গপ্প নয়। অতঃ যে স্বামী পেয়েছ তার প্রতি পতিব্রতা হওয়ার প্রযত্ন করবে। আর যদি এমন করতে না পার তো তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। কিন্তু তোমার দৃষ্টি এমন হতে হবে। আর স্বামীর সাথে পার্টনারশিপ (অংশীদারি) এ কিভাবে এগিয়ে যাবে, উর্ধগতি হয়, কি ভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হবে, এমন বিচার করবে !

(২০) পরিণাম, বিবাহ বিচ্ছেদের

মতভেদ পছন্দ হয় ? মতভেদ হয় তখন ঝগড়া হয়, চিন্তা হয়। তো মতভেদে কি হয় ? মতভেদ হলে 'ডাইভোর্স' নেয় আর তনভেদ হয় তখন অর্থী (মৃতদেহ) ওঠে !

প্রশ্নকর্তা : ব্যবহারিক বিষয়ে যে মতভেদ হয়, ও বিচারভেদ বলা হয় কি মতভেদ বলা হয় ?

দাদাশ্রী : ও মতভেদ বলা হয়। এই জ্ঞান নেওয়া হয় তো তাকে বিচারভেদ বলে, নয় তো মতভেদ বলা হয়। মতভেদ থেকে তো ঝটকা লাগে !

প্রশ্নকর্তা : মতভেদ কম থাকে তো ও ভাল কি না ?

দাদাশ্রী : মানুষের মতভেদ তো হওয়া ই উচিত না। যদি মতভেদ হয় তো ও মানবতা ই বলা যায় না। কারণ মতভেদ থেকে কখনো মনভেদ হয়ে যায়। মতভেদ থেকে মনভেদ হয়ে যায় তো 'তুই এমন আর তুই নিজের ঘরে চলে যা' এমন

বলতে শুরু করে। এতে ফের মজা থাকে না। যেমন-তেমন করে নির্বাহ করে নেওয়া।

প্রশ্নকর্তা : এখন তো নিখাদ মতভেদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

দাদাশ্রী : সেটাই বলছি, এই সব ভাল না। বাইরে শোভা দেয় না। এর কোন অর্থ নেই। এখনো শুধরানো যাবে। আমরা মানুষ, সেইজন্য শুধরাতে পারবো। এ কিসের জন্য এমন হতে হবে ? আরে, দুর্গতি করতে থাকে তো ? একটু বুঝতে তো হবে কি না ? এই সব কিছুতে সুপারফ্লুয়াস (অনাবশ্যক) থাকতে হবে, যখন কি স্ত্রীর স্বামী হয়ে বসে আছে কিছু লোক তো ! আরে ! স্বামীগিরি কেন দেখাতে যাও ? এ তো যখন পর্যন্ত বেঁচে আছে, তখন পর্যন্ত স্বামী আর কাল ডাইভোর্স না নেয়, তখন পর্যন্ত স্বামী। কাল বৌ ডাইভোর্স নিয়ে নেয় তখন তুই কার স্বামী ?

প্রশ্নকর্তা : আজকাল সবাই ডাইভোর্স নেয়, বিবাহবিচ্ছেদ নেয়, এই ছোট-ছোট বাচ্চাদের ছেড়ে দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ নেয়, তো ওদের দীর্ঘশ্বাস লাগে না ?

দাদাশ্রী : লাগে তো সব, কিন্তু কি করবে তাতে ? বাস্তবে বিবাহবিচ্ছেদ নেওয়া উচিত না। সত্যি বল তো মানিয়ে নেওয়া উচিত সব। বাচ্চা হওয়ার আগে নেয় তো অসুবিধা হয় না, কিন্তু বাচ্চা হওয়ার পরে বিবাহবিচ্ছেদ নেয় তো বাচ্চার দীর্ঘশ্বাস লাগে তো !

প্রশ্নকর্তা : ছেলের বাবার একটুও মাথা কাজ করে না, কোন কাজ-কর্ম করে না, মোটর চালাতে জানে না আর চার দেওয়ালের মধ্যে ঘরে বসে থাকে, তো কি করব ?

দাদাশ্রী : কি করবে তাহলে ? দ্বিতীয় জন সরল পাবে কি না, তার কি ভরসা আছে ?

প্রশ্নকর্তা : ভরসা তো নেই না...

দাদাশ্রী : দ্বিতীয় জন যদি তার থেকে ও খারাপ মেলে, তখন কি করবে ? অনেক মেয়েরা পেয়েছে এমন। আগের স্বামী ছিল, সে ভাল ছিল। আরে, মূর্খ ! সেখানেই পড়ে থাকতে হত ! ভিতরে এমন বুঝতে হবে কি বুঝতে হবে না ?

প্রশ্নকর্তা : দাদাকে সঁপে দিই, তাহলে দ্বিতীয় জন সরল পাব তো ?

দাদাশ্রী : ভাল মেলে আর তিন বছর পরে ওর এট্যাক আসে, তখন কি করবে? এই নিখাদ ভয়ের সংসারে কিসের জন্য এই সব... ! যা হয়েছে সেটাই করেক্ট বলে চালিয়ে নাও তো ভাল।

প্রথম স্বামী সব সময় ভালই হয়, কিন্তু দ্বিতীয় তো বখাটে ই হবে। কারণ সে ও এমন ই খোঁজে। বখাটে ই খোঁজে আর সে নিজেও বখাটে ই হয়, তবেই দুজন একত্র হবে কি না ! বখাটে দুজন একত্র হয়ে যায়। এর বদলে তো আগেরজন ই ভাল। নিজের জানা-শোনা কি না ! আরে ! এমন তো হবেই না ! সে রাত্রে গলা তো দাবিয়ে দেবে না ! এমন তোমার ভরসা আছে তো ! আর দ্বিতীয়জন তো গলা ও দাবিয়ে দেবে !

বাচ্চার জন্য ও নিজেকে বোঝাতে হবে। একটা বা দুটো বাচ্চা হয়, কিন্তু ও বেচারারা তো অসহায় হয়ে যাবে কি না ! অসহায় বলা হবে না ?

প্রশ্নকর্তা : অসহায় ই বলা হবে !

দাদাশ্রী : মা কোথায় গেছে ? বাবা কোথায় গেছে ? এক বার নিজের এক পা কেটে যায়, তখন এক অবতার কাটিয়ে নেয় না কি আত্মহত্যা করে নেয়?

স্বামী খারাপ লাগে না ! এমন লাগে তখন কি করবে ? আবার স্বামীর মাথা একটু এদিক-ওদিক হয়, কিন্তু বিয়ে করেছ তো নিজের স্বামী, অর্থাৎ আমার সব থেকে ভাল-বেষ্ট, এমন বলবে। অতঃ খারাপ বলে এই জগতে কিছু হয় ই না।

প্রশ্নকর্তা : বেস্ট বলি তাহলে তো স্বামী মাথায় উঠে বসবে।

দাদাশ্রী : না, মাথায় উঠবে না। ও সারা দিন বেচারা বাইরে কাজ করতে থাকে, ও কি মাথায় উঠবে ? স্বামী তো নিজের যেমন পেয়েছ না তাকেই মানিয়ে নেবে, অন্য থোড়াই আনতে যাবে ? কিনতে পাওয়া যায় ? কিছু উল্টা-সীধা কর আর ডাইভোর্স নিতে হয়, ও তো খারাপ দেখাবে আবার। এ ও জিজ্ঞাসা করবে, ডাইভোর্স নেওয়া। তখন আবার কোথায় যাবে ? তার বদলে একজনকে বিয়ে করেছ তো কাটিয়ে নাও সেখানেই। অর্থাৎ সব জায়গাতে এমন হয় আর আমাদের সাথে

বনি-বনা হয় না, কিন্তু কি করবে ? এখন কোথায় যাবে ? সেইজন্য এর সাথেই মানিয়ে নেবে। আমরা ইন্ডিয়ান, কত স্বামী বদলাবে ? এই এক করেছ সে ই... যা পেয়েছ সে ই ঠিক। কেস এক দিকে রেখে দেবে। আর পুরুষেরা যেমন ই বউ পেয়েছ, ক্লেশ করে তবু ও তার সাথে সমাধান করে নেবে সব। সে কি পেটে কামড়াবে ? সে তো বাইরে চিৎকার করে অথবা মুখে গাল দেয়, পেটে ঢুকে কামড়ায় তখন আপনি কি করবেন, তার মত ই এই সব। রেডিও ই হয়। কিন্তু এ আপনি এভাবে জানতে পারবেন না যে এ বাস্তবে... আপনার তো এমন ই মনে হবে যে এ সত্যিকরে সেটাই করছে। আবার ওর ও পশ্চাতাপ হয়, যে আমি না বলার মত কথাও বলে দিয়েছি। তখন তো ফের সে করে কি রেডিও করে ?

একজন ভদ্রমহিলার সংসার মুম্বাইতে ফ্রেক্চার হতে যাচ্ছিল। স্বামী অন্য গুপ্ত সম্বন্ধ রেখেছিল আর এই স্ত্রী জানতে পেরে যায়, সেইজন্য ভয়ঙ্কর ঝগড়া হতে থাকে। ফের সেই ভদ্রমহিলা আমাকে বলে যে 'এ এমন, আমি কি করব ? আমাকে পালিয়ে যেতে হবে।' আমি বলি, 'এক পত্নীব্রতের নিয়ম পালন করছ, তেমন মেলে তো পালিয়ে যাবে। অন্যথা দ্বিতীয় কোনটা ভাল পাবে ? তেমন তো এক জন ই রেখেছ না ?' তখন বলে, 'হ্যাঁ, একজন ই আছে।' তখন আমি বলি, 'ঠিক আছে, লেট গো কর (চালিয়ে নাও)। বড় মন রাখ। তুমি এর থেকে ভাল পাবে না।'

কলি যুগে তো স্বামী ও ভাল মেলে না বউ ও ভাল মেলে না। এই সমস্ত মাল ই আবর্জনা যেমন হয় কি না ! মাল পছন্দ করার মতই না। সেইজন্য এ পছন্দ করতে হবে না, এ তো তোমাকে সমাধান বের করতে হবে। এ কর্মের হিসাব চুকতা করতে হয়, সেইজন্য সমাধান আনতে হবে। যখন কি না লোকে সহজে, মনে কর সত্যিকরে স্বামী-স্ত্রী হতে যায় ! আরে, সমাধান কর না এদিক থেকে। যে কোন ভাবে ক্লেশ কম হয় সেই ভাবে সমাধান বের করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : দাদা, ওকে ও এমন সংযোগ মিলেছে, সেটাও হিসাব মতেই হয়েছে কি না ?

দাদাশ্রী : বিনা হিসাবে তো এমন মেলেই না তো !

সংসার আছে সেইজন্য ক্ষত তো পড়বেই কি না ! আর এই মহিলা ও বলবে যে এখন এই ক্ষত ভরাট হবে না। কিন্তু সংসারে মগ্ন হও তো ফের ক্ষত ভরে যায়। মূর্ছা আছে তো ! মোহের জন্য মূর্ছা আছে। মোহের জন্য ক্ষত ভরে যায়। যদি

ক্ষত না ভরে তো বৈরাগ্য ই এসে যায় কি না ? মোহ কাকে বলে ? সব অনুভব হয়ে থাকলে ও ভুলে যায়। 'ডাইভোর্স' নেওয়ার সময় স্থির করে যে এখন কোন মেয়ে কে বিয়ে করব না, কিন্ত তবুও আবার ঝাপিয়ে পড়ে !

প্রশ্নকর্তা : আমি ওকে বলছিলাম যে আমাদের বিবাহিত জীবনে নিরানব্বই প্রতিশত অমিল জোড়া আছে।

দাদাশ্রী : সর্বদা ই যাকে অমিল জোড়া বলা হয়, কলিযুগে যদি অমিল জোড়া হয় তো সেই অমিল জোড়া ই উপরে নিয়ে যাবে নয় তো ফের একদম অধোগতিতে নিয়ে যাবে। দুটোর মধ্যে একটা কার্যকরী হয় আর সজোড়া কার্যকারী হয় না। অমিল জোড়া হয়, সেইজন্য উচ্চগতি তে নিয়ে যাবে আর সজোড়া তো এমনি ঘুরে বেড়ায় সাথে-সাথে।

অমিল জোড়ায় কেমন হতে হয় যে সে বিগড়ায় তখন আমাদের শান্ত থাকতে হবে, যদি আমরা বুদ্ধিমান হই তো। কিন্তু সে বিগড়ায় আর আমরা ও বিগড়াই, তাতে থাকল কি ?

প্রশ্নকর্তা : ডাইভোর্স, এমন কেমন সংযোগ হলে ডাইভোর্স নেওয়া উচিত ?

দাদাশ্রী : এই ডাইভোর্স তো এখন এসেছে। আগে ডাইভোর্স ছিল ই কোথায়?

প্রশ্নকর্তা : এখন তো হচ্ছে কি না ? তো কোন সংযোগে এই সব করা উচিত?

দাদাশ্রী : কোথাও মিল হয় না, তখন আলাদা হয়ে যাওয়া ভাল। এড্‌জাস্টেবল ই না হয় তো আলাদা হয়ে যাওয়া ভাল। অন্যথা আমি তো একটা কথা ই বলি যে 'এড্‌জাস্ট এভরিহোয়্যার'। কারণ যে অন্য দুজন কে বলে গুণ করতে যাবে না যে, 'এমন আছে আর তেমন আছে।'

প্রশ্নকর্তা : এই আমেরিকাতে যে ডাইভোর্স নেয়, তাকে খারাপ বলা হবে কি নিজেদের মধ্যে বনি-বনা না হয় আর তারা ডাইভোর্স নেয়, তাদের ?

দাদাশ্রী : ডাইভোর্স নেওয়ার অর্থ ই কি তাতে ! এ কি কাপ-প্লেট ? কাপ-প্লেট আলাদা-আলাদা দেওয়া হয় না। ওদের ডাইভোর্স করায় না, তো এই মানুষের-স্ত্রীদের কি ডাইভোর্স করতে হবে ? ওদের জন্য, বিদেশীদের জন্য ঠিক, কিন্তু

আপনি তো ইন্ডিয়ান । যেখানে এক পত্নীব্রত আর এক পতিব্রত এর নিয়ম ছিল । এক স্ত্রী কে ছেড়ে অন্য স্ত্রী কে দেখব না এমন বলে, এমন বিচার ছিল । সেখানে ডাইভোর্সের বিচার শোভা দেয় ? ডাইভোর্স মানে এই এঁটো বাসন বদলানো । খাবার পরে এঁটো বাসন আবার অন্যকে দেওয়া, আবার তৃতীয় কে দেওয়া । নিখাদ এঁটো বাসন বদলাতে থাকা, তার নাম ডাইভোর্স। পছন্দ হয় কি তোমার ডাইভোর্স ?

কুকুর-জানোয়ার সব ডাইভোর্সওয়ালা আর ফের মানুষ ও সেটাই করে তো ফের পার্থক্য কি থাকল ? মানুষ বীস্ট (জানোয়ার) এর মত ই হয়ে গেছে। আমাদের হিন্দুস্থানে তো একটা বিয়ের পর দ্বিতীয় বিয়ে করত না। ও তো, যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে ও করত না, এমন লোক ছিল ! কেমন পবিত্র লোক জন্মেছিল !

আরে, বিবাহ বিচ্ছেদ নেয় তাদের ও আমি এক ঘন্টাতে মিল করিয়ে দিই আবার ! আলাদা হতে চায় তো, তাদের আমার কাছে নিয়ে আস তো আমি এক ঘন্টাতে ঠিক করে দেব। ফের সে দুজন সাথে থাকবে। ভয় শুধু অজ্ঞানতার। অনেক আলাদা হয়ে যাওয়া জোড়া ঠিক হয়ে গেছে এতে।

এ তো আমাদের সংস্কার। ঝগড়া করতে-করতে আশি বছর হয়ে গেছে, তবুও মরার পরে শ্রাদ্ধের দিন শয্যা দান করে। শয্যা দানে কাকার এ পছন্দ ছিল আর এ পছন্দ ছিল, কাকী সব মুম্বাই থেকে আনিয়ে রাখে। তখন একটি ছেলে ছিল, সে আশি বছরের কাকী কে বলে, 'কাকী, কাকা তো আপনাকে ছয় মাস আগে ফেলে দিয়েছিল। সেই সময় তো আপনি উল্টা বলছিলেন কাকার জন্য।' 'তবু ও, এমন স্বামী পাব না' বলতে থাকে। এমন বলেছিল সে। সারা জীবনের অনুভব থেকে খুঁজে বের করে যে 'কিন্তু সে অন্তর থেকে খুব ভাল ছিল। এই প্রকৃতি বাঁকা ছিল কিন্তু অন্তরে... '

লোকে দেখে, এমন আমাদের জীবন হওয়া উচিত। আমরা ইন্ডিয়ান। আমরা বিদেশী না। আমরা স্ত্রী কে মানিয়ে নিই আর স্ত্রী আমাদের মানিয়ে নেয়, এমন করতে-করতে আশি বছর পর্যন্ত চলে। যখন কি ওরা (ফরেনার্স) তো এক ঘন্টা ও মানিয়ে নেয় না আর স্বামী ও এক ঘন্টা মানিয়ে নেয় না।

প্রত্যেকের প্রকৃতির বাজি ফাটছে । এই বাজি কোথা থেকে এসেছে ?

প্রশ্নকর্তা : নিজের নিজের প্রকৃতির।

দাদাশ্রী : যখন আমরা ভাবি যে 'এ ফুটবে ই' তখন ফুস্ হয়ে যায় ! ফুস্‌স... ফুস্ হয়ে যায় । সেই বোকা ফুস হয় কি না ?

আর মন ফরিয়াদ করে যে 'কত অধিক বলে গেল, কত কিছু সব হয়ে গেছে।' তখন মন কে বলবে, 'শুইয়ে পড়, এই ক্ষত এখন ভরে যাবে'। ক্ষত ভরে যাবে অচিরে... কাঁধ চাপড়াও তো শুইয়ে পড়বে। তোমার ক্ষত ভরে গেছে না সব ! না? যে ক্ষত পড়ে ছিল ওসব ?

প্রশ্নকর্তা : ঝগড়া হয়, তখন ভরে থাকা মাল বের হয় ?

দাদাশ্রী : যখন ঝগড়া হয়, তখন ভিতরে নতুন মাল ঢোকে, কিন্তু এই জ্ঞান মেলার পর ভরে থাকা মাল বের হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : এই যে স্বামী ঝগড়া করতে থাকে আর সেই সময় আমি প্রতিক্রমণ করি তো ?

দাদাশ্রী : তাতে কোন বাধা নেই ।

প্রশ্নকর্তা : তখন ভরে থাকা মাল বেরিয়ে যাবে তো সব ?

দাদাশ্রী : তখন তো সব বেরিয়ে যাবে। যেখানে প্রতিক্রমণ হয় সেখানে মাল বেরিয়ে যায়। প্রতিক্রমণ ই শুধু একমাত্র উপায় এই জগতে।

স্বামী বকে তো কি করবে এখন ?

প্রশ্নকর্তা : সমভাবে *নিকাল* (সমাধান) করে দেব।

দাদাশ্রী : এমন ! চলে যাবে না তো এখন ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : সে চলে যেতে চায়, তখন কি করবে তুমি ? 'আমার তোমার সাথে চলবে না' এমন বলে তখন ?

প্রশ্নকর্তা : ডেকে নিয়ে আসব। ক্ষমা চেয়ে পা ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ডেকে আনবে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মাথায় হাত রেখে, মাথায় হাত বুলিয়ে ... এমন সব করবে যে সে শান্ত হয়ে যায় আবার।

বুদ্ধি দিয়ে কাজ হয় তো বুদ্ধি ব্যবহার করবে। ফের পরের দিন সে আপনাকে বলে, 'তুমি পায়ে ধরেছিলে না ?' তখন বলবে 'সেই কথা আলাদা ছিল। আপনি কেন পালিয়ে যাচ্ছিলেন, নির্বুদ্ধিতা করছিলে, সেইজন্য ধরেছি !' সে ভাবে যে এ সর্বদার জন্য ধরেছে, ও তো সেই সময়ের জন্য ই, অন দ্যাট মোমেন্ট (সেই ক্ষণের জন্য) ছিল !

(২১) সপ্তপদীর সার...

জীবন নির্বাহ করার কলা এই কালে নেই। মোক্ষের মার্গ তো ছেড়েই দাও, কিন্তু জীবন নির্বাহ করা তো জানা চাই কি না ? বিষয় টা ই তো বুঝতে হবে যে এই রাস্তায় এমন আর এই রাস্তায় এমন। ফের নির্ধারণ করতে হবে যে কোন রাস্তায় যেতে হবে ? বুঝতে না পার তো 'দাদা' কে জিজ্ঞাসা করে নেবে, তখন 'দাদা' আপনাকে দেখাবে যে এই তিনটে রাস্তা বিপদজনক আর এই রাস্তা বিপদজনক নয় সেই রাস্তায় আমার আশীর্বাদ নিয়ে চলবেন।

বিবাহিতের মনে হয় যে আমি তো ফেঁসে গেছি, উল্টা ! অবিবাহিতের মনে হয় যে এই লোকেরা মজা করছে ! এই দুইয়ের মাঝের অন্তর কে দূর করবে ? আর বিয়ে না করে চলে, এমন ও নয় এই জগত ! তো কিসের জন্য বিয়ে করে দুঃখী হবে? তো বলে এই লোকেরা দুঃখী হয় না, এক্সপিরিয়েন্স (অনুভব) নিচ্ছে। সংসার সঠিক কি ভুল, সুখ আছে কি নেই ? সেই হিসাব বের করার জন্য সংসার। আপনি করেছেন কোন হিসাব নিজের হিসাবের খাতায় ?

সারা সংসার ঘানির সমান। পুরুষ বলদের জায়গায় আছে আর স্ত্রী তেলির জায়গায়। ওখানে তেলি গায় আর এখানে বউ গায় তো বলদ চোখে পটি লাগিয়ে সেই তানেই চলতে থাকে ! গোল-গোল ঘুরতে থাকে। এমন ই সারা দিন সে বাইরে কাজ করতে থাকে আর মনে করে যে কাশী পৌঁছে গেছি হয়তো ! আর পটি খুলে দেখে তো ভাই যেখানের সেখানেই ! ফের সেই বলদ কে কি করে তেলি ? ফের

একটু খইল বলদ কে খাওয়ায় আর বলদ খুশী হয়ে আবার শুরু হয়ে যায়। তেমন ই এতে বউ ভাল কিছু খাবার খাওয়ায় যে ভাই আরামে খেয়ে আবার শুরু !

বাকী এই দিন কিভাবে কাটাবে, এ ও মুস্কিল হয়ে গেছে। স্বামী এসে বলবে যে, 'আমার হার্টে ব্যথা হচ্ছে।' ছেলে এসে বলবে 'আমি ফেল হয়ে গেছি' স্বামীর হার্টে ব্যথা হয় তখন বউ এর চিন্তা হয় যে 'হার্ট ফেল' হয়ে গেলে কি হবে, সব রকমের চিন্তা ঘিরে ধরে। শান্তিতে থাকতে দেয় না।

বিয়ের মূল্য কখন হয় ? লাখ লোকের মাঝে দুই-এক জনকে বিয়ে করতে মেলে, তখন। এ তো সবাই বিয়ে করে, তাতে কি ? স্ত্রী-পুরুষের (বিয়ের পরে) ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত, তার তো অনেক বড় কলেজ আছে। এ তো না পড়ে বিয়ে করে নেয়।

এক বার অপমান হয়, তো অপমান সহ্য করতে অসুবিধা নেই, কিন্তু সাথে অপমান কে লক্ষ্যে রাখা আবশ্যক যে কি অপমানের জন্য জীবন ? অপমানে অসুবিধা নেই, মানের ও আবশ্যকতা নেই আর অপমানের ও আবশ্যকতা নেই। কিন্তু আমাদের জীবন কি অপমানের জন্য এমন লক্ষ্য তো থাকা উচিত কি না ?

বউ রুষ্ট হয়ে থাকে, তখন পর্যন্ত ভগবান কে স্মরণ করে আর বউ কথা বলতে আসে তো ভাই তৈয়ার ! ফের ভগবান আর বাকি সব-কিছু এক দিকে ! কি যে সমস্যা ! এই ভাবে কি দুঃখ মিটে যাবে ?

সংসার মানে কি ? জঞ্জাল। এই শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, সেটা ও জঞ্জাল! জঞ্জাল এর কোথাও শখ হয় কি ? এর প্রতি রুচী থাকে সে ও একটা আশ্চর্য কি না ! মাছ ধরার জাল আলাদা আর এই জাল আলাদা ! মাছের জাল থেকে কেটে-কূটে বেরিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু এর থেকে বের হওয়া ই যায় না। অন্তে যখন অর্থী (মৃতদেহ) উঠবে, তখন বের হতে পারে !

'জ্ঞানীপুরুষ' এই সংসার জাল থেকে বের হওয়ার রাস্তা দেখায়, মোক্ষমার্গ দেখায় আর সঠিক পথে নিয়ে আসে আর আমাদের মনে হয় যে আমরা এই জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে গেছি !

একে জীবন কি করে বলবে ? জীবন কত সুশোভিত হয় ! এক-এক মনুষ্যের সুগন্ধ আসতে হবে। আসে-পাশে কীর্তি এমন ছড়িয়ে যায় যে বলতে হয়, এই সেঠ আছে না, তিনি কত ভাল ! তাঁর কথা কত সুন্দর ! তাঁর ব্যবহার কত সুন্দর ! এমন কীর্তি দেখতে পাও ? এমন সুগন্ধ আসে কি লোকের ?

প্রশ্নকর্তা : কখনো-কখনো, কোন-কোন লোকের সুগন্ধ আসে।

দাদাশ্রী : কোন-কোন মন্যুষের, কিন্তু সে ও কত ? আর যদি তার ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর তো দুর্গন্ধ পাবে। বাইরে সুগন্ধ আসে, কিন্তু ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর তো বলবে যে, 'ওর নাম ও নেবে না, ওর কথা ই বলবে না।' অতঃ এ সুগন্ধ বলা হয় না।

জীবন তো সাহায্য করার জন্য ই হতে হবে। এই ধুপ কাঠি যখন জ্বলে, তাতে নিজের সুগন্ধ নেয় সে ?

আর এই যে সংসার সেটা ম্যুজিয়াম। এই ম্যুজিয়ামে শর্ত কি হয় ? প্রবেশ করলেই লেখা থাকে যে ভাই, তোমার যা ই খাওয়া-দাওয়া করতে হয়, কিছু ভোগতে হয় তো ভিতরে ভোগবে। কিছু ই বাইরে নিয়ে বের হবে না আর ঝগড়া করবে না। কারো প্রতি রাগ-দ্বেষ করবে না। খাওয়া-দাওয়া সব কিছু করবে কিন্তু রাগ-দ্বেষ না। যখন কি না এ তো ভিতরে গিয়ে বিয়ে করে। আরে, বিয়ে কোথায় করেছ ? এ তো বাইরে যাবার সময় হয়রানি হবে ! তখন ফের সে বলবে যে আমি বাঁধা পরে গেছি। নিয়ম মতে ভিতরে যায় আর খায়-দায়, বিয়ে করে তাতেও বাঁধা নেই। স্ত্রী কে বলে দেবে, 'দ্যাখ এই সংসার এক সংগ্রহস্থান, এতে রাগ-দ্বেষ করবে না। যখন পর্যন্ত অনুকূল মনে হয় তখন পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু অন্তিমে আমাদের বিনা রাগ-দ্বেষে বেরিয়ে যেতে হবে।' ওর উপরে দ্বেষ নয়। কাল সকালে অন্যের সাথে ঘুরে-বেড়ায় তখন ও ওর উপরে দ্বেষ নয়। এই সংগ্রহস্থান এমন। ফের আপনাকে যত-যত যুক্তি করতে হয়, তত করবেন। এখন সংগ্রহস্থান কে দূর করতে পারবেন না। যা হয়েছে সেটাই ঠিক এখন তো। আমরা সংস্কারী দেশে জন্ম নিয়েছি তো ! সেইজন্য মেরিজ-টেরিজ সব কিছু কায়দাতে হতে হবে।

(২২) স্বামী-স্ত্রীর প্রাকৃতিক পর্যায়

প্রশ্নকর্তা : স্ত্রীদের আত্মজ্ঞান হতে পারে কি না ? সমকিত হতে পারে ?

দাদাশ্রী : বাস্তবে হতে পারে না, কিন্তু আমি এখানে করাই। কারণ প্রকৃতির এই কক্ষ ই এমন যে আত্মজ্ঞান পৌঁছায় ই না। কারণ স্ত্রীদের কপটের গ্রন্থি এত বড় হয়, মোহ আর কপটের, সেই দুই গ্রন্থি আত্মজ্ঞান কে ছুঁতে দেয় না।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ ও তো ব্যবস্থিতের অন্যায় হয়েছে না ?

দাদাশ্রী : না, সে তো পরের জন্মে পুরুষ হয়ে পরে মোক্ষে যাবে। এই সবাই বলে যে স্ত্রী মোক্ষে যেতে পারে না, তো সেই কথা একান্তিক নয়। পুরুষ হয়ে ফের যায়। এমন কোন নিয়ম নেই যে স্ত্রী স্ত্রী ই থাকবে। সে পুরুষের মত কবে হবে যে যখন সে পুরুষ এর সাথে স্পর্ধায় থাকে আর অহংকার বাড়তে থাকে, ক্রোধ বাড়তে থাকে, তখন সেই মেয়েলি ভাব উড়ে যায়। অহংকার আর ক্রোধের প্রকৃতি পুরুষের আর মায়া আর লোভের প্রকৃতি স্ত্রীর, এমন করে চলে এই গাড়ি। কিন্তু আমার এই অক্রম বিজ্ঞান এমন বলে যে স্ত্রীর ও মোক্ষ হতে পারে। কারণ এই বিজ্ঞান আত্মাকে জাগায়। আত্মজ্ঞান না হয়, তাহলে ও কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু আত্মা কে জাগায়। কত স্ত্রী এমন আছে যে দাদা নিরন্তর চব্বিশ ঘন্টা স্মরণে থাকে ! হিন্দুস্থানে কত আর আমেরিকাতে কত হবে যাদের দাদা চব্বিশ ঘন্টা স্মরণে থাকে !

প্রশ্নকর্তা : অতঃ আত্মার তো কোন জাত হয় না তো ?

দাদাশ্রী : আত্মার কোন জাত হয় ই না ! প্রকৃতির জাত হয়। উজ্জ্বল মাল ভরা হয় তো উজ্জ্বলতা বের হয়। কালো ভরা হলে কালো বের হবে। প্রকৃতি, সে ও ভরা মাল। যে মাল ভরা আছে তার নাম প্রকৃতি আর তেমন পুদ্গল বলা হয়। অর্থাৎ পূরণ করেছে তার গলন হতে থাকে। ভোজন এর পূরণ করেছে, তো তার পায়খানায় গলন হয়। জল খেয়েছে, তো ও প্রস্রাবে, শ্বাসোশ্বাস সব এ পুদ্গল পরমাণু।

এ পুরুষ হতে হলে তো এই দুটো গুণ চলে যায় তখন হতে পারে, মোহ আর কপট। মোহ আর কপট দুই প্রকারের পরমাণু একত্র হয় তো স্ত্রী হয় আর ক্রোধ আর মান একত্র হয় তো পুরুষ হয়। পরমাণুর আধারে এই সব হয়ে যাচ্ছে।

এক বার বোনেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমাদের কিছু বিশিষ্ট দোষ হয়, তাতে বেশি লোকসানদায়ক দোষ কোনটা ? তখন আমি বলি, 'নিজের মর্জিমত করাতে চায় সে।' সব বোনদের ইচ্ছা এমন হয়, নিজের মর্জিমত করাবে। স্বামীকে ও উল্টা রাস্তায় নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়ে নিজের মর্জিমত করায়। অতঃ এটা ভুল,

উল্টা রাস্তা । আমি ওদের লিখিয়েছি যে এই রাস্তা না হওয়া উচিত । মর্জিমত করানোর অর্থ কি হয় ? খুব ই লোকসানদায়ক !

প্রশ্নকর্তা : পরিবারের ভাল হয়, এমন আমরা করাই তো তাতে কি ভুল ?

দাদাশ্রী : না, ও ভাল করতেই পারে না তো ! যে মর্জিমত করে, সে পরিবারের ভাল করে না কখনো । পরিবারের ভাল কে করতে পারে যা, 'সবার মর্জিমত হয়, এই ভাবে হয় তো ভাল', ও পরিবারের ভাল করতে পারে । সবার, কারো মনে দুঃখ না হয়, সেই ভাবে হয় সব তো । যে নিজের মর্জিমত করাতে চায়, সে তো পরিবারের ভারী লোকসান করে । ও বিবাদ আর ঝগড়া করার সাধন সব । নিজের মর্জিমত না হয় তো ফের খাবে ও না, দুঃখী হয়ে বসে থাকে । কাকে মারতে যাবে, মন মরা হয়ে বসে থাকে আবার । আর পরের দিন আবার কপট করে । এ কোন জাত ! নিজের মর্জিমত করতে চায় কিন্তু না হয় তখন কি হবে ? এমন সব রাখা উচিত না । বোনেরা, এখন আপনারা উদার মনের হয়ে যান ।

প্রশ্নকর্তা : স্ত্রীরা নিজের অশ্রু দিয়ে পুরুষ কে গলিয়ে ফেলে আর নিজের যা দোষ হয় তাকেও সত্য প্রমাণ করিয়ে নেয় । এই বিষয়ে আপনি কি বলতে চান ?

দাদাশ্রী : কথাটা ঠিক । সেই দোষ ওর লাগবে আর এমন আগ্রহ রাখে তো, সেইজন্য বিশ্বাস চলে যায় ।

কারো স্বামী সরল তো সে হাত ওঠাও । যারা হাত ওঠায়, তারা একেলা তে আমাকে বলে দেয়, 'আমার স্বামী সরল, সবাই সরল হয় ।' এটা ইট্সেলফ্ সুচিত করে যে এই স্ত্রীরা তো স্বামীকে নাচায় । এইসব প্রকাশিত করলে খারাপ দেখাবে । খারাপ দেখাবে না ? বেশি বলা যাবে না । একেলা স্ত্রীদের জিজ্ঞাসা কর যে 'বোন, আপনার স্বামী সরল ?' 'খুব সরল' । মাল কপটে ভরে আছে, সেইজন্য এ বলা যাবে না, খারাপ দেখায় । অন্য গুণ খুব সুন্দর হয় ।

প্রশ্নকর্তা : স্ত্রী কে একদিকে তো লক্ষ্মী বলে আর অন্য দিকে কপটের, মোহের...

দাদাশ্রী : লক্ষ্মী বলে । তো কি সে এমন-তেমন হয়, যখন স্বামী কে নারায়ণ বলে তো তাকে কি বলা হবে ? অতঃ সেই যুগলকে লক্ষ্মী-নারায়ণ বলে । তো কি সে

কোন নিম্ন কক্ষের হবে ? স্ত্রী তো তীর্থঙ্করের মাতা। যত তীর্থঙ্কর হয়েছে না, চব্বিশ, ওনাদের মাতা কে ?

প্রশ্নকর্তা : স্ত্রীরা।

দাদাশ্রী : তাহলে তাদের নিম্ন কক্ষের কি করে বলা যাবে ? স্ত্রী হয়েছে সেইজন্য মোহ তো হবেই। কিন্তু জন্ম কাদের দিয়েছে বড়-বড় সব তীর্থঙ্করদের... জন্ম ই সে দেয়, মহান লোক দের। তাদের আমরা কি করে ভাল-মন্দ বলতে পারি? কিন্তু তবুও আমাদের লোকেরা স্ত্রীদের ভাল-মন্দ বলে।

প্রশ্নকর্তা : আমরা সদৈব স্ত্রীদের ই বলি যে তোমাকে মর্যাদা রাখতে হবে, পুরুষদের বলি না।

দাদাশ্রী : ও তো নিজের মনুষ্যত্বের ভুল উপযোগ করেছে। সত্তার দুরুপযোগ করেছে। সত্তার দুটো উপযোগ হতে পারে। এক সদুপযোগ আর দ্বিতীয় দুরুপযোগ। সদুপযোগ কর তো সুখ বর্তায়, কিন্তু এখন ও দুরুপযোগ করছেন, সেইজন্য দুঃখী হন। যে সত্তার দুরুপযোগ করবেন, তো সেই সত্তা হাত থেকে চলে যায় আর যদি সেই সত্তা সর্বদার জন্য রাখতে চান, সর্বদার জন্য পুরুষ ই থাকতে চান আপনি, তো সত্তার দুরুপযোগ করবেন না, অন্যথা পরের জন্মে স্ত্রী হতে হবে সত্তাধীশ কে ! সত্তার দুরুপযোগ করে, তো সত্তা চলে যায়।

যা কিছুই হোক, স্বামী না থাকে, স্বামী চলে গেছে, তবুও অন্যের কাছে যাবে না। সে যেমন ই হোক, যদি স্বয়ং ভগবান পুরুষ হয়ে আসে, তবুও না, 'আমার স্বামী আছে, আমি প্রতিব্রতা' তাকে সতী বলা হয়। এই সময় সতী বলতে পারা যায় এমন আছে এদের মধ্যে ? সবসময় হয় না এমন, না ? জমানা আলাদা হয় তো ! সত্য যুগে এমন সময় কখনো-কখনো আসে, সতীদের জন্য ই। সেই জন্য সতীদের নাম করে তো আমাদের লোকেরা !

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : ও তো সতী হওয়ার ইচ্ছার জন্য। তাদের নাম নিয়েছে তো কখনো না কখনো সতী হবে আর বিষয় তো চুড়ির দামে বিক্রি হচ্ছে। এসব আপনি জানেন কি ? এ বোঝেন নি আমার বলার মতলব ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, চুড়ির দামে বিক্রি হয়।

দাদাশ্রী : কোন বাজারে ? কলেজে ! কি দামে বিক্রি হচ্ছে ? সোনার দামে চুড়ি বিক্রি হয়। সেখানে হীরার দামে চুড়ি বিক্রি হয় ! সব জায়গায় এমন হয়, হয় না ? সব জায়গায় এমন হয় না। অনেকে তো যতই সোনা দাও তা ও নেবে না। যা ই দাও তাহলে ও নেবে না। কিন্তু বাকী তো বিক্রি হয় যায়, আজ কালের স্ত্রীরা। সোনার দামে নয় তো অন্য দামে বিক্রি হয়ে যায় !

অতঃ এই বিষয়ের জন্য স্ত্রী হয়েছে, কেবল এক বিষয়ের জন্য ই আর পুরুষেরা ভোগার জন্য স্ত্রী কে এন্‌কারেজ (অনুপ্রাণিত) করেছে আর বেচারী কে খারাপ করেছে। ফায়দা হয় না তবুও নিজের ফায়দা হয়েছে, এমন মনে মেনে নেয়। তখন বলে, কি করে মেনে নিয়েছে ? কি ভাবে মেনে নিয়েছে ? পুরুষ বার-বার বলতেই থাকে, সেইজন্য সে মনে করে যে এ যা বলছে, তাতে ভুল কি। নিজে-নিজে মেনে নেয় না। আপনি বলেন যে তুমি খুব ভাল, তোমার মত আর কোন মেয়ে নেই। তাকে বলে যে তুমি সুন্দর তো সে সুন্দর মেনে নেয় নিজে নিজেকে। এই পুরুষেরা স্ত্রী কে স্ত্রী রূপেই রেখেছে। আর স্ত্রীরা মনে ভাবে যে আমি পুরুষ কে বানাই, মূর্খ বানাই। এমন করে পুরুষ তাকে ভোগ করে চলে যায়।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ এমন নয় যে স্ত্রী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্ত্রীর জন্মে থাকবে, এমন নিশ্চিত নয়। কিন্তু সে জানতে পারে না সেইজন্য এর উপায় হয় না।

দাদাশ্রী : উপায় হলে তো স্ত্রী, পুরুষ ই। সে সেই গ্রন্থি কে জানেই না বেচারী আর ওখানে ইন্টারেস্ট পায়, ওখানে মজা আসে সেইজন্য সেখানেই পড়ে থাকে আর কোন এমন রাস্তা জানেই না। সেইজন্য বলে না। এটা কেবল সতী স্ত্রীরা জানে, সতীরা তার স্বামী ছাড়া অন্য কারো চিন্তাই করে না, আর ও কখনো না। তার স্বামী তাড়াতাড়ি মরে যায়, চলে যায়, তবু ও না। সেই স্বামীকেই স্বামী মানে। তখন, সেই স্ত্রীদের সমস্ত কপট সমাপ্ত হয়ে যায়।

সতীত্ব রাখে তো কপট চলে যেতে থাকে নিজে নিজেই। আপনাকে কিছু বলতেই হয় না। মূল সতী, জন্ম থেকেই সতী হয়। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে আগের কোন দাগ থাকে না। যখন কি না আপনাদের আগের দাগ থেকে যায়, আর তাঁরা পরে/আবার পুরুষ হন। কিন্তু পুরুষেও পুরুষ আছে তারা পুরুষ হওয়ার পরে, সব পুরুষ এক সমান হয় না। কিছু পুরুষ স্ত্রীদের মত ও হয়। একটু স্ত্রীর লক্ষণ থেকে

যায় আর ফের যদি কপট সমাপ্ত হয়ে যায় আর যদি সতীর গুণ এসে যায়, তো (কপট) সমাপ্ত হয়ে যায়। পুরুষ হয় তো সতীর মত পরিস্কার হতে থাকে, আর দোষ সমাপ্ত হয়ে যায়। সতীত্ব থেকে সমস্ত দোষ সমাপ্ত হয়ে যায়। যত সতী হয়েছে, তাদের সব দোষ সমাপ্ত হয়ে যায় আর তাঁরা মোক্ষে চলে যায়। বুঝেছেন কিছু ? মোক্ষে যাওয়ার জন্য সতী হতে হবে। হ্যাঁ, যত সতী হয়েছে, তাঁহারা সব মোক্ষে গেছে, অন্যথা পুরুষ হতে হবে। পুরুষ সরল হয় বেচারা, যেমন নাচাবে তেমন নাচবে বেচারা। সব পুরুষ কে স্ত্রীরা নাচিয়েছে। স্ত্রীর মধ্যে কেবল সতী স্ত্রী পুরুষ কে নাচায় না। সতী তো পরমেশ্বর মানে স্বামী কে !

প্রশ্নকর্তা : এমন জীবন খুব কম লোকের দেখতে পাওয়া যায়।

দাদাশ্রী : এই কলিযুগে কোথা থেকে হবে ? সত্য যুগে ও কদাচিত সতী হত, তো এই কলিযুগে কোথা থেকে হবে ?

অতঃ স্ত্রী দের দোষ নয়, স্ত্রী তো দেবীর মত। স্ত্রী আর পুরুষে আত্মা তো আত্মা ই হয়, তফাৎ শুধু পেকিং-এর। 'ডিফারেন্স অফ পেকিং !' স্ত্রী তো এক ধরণের 'ইফেক্ট'। আর আত্মার উপরে স্ত্রীর 'ইফেক্ট' থাকে। তার 'ইফেক্ট' আমাদের উপরে না পড়ে তো ভাল। স্ত্রী, সে তো শক্তি। এই দেশে রাজনীতিতে কেমন-কেমন স্ত্রীরা এসেছে ! আর ধর্মক্ষেত্রে যে স্ত্রী এগিয়ে গেছে, তাঁরা তো কেমন হবে ? এই ক্ষেত্র থেকে জগতের কল্যাণ করে দেয় ! স্ত্রীদের তো জগত কল্যাণ করার শক্তি ভরে আছে! তাদের নিজের কল্যাণ করেও অন্যের কল্যাণ করার শক্তি আছে !

(২৩) বিষয় বন্ধ সেখানে প্রেম সম্বন্ধ

বিবাহিত জীবন কখন শোভায়মান হয় ? যখন দুজনের ই তাপ চড়ে, তবেই ঔষধ খায়, তখন। বিনা তাপে ঔষধ খায় না ? কোন এক জনের বিনা তাপে ঔষধ খায়, তো ও বিবাহিত জীবনে শোভা দেয় না। দুজনের ই তাপ চড়ে তবেই ঔষধ খাবে। দিস ইজ দ্যা অনলী মেডিসিন (এট শুধু ওষধ ই)। মেডিসিন মিষ্টি হয়, তাতে কোথাও প্রত্যেক দিন খাওয়ার মত হয় না। বিবাহিত জীবন শোভায়মান করতে হয় তো সংযমী পুরুষের আবশ্যকতা হয়। এই সব জানোয়ার অসংযমী বলা হয়। আমাদের তো সংযমী হওয়া উচিত। পূর্বে যে রাম-সীতা সব ছিলেন, সেই সব পুরুষ সংযমী ছিলেন। স্ত্রীর সাথে সংযমী ! এখনের যে এই অসংযম কি দৈবী গুণ ? না, ও পাশবী গুণ। মনুষ্যের এমন হয় না। মনুষ্য অসংযমী না হওয়া উচিত। জগত

বোঝেই না যে বিষয় কি ! এক বারের বিষয়ে পাঁচ-পাঁচ লাখ জীব মরে যায়, তার বোধ না হওয়াতে এখানে মজা করে । বোঝে না তো ! কোন রাস্তা না থাকে তবেই এমন হিংসা হয়, এমন হতে হবে । কিন্তু এমন বোধ না থাকে, তখন কি করবে ?

সব ধর্মে সমস্যা তৈরী করেছে যে স্ত্রীকে ত্যাগ কর । আরে, স্ত্রী কে ত্যাগ করে দেব, তো আমি কোথায় যাবো ? আমাকে খাবার কে বানিয়ে দেবে ? আমি আমার ব্যবসা করবো না ঘরে চুলা জ্বালাবো ?

বিবাহিত জীবনের প্রশংসা করেছেন তাঁরা । শাস্ত্রকার বিবাহিত জীবনের কোন নিন্দা করেন নি । বিবাহ ছাড়া অন্য যে ভ্রষ্টাচার আছে, তার নিন্দা করেছে ।

প্রশ্নকর্তা : বিষয়, পুত্র প্রাপ্তির জন্য ই হওয়া উচিত অথবা ফের বার্থ কন্ট্রোল করে বিষয় ভোগতে পারা যাবে ?

দাদাশ্রী : না, না । ও তো ঋষি-মুনিদের সময়ে, পূর্বে তো স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহার এমন ছিল না । ঋষি-মুনি বিবাহ করতেন, তখন ওনারা তো প্রথমে বিয়ে করতে মানা ই করতেন । তখন ঋষি পত্নী বলেন যে, 'আপনি একেলা ! আপনার সংসার ঠিক মত চলবে না, প্রকৃতি ঠিক মত হবে না, সেইজন্য আমাদের পার্টনারশিপ রাখুন, স্ত্রী দের, তো আপনার ভক্তি ও হবে আর সংসার ও চলবে ।' অতঃ ওনারা একসেপ্ট করে, কিন্তু বলে যে, 'আমরা তোমাদের সাথে সংসার বসাবো না ।' তখন এই স্ত্রীরা বলে যে, 'না, আমদের এক পুত্র দান আর এক পুত্রী দান, দুই দান দেবেন শুধু । তো সেই দান যতটুকুই সঙ্গ, অন্য কোন সঙ্গ না । পরে আমার আপনার সাথে সংসারে ফ্রেন্ডশিপ ।' অতঃ ওনারা এক্সেপ্ট করেন আর ফের ওনারা মিত্রের মত থাকতেন, পত্নীর রূপে না । সে ঘরের সব কাজ করতেন আর এ বাইরের কাজ সম্পন্ন করতেন। পরে দুজনে ভক্তি করতে বসতেন সাথে-সাথে । কিন্তু এখন তো ব্যাস পুরো ধান্দাই সেরকম হয়ে গেছে ! সেইজন্য নষ্ট হয়ে গেছে । ঋষি-মুনিরা তো নিয়মে চলতেন ।

এখন যদি এক পুত্র বা এক পুত্রীর জন্য বিয়ে করে, তাতে অসুবিধা নেই । পরে বন্ধুর মত থাকে । ফের দুঃখদায়ী হবে না । এ তো সুখ খোঁজে, ফের তো এমন হবেই তো ! অধিকার ই দাবি করবে তো ! ঋষি-মুনিরা অন্য রকমের ছিল ।

এক পত্নীব্রত এর পালন করবে তো ? তখন বলে, 'পালন করব', তো আপনার মোক্ষ আছে আর যদি অন্য স্ত্রীর একটু ও চিন্তা আসে, সেখান থেকেই

মোক্ষ গেল, কারণ ও *অণহক্ক* (অন্যায্য, আনহক) এর হয়। হকের হয় তো সেখানে মোক্ষ আর আনহকের সেখানে পশুতা।

বিষয়ের লিমিট থাকতে হবে। স্ত্রী-পুরুষের বিষয় কি পর্যন্ত থাকা উচিত ? পরস্ত্রী না হওয়া উচিত আর পরপুরুষ না হওয়া উচিত। আর যদি তার বিচার আসে তো তাকে প্রতিক্রমণ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। সব থেকে বড় ঝুঁকি তো এটাই, পরস্ত্রী আর পরপুরুষ ! নিজের স্ত্রী ঝুঁকি না। এখন আমার এতে কোথাও ভুল আছে কি ? কি আমি বকাবকি করি কোন ভাবে ? এতে কোন পাপ আছে ? এ আমার সাইন্টিফিক খোঁজ ! অন্যথা সাধুদের এ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে মহিলার কাঠের প্রতিমা হয়, তাকে ও দেখবে না। স্ত্রীরা বসে আছে সেই জায়গায় বসবে না। কিন্তু আমি এমন-তেমন দখল করি নি তো ?

এই কালে এক পত্নীব্রত কে আমরা ব্রহ্মচর্য বলি আর তীর্থঙ্কর ভগবানের সময়ে যে ব্রহ্মাচর্যের ফল পাওয়া যেত, সেই ফল প্রাপ্ত হবে, তার আমি গেরান্টী দিচ্ছি।

প্রশ্নকর্তা : এক পত্নীব্রত বলেছেন, ও সূক্ষ্মতে কি কেবল স্থূল ? মন তো যায় এমন হয় কি না ?

দাদাশ্রী : সূক্ষ্মতে ও হতে হবে আর যদি মন যায়, তো মন থেকে আলাদা থাকতে হবে আর তার প্রতিক্রমণ করতে থাকতে হবে। মোক্ষে যাওয়ার লিমিট কি? এক পত্নীব্রত আর এক পতিব্রত।

যদি তুমি সংসারী, তো তোমার হকের ভোগবে কিন্তু আনহকের বিষয় তো ভোগবেই না। কারণ এর ফল ভয়ঙ্কর হয়।

হকের ছাড়া অন্য জায়গায় বিষয় ভোগা হয় তো সেই মহিলা যেখানে যাবে, সেখানে আপনাকে জন্ম নিতে হবে। সে অধোগতিতে যায় তো আপনাকে ও সেখানে যেতে হবে। আজকাল বাইরে তো সব জায়গায় এমন ই হয়ে যাচ্ছে। কোথায় জন্ম হবে তার ঠিকানা ই নেই ! আনহকের বিষয় যে ভোগে তাকে তো ভয়ঙ্কর যাতনা ভুগতে হবে। এক-দুই জন্মে তার মেয়ে ও চরিত্রহীন হবে। নিয়ম এমন যে যার সাথে আনহকের বিষয় ভুগেছে, সেখানে ফের মা অথবা মেয়ে হয়ে আসে। আনহকের নিয়েছ তখন থেকে মনুষ্যপন চলে যায়। আনহকের বিষয়

তো ভয়ঙ্কর দোষ বলা হয় । নিজে অন্যের ভোগে তো তার মেয়েকে লোকে ভোগবে। আপনি কারো ভোগে নেন সেইজন্য আপনার মেয়েকে কেউ ভোগে নেয়, কিন্তু তার চিন্তা ই নেই না !

আনহকের বিষয়ে সদৈব কষায় হয়, তো কষায় হয় সেইজন্য যেতে হয় । কিন্তু এ লোকে জানতেই পারে না । সেইজন্য ফের ভয় পায় না, কোন প্রকারের ভয় ও লাগে না । এখন এই মনুষ্য জন্ম তো পূর্ব জন্মে ভাল করেছিলে, তার ফল ।

বিষয় আসক্তি থেকে উৎপন্ন হয় আর ফের তার থেকে বিকর্ষণ হয় । বিকর্ষণ হয় তখন শত্রুতা বাঁধে আর শত্রুতার 'ফাউন্ডেশন'এ এই জগত দাঁড়িয়ে আছে ।

লক্ষ্মীর জন্য শত্রুতা বাঁধে, অহংকারের জন্য শত্রুতা বাঁধে, কিন্তু এ বিষয়ের শত্রুতা অনেক বিষাক্ত হয় ।

এই বিষয় থেকে জন্ম হয়েছে চরিত্র মোহ । সে ফের জ্ঞান ইত্যাদি সব কিছু নষ্ট করে দেয় । অর্থাৎ এখন পর্যন্ত বিষয়ের জন্য ই এই সব থেমে আছে । মূল বিষয় হয় আর তার থেকে লক্ষ্মীর উপরে অনুরাগ বসে আর তার অহংকার হয় । অর্থাৎ যদি মূল বিষয় চলে যায়, তো সবকিছু চলে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : তো বীজ কে জ্বালাতে জানতে হবে, কিন্তু তাকে কি ভাবে জ্বালাতে হবে ?

দাদাশ্রী : ও তো আমাদের এই প্রতিক্রমণ দ্বারা, আলোচনা-প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখ্যান দ্বারা ।

প্রশ্নকর্তা : সেটাই ! অন্য উপায় নেই ?

দাদাশ্রী : অন্য কোন উপায় নেই । তপ করলে তো পুণ্য বাঁধে আর বীজ কে জ্বালিয়ে দিলে নিরাকরণ হয় । এই সমভাবে নিকাল করার নিয়ম কি বলে, তুমি কোন ও ভাবে এমন করে দাও যে ওর সঙ্গে শত্রুতা না বাঁধে । শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে যাও ।

প্রশ্নকর্তা : তাতে শত্রুতা কিভাবে বাঁধে ? অনন্ত কালের শত্রুতার বীজ পড়ে, ও কি ভাবে ?

দাদাশ্রী : এমন কি না যে মরে যাওয়া পুরুষ অথবা মরে যাওয়া স্ত্রী হয় তো এমন ধর যে তাতে ঔষধ ভরে, আর পুরুষ পুরুষের মতই থাকে আর স্ত্রী স্ত্রীর মতই থাকে তো বাধা নেই, তার সাথে শত্রুতা বাঁধবে না। কারণ ওরা জীবিত না আর এ তো জীবিত। অতঃ এখানে শত্রুতা বাঁধে।

প্রশ্নকর্তা : এ কি কারণে বাঁধে ?

দাদাশ্রী : অভিপ্রায়ে ভিন্নতা আছে সেইজন্য। আপনি বলেন যে, 'আমাকে এখন সিনেমা দেখতে যেতে হবে।' তখন সে বলবে যে, 'না, আজ তো আমাকে নাটক দেখতে যেতে হবে।' অর্থাৎ টাইমিং মেলে না। যদি একজেক্ট টাইমিং এর সাথে টাইমিং মিলে যাচ্ছে, তবেই বিয়ে করবে।

এমন কি না, এই অবলম্বনের যত ই সুখ আপনি নিয়েছেন, ও সব ঋণ নেওয়া সুখ, লোন। আর লোন মানে 'রী পে' (পরিশোধ) করতে হবে।

আত্মার সুখ নাও না আর পুদ্গল থেকে সুখ চাও তুমি। আত্মার সুখ হলে সেখানে বাধা নেই, কিন্তু পুদ্গলের কাছে ভিক্ষা চেয়েছ, ও ফিরিয়ে দিতে হবে। ওসব লোন। যত মিষ্টি লাগে, ততই তার থেকে তিক্ততা ভুগতে হবে। কারণ পুদ্গল থেকে লোন নিয়েছ। সেইজন্য তাকে 'রী পে' করার সময় ততই তিক্ততা আসবে। পুদ্গল থেকে নিয়েছ, সেইজন্য পুদ্গল কে ই 'রী পে' করতে হবে।

এখন তো আমাকে কত লোকে বলে যায় যে, 'আমাকে দিয়ে দীনতা করায়।' তখন আমি বলি, 'আরে, তোর প্রভাব চলে গেছে, ফের আর কি করাবে ? সামলে যা, এখনো যোগী হয়ে যা !' এখন এদের কি করে পৌঁছাতে পারবো ? এই জগত কে কি করে পৌঁছাতে পারবো ?

এক মহিলা তার স্বামীকে চার বার সাষ্টাঙ্গ করায়, তখন এক বার স্পর্শ করতে দেয়। আরে, এর বদলে যদি সমাধি নিয়ে নেয় তো কি খারাপ হত ? সমুদ্রে সমাধি নেয়, তো সমুদ্র সোজা তো হয় ! ঝঞ্ঝাট তো নেই ! এর জন্য চার বার সাষ্টাঙ্গ !

প্রশ্নকর্তা : আগের জন্মে আমি তার সঙ্গে সংঘাত করেছিলাম, তবেই এই জন্মে সে আমার সাথে সংঘাত করছে। কিন্তু তার রাস্তা তো বের করতে হবে কি না? সল্যুশন বের করতে হবে তো ?

দাদাশ্রী : তার সল্যুশন তো আছে, কিন্তু লোকের মনোবল তো কাঁচা হয় কি না !

বিকারী ভাব বন্ধ করে দিতে হবে, তো নিজে নিজেই সব বন্ধ হয়ে যাবে। তাকে নিয়ে এ সর্বদার জন্য কিচ্-কিচ্ চলতে থাকে।

প্রশ্নকর্তা : এখন এ কিভাবে করা যাবে ? একে বন্ধ কি ভাবে করব ?

দাদাশ্রী : বিষয় কে জয় করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : বিষয় কে জয় করা যায় না, সেইজন্য তো আমরা আপনার শরণে এসেছি।

দাদাশ্রী : কত বছরের বিষয়... বুড়ো হতে যাচ্ছ তবু ও বিষয় ? যখন দ্যাখ তখন বিষয়, বিষয় আর বিষয় !

প্রশ্নকর্তা : এই বিষয় কে বন্ধ করার পরেও সংঘাত এড়ায় না সেইজন্য তো আমরা আপনার চরণে এসেছি।

দাদাশ্রী : সংঘাত হয় ই না। যেখানে বিষয় বন্ধ হয়েছে, সেখানে আমি দেখেছি, যত সব পুরুষ শক্ত মনের হয়, ওদের স্ত্রী তো একেবারে তার কথা মত থাকে।

তার সাথে বিষয় বন্ধ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় মেলেই নি। কারণ এই সংসারে রাগ-দ্বেষের মূল কারণ ই বিষয়। মৌলিক কারণ ই এটাই। এখান থেকেই সব রাগ-দ্বেষ জন্মেছে। সংসার সমস্ত এখান থেকেই শুরু হয়েছে। সেইজন্য সংসার বন্ধ করতে হয় তো এখান থেকেই বন্ধ করে দিতে হবে।

যে ক্লেশ করতে চায় না, যে ক্লেশের পক্ষ নেয় না তার ক্লেশ তো হয় কিন্তু ধীরে-ধীরে অনেক কম হয়ে যায়। এ তো, যে এমন মানে যে ক্লেশ করা ই উচিত, তখন পর্যন্ত ক্লেশ বেশি হয়। আমরা ক্লেশের পক্ষকার না হওয়া উচিত। ক্লেশ করব ই না, এমন যার নিশ্চয় থাকে, তার ক্লেশ কম সে কম হয়। আর যেখানে ক্লেশ আছে, সেখানে ভগবান তো দাঁড়িয়ে থাকেই না !

ডবল বেডের সিস্টেম বন্ধ কর আর সিঙ্গল বেডের সিস্টেম রাখবে। এ তো সবাই বলে, 'ডবল বেড বানাও , ডবল বেড.... ' আগে তো হিন্দুস্থানে কোন মানুষ এভাবে শুত ই না, কোন ক্ষত্রিয় ই না। ক্ষত্রিয় তো অনেক শক্ত হয় কিন্তু বৈশ্য ও না। ব্রাহ্মণ ও এই ভাবে শোয় না, এক জন মানুষ ও না ! দ্যাখ কাল কেমন বিচিত্র এসেছে !

যখন হীরাবার সাথে আমার বিষয় বন্ধ হয়, তখন থেকে আমি 'হীরাবা' বলি ওকে। তার পর থেকে কোন বিশেষ মুস্কিল আসে নি আমাদের। আর প্রথমে যা ছিল, ও বিষয়ের সানিদ্ধ্যের জন্য, সাথে থাকলে তো তোতামস্তী হয় একটু-আধটু। কিন্তু ও তোতামস্তী। লোকে ভাবে যে এই তোতা ঐ তোতীকে মারতে শুরু করেছে! কিন্তু হয় তোতামস্তী। কিন্তু যখন পর্যন্ত বিষয়ের দংশন আছে, তখন পর্যন্ত এ যায় না। এই দংশন চলে যায়, তবেই যাবে। আমার নিজের অনুভব বলছি। এ তো আমার জ্ঞান, তাকে নিয়ে ঠিক আছে। অন্যথা জ্ঞান না হয় তো দংশন করতেই থাকে। সেই সময় তো অহংকার ছিল কি না ! তাতে অহংকারের এক ভোগ অংশ হয় যে সে আমাকে ভোগ করে নিয়েছে। আর এ বলবে, 'সে আমাকে ভোগ করেছে।' আর সেখানে (এই জ্ঞান মেলের পরে) সমাধান করে সে, তবুও ওসব ডিসচার্জ (নির্গমন) কিচ্-কিচ্ তো থাকেই। আমাদের তো সেই কিচ্-কিচ্ ও ছিল না, মতভেদ ছিল না কোন প্রকারের।

বিজ্ঞান তো দ্যাখ ! সংসারের সাথে ঝগড়া ই বন্ধ হয়ে যায়। বউ এর সাথে তো ঝগড়া নেই, কিন্তু সারা সংসারের সাথে ঝগড়া বন্ধ হয়ে যায়। এই বিজ্ঞান ই এমন আর ঝগড়া বন্ধ হয়েছে অর্থাৎ মুক্ত হয়েছ।

(২৪) রহস্য, ঋণানুবন্ধের...

অর্থাৎ বিয়ে তো জবরদস্ত বন্ধন। মোষ কে ঘেরা জায়গায় বন্ধ করে এমন দশা হয়। এই ফাঁসে না ফাঁসা যায় সেটাই উত্তম। ফাঁসার পরে ও বেরিয়ে যাও তো আরো অধিক উত্তম। অন্যথা অন্তে ফল চাখার পরে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। বাকী, আত্মা কারো স্বামী, স্ত্রী বা পুরুষ বা কারো ছেলে হতে পারে না, মাত্র এই সব কর্ম পুরা হয়ে যাচ্ছে ! আত্মাতে তো কিছুই পরিবর্তন হয় না। আত্মা তো আত্মা ই, পরমাত্মা ই। এ তো আমরা মেনে বসেছি যে এ আমার বউ !

এই পাখি সুন্দর বাসা বানায়, তো ওকে কে শেখাতে গিয়েছিল ? এই সংসার চালানো তো নিজে নিজেই শেখা যায় এমন । হ্যাঁ 'স্বরূপজ্ঞান' প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করার আবশ্যকতা হয় । সংসার চালানোর জন্য কিছু করার আবশ্যকতা নেই । এই মনুষ্য একেলা ই আবশ্যকতার থেকে বেশি বুদ্ধিমান । এই পশু-পক্ষীর কি বউ-বাচ্চা নেই ? ওদের বিয়ে করতে হয় ? এ তো মানুষের বউ-বাচ্চা হয়, মানুষ ই বিয়ে করতে যায় ।

এই গাই-মোষ ও বিয়ে করে । বাচ্চা-টাচ্চা সব হয় । কিন্তু আছে সেখানে স্বামী ? ওরা ও শ্বশুর হয়, শাশুড়ি হয়, কিন্তু ওরা কোথাও বুদ্ধিমানের মত কোন ব্যবস্থা দাঁড় করে ? কেউ এমন বলে যে আমি এর শ্বশুর ? তবুও আমাদের মত ই সব ব্যবহার আছে না ? ওরা ও দুধ খাওয়ায়, বাচ্চাকে প্রেম করে তো ! এই বুদ্ধিমানেরা আদর করে না ।

আপনি নিজে শুদ্ধাত্মা আর এই সব ব্যবহার উপর-উপর থেকে অর্থাৎ 'সুপারফ্লুয়াস' করতে হবে । নিজে 'হোম ডিপার্ট্মেন্ট' এ থাকা আর 'ফরেন' এ 'সুপারফ্লুয়াস' থাকা । 'সুপারফ্লুয়াস' মানে তন্ময়াকার বৃত্তি নয় ও, কেবল 'ড্রামাটিক' । কেবল 'ড্রামা' ই করা । ড্রামায় লোকসান হয়, তাহলে ও হাসতে হবে আর মুনাফা হয় তাহলে ও হাসতে হবে । 'ড্রামা'য় অভিনয় করতে হয়, লোকসান হয় তো তেমন প্রদর্শন করতে হয় । মুখে বলে ও সত্য যে বড় লোকসান হয়েছে, কিন্তু ভিতরে তন্ময়াকার হয় না । আমাদের 'ঝুলন্ত সেলাম' রাখতে হবে । অনেক লোকে বলে কি না যে ভাই, এর সাথে তো আমার 'ঝুলন্ত সেলাম' যেমন সম্বন্ধ ! সেই ভাবে সারা সংসারের সাথে থাকতে হবে । যে সারা সংসারের সাথে 'ঝুলন্ত সেলাম' রাখতে শিখে গেছে, সে জ্ঞানী হয়ে গেছে । এই শরীরের সাথে ও 'ঝুলন্ত সেলাম' ! আমি নিরন্তর সবার সাথে 'ঝুলন্ত সেলাম' রাখি, তবু ও সবাই বলে যে 'আপনি আমাদের উপরে অনেক ভাল ভাব রাখেন ।' আমি ব্যবহার সব নির্বাহ করি, কিন্তু আত্মাতে থেকে ।

প্রশ্নকর্তা : কি এমন হয় যে বউয়ের পুণ্য থেকে পুরুষের চলে ? বলে না যে বউয়ের পুণ্যতে এই লক্ষ্মী অথবা সব ভাল হয়, এমন হয় কি ?

দাদাশ্রী : ও তো লোকে, কেউ নিজের বউকে মারতে থাকে তো, তাকে বোঝায় যে, আরে, তোর বউয়ের ভাগ্য তো দ্যাখ ! কেন চিৎকার করছিস ! ওর পুণ্য আছে তো তুই খেয়ে যাচ্ছিস, এভাবে শুরু হয়ে গেছে । সব জীব নিজের পুণ্যের ই

খায় । আপনি বুঝে গেছেন তো ! ও তো এমন সব করে তবেই ঠিক মত চলে তো ! সবাই নিজের-নিজের পুণ্যের ই ভোগে আর নিজের পাপ ও নিজেই ভোগে । কারো কিছু লেনা-দেনা ই নেই ফের । তাতে এক চুলের সমান ও ঝঞ্ঝাট নেই ।

প্রশ্নকর্তা : কোন শুভ কার্য করে, যেমন পুরুষ দান করে, কিন্তু স্ত্রীর ও ওতে সহযোগ থাকে, তো দুজনকেই ফল মেলে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, মেলে তো ! করা জন আর সহযোগ অর্থাৎ করানো জন, নয় তো কর্তার প্রতি অনুমোদন করা জন, এই সবাইকে পুণ্য মেলে । তিন জনকে ই, করা জন-করানো জন আর অনুমাদন করা জন কে পুণ্য মেলে । যে আপনাকে বলে যে এটা করবে, করার যোগ্য, তাকে করানেওয়ালা বলা হয়, আপনাকে করনেওয়ালা বলা হবে আর স্ত্রী বিরোধ না করে, তো সে অনুমোদন কর্তা, সবাই কে পুণ্য মেলে । কিন্তু করা জনের ভাগে পঞ্চাশ প্রতিশত আর বাকী পঞ্চাশ প্রতিশত সেই দুজনের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : পূর্ব জন্মের ঋণানুবন্ধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কি করা উচিত ?

দাদাশ্রী : আপনার যার সাথে পূর্ব জন্মের ঋণানুবন্ধ আছে আর আপনার সে পছন্দ ই না হয়, তার সহবাস পছন্দ ই না হয়, তবু ও তার সহবাসে কর্তব্যবশতঃ থাকতেই হয়, তো কি করতে হবে ? তার সাথে বাইরের ব্যবহার অবশ্যই রাখতে হবে, কিন্তু ভিতরে তার নামের প্রতিক্রমণ করতে হবে । কারণ আমরা আগের জন্মে অতিক্রমণ করেছিলাম, তার এই পরিণাম । কি কঁজেজ করেছিলে ? বলে যে তার সাথে অতিক্রমণ করেছিলে পূর্বজন্মে, তার এই জন্মে ফল এসেছে । অতঃ তার প্রতিক্রমণ করবে, তো ও হিসাব প্লাস-মাইনাস হয়ে যাবে । অতঃ ভিতরে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে । ক্ষমা চাইতে থাকবে যে আমি যে দোষ করেছি, তার ক্ষমা চাইছি। যে কোন ভগবানের সাক্ষী রেখে ক্ষমা চেয়ে নেবে, তো সব সমাপ্ত হয়ে যাবে । অন্যথা আবার কি হয় যে তার প্রতি বেশি দোষ দৃষ্টি রাখলে, যেমন কি কোন পুরুষ স্ত্রীর অনেক দোষ দেখে তো তিরস্কার বাড়বে আর তিরস্কার হয়, তখন ভয় লাগে । আপনার যার প্রতি তিরস্কার হবে, তার থেকে ভয় লাগবে আপনার । তাকে দেখলেই আপনার ব্যাকুলতা হয়, এতে বুঝে নেবেন যে এ তিরস্কার । অতঃ তিরস্কার ছাড়ার জন্য আপনি ভিতরে ক্ষমা চাইতে থাকবেন । দুই দিনেই সেই তিরস্কার বন্ধ হয়ে যাবে। সে জানতে পারে না যে আপনি ভিতরে ক্ষমা চাইতে থাকেন তার নামের, তার প্রতি যা যা দোষ করেছেন, 'হে ভগবান, আমি ক্ষমা চাইছি । এ আমার দোষের

পরিণাম ।' কোন লোকের প্রতি যা যা দোষ করেছেন, তার ভিতরেই আপনি ক্ষমা চাইতে থাকেন ভগবানের কাছে তো সব ধুয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : আমাদের ধর্মের মার্গে যেতে হয়, তো ঘর-সংসার ছাড়তে হয় । এ ধর্ম কার্যের জন্য ভাল বলা হয়, পরন্তু ঘরের লোকের দুঃখ হয়, কিন্তু নিজের জন্য ঘর সংসার ছাড়া হয় তো ও ভাল বলা হবে ?

দাদাশ্রী : না । ঘরের লোকের হিসাব মেটাতে হবে । তাদের হিসাব মেটানোর পরে, তারা সবাই খুশী হয়ে বলে যে 'আপনি যান', তখন কোন বাধা নেই । কিন্তু ওদের দুঃখ হয় তো এমন করবে না । কারণ সেই এগ্রীমেন্ট ভঙ্গ করতে পার না ।

প্রশ্নকর্তা : ভৌতিক সংসার ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা হয়, তো কি করব?

দাদাশ্রী : ভৌতিক সংসারে ঢোকার ইচ্ছা হত কি না, এক দিন ?

প্রশ্নকর্তা : তখন তো জ্ঞান ছিল না । এখন তো জ্ঞান মিলেছে সেইজন্য তাতে ফারাক হয় ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তাতে ফারাক পড়বে কিন্তু যদি তাতে ঢুকেছ, তো বের হওয়ার রাস্তা খুঁজতে হবে । এমনি ই পালাতে পার না ।

প্রশ্নকর্তা : প্রত্যেক দিন কম হয়ে যাচ্ছে ।

দাদাশ্রী : 'আমার' বলে মরে । আসলে 'আমার' হয় না ফের সে তাড়াতাড়ি চলে যায় তো আমাদের একেলা বসে থাকতে হবে । সাচ্চা হয় তো দুজনকেই সাথে যাওয়া উচিত কি না ? আর যদি স্বামীর জন্য সতী হয়ে যায়, তাহলেও সে কোন পথে গিয়েছে হয়তো আর এই স্বামী কোন পথে গিয়েছে হয়তো ? কারণ সবার নিজের-নিজের কর্মের হিসাবে গতি হয় । কেউ জানোয়ারে যায়, কেউ মনুষ্যে যায়, কেউ দেবগতিতে যায় । তাতে সতী বলবে যে আমি আপনার সাথে মরে যাই তো আপনার সাথে আমার জন্ম হবে, কিন্তু এমন কিছু হয় না । এ তো সব পাগলামী । স্বামী-স্ত্রী এমন কিছু হয় না । এ তো বুদ্ধিওয়ালা লোকেরা ব্যবস্থা দিয়েছে ।

প্রশ্নকর্তা : ভাই বলে যে যদি কোন প্রকারের বিবাদ না হয়, তো পরের জন্মে আবার সাথে থাকতে পারবে ?

দাদাশ্রী : এই জন্মেই থাকতে পারে না। এই জন্মেই ডাইভোর্স হয়ে যায়, তো ফের পরের জন্মের কি কথা বলছ ? এমন প্রেম হয় ই না তো ! পরের জন্মের প্রেমওয়ালাদের তো ক্লেশ ই হয় না। ও ইজী লাইফ (সরল জীবন) হয়। অনেক প্রেমের জীবন হয়। ভুল দেখেই না। ভুল করে তবুও দেখে না, এমন প্রেম হয়।

প্রশ্নকর্তা : তো এমন প্রেমের জীবন হয়, তো ফের পরের জন্মে তারা ই আবার মেলে কি না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, মেলে তো, কারো এমন জীবন হয় তো মেলে। সারা জীবন ক্লেশ না হয় তো মেলে।

(২৫) আদর্শ ব্যবহার, জীবনে...

দাদাশ্রী : জীবন কে শুধরাবে কি করে ?

প্রশ্নকর্তা : সঠিক মার্গে চলে।

দাদাশ্রী : কত বছর পর্যন্ত শুধরাতে হবে ? সারা জীবন ? কত বছর, কত দিন, কত ঘন্টা, কি ভাবে শুধরাবে সেই সব ?

প্রশ্নকর্তা : জানি না আমি।

দাদাশ্রী : হাঁ.... সেইজন্য শুধরায় না তো ! আর বাস্তবে দুই দিন ই শুধরাতে হবে, এক ওর্কিং ডে (কাজে যাওয়ার দিন) আর এক তো হলিডে (ছুটির দিন)। দুই দিন ই শুধরাতে হবে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। দুটোতে পরিবর্তন আন তো সব পরিবর্তন হয়ে যাবে। দুটোকে সেটিং করে দাও তো প্রত্যেক দিন সেই অনুসারে চলতে থাকবে। আর সেই অনুসারে চলবে তো সব পথে এসে যাবে। লম্বা-চওড়া পরিবর্তন করতেই হবে না। এই সবাই প্রত্যেক দিন পরিবর্তন করে না। এই দুটোর ই সেটিং করতে হবে। এই দুদিনের ব্যবস্থা করে নাও তো সব দিন তাতে সমাহিত হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : সেই ব্যবস্থা কিভাবে করতে হবে ?

দাদাশ্রী : কেন ? সকালে ওঠ তো উঠে প্রথমে ভগবানের যা স্মরণ করতে হয়, ও করে নেবে। প্রথমে তো সকালে তাড়াতাড়ি ওঠার অভ্যাস রাখতে হবে। কারণ মোটামুটি পাঁচটায় উঠে যেতে হবে মনুষ্যকে। তো আধা ঘন্টা নিজের একাগ্রতার সেবন করা উচিত, কোন ইষ্টদেব অথবা যে ই হয়, তার ভক্তি কিছু এক বা আধা ঘন্টা, এমন ব্যবস্থা করতে হবে। এমন রোজ চলতে থাকবে ফের। পরে উঠে ব্রাশ ইত্যাদি সব করে নেবে। ব্রাশে ও সিস্টেম সেট করে দিতে হবে। তুমি নিজেই ব্রাশ নেবে, সব-কিছু নিজেই করবে, অন্য কেউ বলা উচিত না। যদি অসুখ-টসুখ হয়ে যায় তো আলাদা কথা। ফের চা-জলখাবার আসে, তখন কলহ করা উচিত না আর যা কিছু এসেছে খেয়ে নেওয়া উচিত, আর খাওয়ার পরে ওকে বলবে যে একটু চিনি কম হয়েছে, কাল থেকে একটু বেশি দেবে। তুমি ওকে বলবে শুধু। কলহ করবে না। চায়ের সাথে জল খাবার যা খেতে হয়, ও হয়ে গেলে আর ফের খাবার খেয়ে জবে যেতে হয়, তো খাবার খেয়ে জবে যাও তো ওখানের দায়িত্ব পালন করবে।

এখানে বাড়ি থেকে কলহ না করে বেরিয়ে যাবে। ফের জব করে ফিরে আস, তো জবে বসের সাথে ঝঞ্ঝাট হয়ে যায়, তো তাকে পথে শান্ত করে দেবে। এই ব্রেন (মগজ) এর চেক নাট দাবিয়ে দেবে, যদি সে গরম হয়ে যায় তো। শান্ত হয়ে ঘরে যাবে, অর্থাৎ ঘরে কোন বিবাদ করবে না। বসের সাথে লড়াই হয় তো, তাতে বউয়ের কি দোষ বেচারীর ? তোমার বসের সাথে ঝগড়া হয় কি হয় না?

প্রশ্নকর্তা : হয় তো।

দাদাশ্রী : তো তাতে বউয়ের কি দোষ ? ওখানে ঝগড়া করে আস, তো বউ বুঝে যায় যে আজ ভাল মুডে নেই। ভালে মুড হয় না তো ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : অতঃ এমন ব্যবস্থা এক দিনের করে দাও, ওর্কিং ডে আর এক হলিডের। দুই ধরণের দিন ই আসে। তৃতীয় দিন কোন আসে না তো? সেইজন্য দুই দিনের ব্যবস্থা করেছে, সেই অনুসারে চলতে থাকবে ফের।

প্রশ্নকর্তা : এখন ছুটির দিনে কি করব ?

দাদাশ্রী : ছুটির দিন স্থির করবে যে আজ ছুটির দিন, সেইজন্য আজ ছেলে-মেয়ে, ওয়াইফ, সবাই কোথাও ঘুরতে পারে না তো আজ ওদের ঘুরতে নিয়ে যাব, খাওয়া-দাওয়ার পরে। ভাল-ভাল খাবার বানাতে হবে। খাবার পরে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া উচিত। ফের ঘোরাতে খরচের মর্যাদা রাখবে যে হলিডের দিন এতটাই খরচ! কোন সময় এক্সট্রা করতে হয়, তো আমরা বাজেট বানাব, না হলে এতটাই খরচ। এই সব নিশিত করতে হবে আমাদের। ওয়াইফ কে দিয়েই নিশ্চিত করাবে তুমি।

প্রশ্নকর্তা : সে বলে যে ঘরে পূরনপূরী (মিষ্টি রুটি) খাওয়া উচিত। পিজ্জা খেতে বাইরে যেতে হবে না।

দাদাশ্রী : আনন্দে পূরনপূরী খাও, সব খাও, তেলেভাজা খাও, জিলিপি খাও। যা ইচ্ছা তা ই খাও।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু হোটেলে পিজ্জা খেতে যাব না।

দাদাশ্রী : পিজ্জা খেতে ? ও আমরা কি করে খেতে পারি ? আমরা তো আর্য প্রজা। তবু ও শখ হয় তো দুই-চার বার খাইয়ে ফের ধীরে-ধীরে ছাড়িয়ে দেবে। ধীরে-ধীরে ছাড়িয়ে দেবে। একদম আপনি বন্ধ করিয়ে দেন তো ও ভুল বলা হবে। আপনি সাথে খেতে থাকবেন আর ফের ছাড়িয়ে দেবেন ধীরে-ধীরে।

প্রশ্নকর্তা : ওয়াইফের বানানোর শখ না হয় তো আমাদের কি করা উচিত ?

দাদাশ্রী : আপনি শখ বদলে নেওয়া উচিত। অন্য অনেক রকম জিনিস আছে আমাদের এখানে। শখ বদলে দেবে। সরসে-মেথির সম্বরা ভাল না লাগে তো ডালচিনি আর গোলমরিচের সম্বরা লাগিয়ে দেওয়াবে যাতে ভাল লাগে। পিজ্জাতে তো কি খাওয়ার মত আছে ?

অর্থাৎ সেটিং কর তো সারা জীবন ভাল মত কাটবে আর সকালে আধা ঘন্টা ভগবানের ভক্তি কর তো কাজ ঠিক মত চলবে। তোমার তো জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে গেছে, সেইজন্য তুমি তো বুঝদার হয়ে গেছ এখন। কিন্তু অন্যদের জ্ঞান মেলে নি তো, ওদের কিছু ভক্তি করা উচিত কি না! তোমার তো সব ঠিকমত চলছে তো!

এই 'অক্রম বিজ্ঞান' ব্যবহার কে নড়ায় না। প্রত্যেক 'জ্ঞান', ব্যবহারের তিরস্কার করে। এই বিজ্ঞান ব্যবহারের কিঞ্চিৎ মাত্র তিরস্কার করে না আর নিজের 'রিয়েলিটী' তে সম্পূর্ণ থেকে ব্যবহারের তিরস্কার করে না। যে ব্যবহারের তিরস্কার না করে, সেটাই সৈদ্ধান্তিক জিনিস হয়। সৈদ্ধান্তিক জিনিস কাকে বলে যে যা কখনো অসৈদ্ধান্তিকে পরিণমিত না হয়, ও সিদ্ধান্ত বলা হয়। কোন এমন কোণা নেই, যেখানে অসিদ্ধান্ত হয়। অর্থাৎ এ 'রিয়েল সাইন্স', 'কমপ্লিট সাইন্স'। ব্যবহারের কিঞ্চিত মাত্র ও তিরস্কার করায় না!

কারো একটু ও দুঃখ না হয়, ও অন্তিম 'লাইট' বলা হয়। বিরোধীর ও শান্তি হতে হবে। বিরোধী ও এমন বলে যে, 'ভাই, এর আর আমার মতভেদ আছে, কিন্তু এর প্রতি আমার ভাব আছে , আদর আছে' এমন বলে শেষে! বিরোধ তো হয় ই। সব সময় বিরোধ তো থাকবে ই। ৩৬০ ডিগ্রীর ৩৫৬ ডিগ্রীর ও বিরোধ হয় ই। এই ভাবে এই সব জায়গায় বিরোধ তো হয় ই। এক ই ডিগ্রীতে সব মনুষ্য আসতে পারে না। এক ই বিচার শ্রেনীতে সব মনুষ্য আসতে পারে না কারণ মনুষ্যের বিচার শ্রেনীর চৌদ্দ লাখ যোনি আছে। বল, কত 'এড্জাস্ট' হতে পারে আমাদের সাথে। কিছু যোনি ই 'এডজাস্ট' হত পারে। সব হতে পারে না।

ঘরে তো সুন্দর ব্যবহার করে নিতে হয় । 'ওয়াইফ'এর মনে এমন হয় যে এমন স্বামী কখনো পাবো না আর স্বামীর মনে এমন হয় যে এমন 'ওয়াইফ' কখনো পাবো না! এমন হিসাব এনে দাও, তখন আমরা সঠিক!

প্রশ্নকর্তা : অধ্যাত্মতে তো আপনার কথার উপরে কিছু বলার মতই নেই কিন্তু ব্যবহারে ও আপনার কথা 'টপ' (শীর্ষ) এর কথা।

দাদাশ্রী : এমন কি না, যে ব্যবহারে 'টপ' এর না বুঝে কেউ মোক্ষে যায় ই নি। যদিও যত ই, বারো লাখে আত্মজ্ঞান হয়, কিন্তু ব্যবহারের না বুঝে কেউ মোক্ষে যায় নি। কারণ ব্যবহার ই ছাড়ায় কি না! সে না ছাড়ে তো তুমি কি করবে ? তুমি 'শুদ্ধাত্মা' ই হও কিন্তু ব্যবহার তোমাকে ছেড়ে দেবে তবেই না ? তুমি ব্যবহার কে জড়াতে থাক। তার তরিত সমাধান নিয়ে আস না!

- জয় সচ্চিদানন্দ

মূল গুজরাটী শব্দের সমানার্থী শব্দ

উপরী : বস, মনিব, মালিক, নিয়ন্ত্রণকারী

নোঁধ : অত্যন্ত রাগ অথবা দ্বেষ সহিত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মনে রাখা, নোট করা

উপাধি : বাইরে থেকে আসা দুঃখ

অণহক্ক : অন্যায্য, আনহক, অবৈধ

ভোগবটা : সুখ-দুঃখের প্রভাব

নিকাল : নিষ্পত্তি, মীমাংসা বা সমাধান করা

চিকণে : গাঢ়, প্রগাঢ়

ত্রাগা : নিজের ইচ্ছা মত/কথা মানানোর জন্য করা নাটক

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. মৃত্যু
৮. ত্রিমন্ত্র
৯. দান
১০. প্রতিক্রমণ
১১. আত্মবোধ
১২. সেবা-পরোপকার
১৩. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
১৪. ভুগছে যে তার ভুল
১৫. মানব ধর্ম
১৬. যা হয়েছে তাই ন্যায়
১৭. দাদা ভগবান কে ?
১৮. জগত কর্তা কে ?
১৯. কর্মের সিদ্ধান্ত
২০. অন্তঃকরণের স্বরূপ
২১. পয়সার ব্যবহার
২২. মাতা-পিতা আর সন্তানের ব্যবহার
২৩. স্বামী-স্ত্রীর দিব্য ব্যবহার
২৪. পাপ-পুণ্য

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে।

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি, গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকসমূহ

1. Self Realization
2. Tri Mantra
3. Noble Use of Money
4. Pratikraman (Abridged Version)
5. Truth and Untruth
6. Generation Gap
7. Science of Money
8. Non-Violence
9. Avoid Clashes
10. Warries
11. Who am I
12. Anger
13. Adjust Everywhere
14 Fault is of the Sufferer
15. Whatever Happens is Justice
16. Gnani Purush A.M. Patel
17. Harmony in Marriage
18. The Practice of Huminity
19. Life Without Conflict
20. Death : Before, During and After
21. Science of Speech
22. The Flowless Vision
23. Shri Simandhar Swami
24. The Science of Karma
25. Brahmacharya : Celibacy
26. Pratikraman (Full Version)
27. Guru and Disciple
28. The Essence of All Religion
29 Right Understanding
30. Pure Love
31. Aptavani -1,2,4,5,6,8 and 9

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে।

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি,গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পর্ক সূত্র

দাদা ভগবান পরিবার

অড়ালজ : ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সীটি, আহমদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জি.-গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯)৩৯৮৩০১০০, ৯৩২৮৬৬১১৬৬/৭৭
E-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই : ত্রিমন্দির, ঋষিবন, কাঁজুপাড়া, বোরিভলি (E)
ফোন :৯৩২৩৫২৮৯০১

দিল্লী	: ৯৮১০০৯৮৫৬৪	বেঙ্গলুরু	: ৯৫৯০৯৭৯০৯৯
কোলকাতা	: ৯৮৩০০৮০৮২০	হায়দ্রাবাদ	: ৯৮৮৫০৫৮৭৭১
চেন্নাই	: ৭২০০৭৪০০০০	পুনে	: ৭২১৮৪৭৩৪৬৮
জয়পুর	: ৮৮৯০৩৫৭৯৯০	জলন্ধর	: ৯৮১৪০৬৩০৪৩
ভোপাল	: ৬৩৫৪৬০২৩৯৯	চন্ডীগড়	: ৯৭৮০৭৩২২৩৭
ইন্দৌর	: ৬৩৫৪৬০২৪০০	কানপুর	: ৯৪৫২৫২৫৯৮১
রায়পুর	: ৯৩২৯৬৪৪৪৩৩	সাঙ্গলী	: ৯৪২৩৮৭০৭৯৮
পাটনা	: ৭৩৫২৭২৩১৩২	ভুবনেশ্বর	: ৮৭৬৩০৭৩১১১
অমরাবতী	: ৯৪২২৯১৫০৬৪	বারাণসী	: ৯৭৯৫২২৮৫৪১

U. S. A : DBVI Tel. +1 877-505-DADA (3232)
Email : info@us.dadabhagwan.org

U.K. : +44 330-111-DADA (3232)

Kenya : +254 722 722 063

UAE : +971 557316937

Dubai :` +971 5013644530

Australia : +61 421127947

New Zealand : + 64 21 0376434

Singapore : +65 81129229

Website : www.dadabhagwan.org

বুদ্ধিতে সাজাও ঘরসংসার

এই অক্রম বিজ্ঞান তো দ্যাখ ! কেবল স্ত্রীর সাথে ই না, কিন্তু সমগ্র সংসারের সাথে ঝগড়া বন্ধ হয়ে যায় । এই বিজ্ঞান ই এমন ! ঝগড়া বন্ধ হয় অর্থাৎ আমরা মুক্ত হয়ে যাই । নিজের ঘরে তো ব্যবহার সুন্দর করে ফেলা উচিত । 'স্ত্রী'র এমন মনে হয় যে এমন (ভাল) স্বামী কখনো পাব না আর স্বামীর এমন মনে হয় যে এমন (ভাল) 'বউ' কখনো পাব না । এমন হিসাব এনে ফেল তখন আমাদের সাচ্চা বলা হবে । যদি এমন বোধ ফিট করে নাও তো সারা জীবন খুব সুন্দর ভাবে ব্যতীত হবে ।

-দাদাশ্রী

dadabhagwan.org

Printed in India

Price ₹ 80